উপহার।

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই!
কোথাও পাইনে খুঁজে যা' তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলাবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

রামাভিষেক নাটক।

অথবা

রামের অধিবাস ও বনবাস।

শ্রীমনোমোহন বসু-প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং, ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পৌষ, সন ১২৮৮ সাল।

1041

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

যে সপ্তকাণ্ডময় কল্পপাদপ, সমস্ত ভারতবর্ষীয় কাব্যকাননের বীজবৃক্ষ স্বরূপ; এই নাটকখানি তাহারি একটী পল্লব মাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইল। ভরসার মধ্যে সেই। সুদ্ধ সে কারণেও যদি ইহা পাঠকসমাজের সাবকাশ কালের কিঞ্চিন্মাত্রও তৃপ্তিসাধক হয়, তথাপি লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

যাঁহারা এই নাটক প্রণয়ন-পক্ষে প্রথম উত্তেজক, তাঁহাদিগের প্রতি আমার নিবেদন, যে, যদি এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের আশানুরূপ না হইয়া থাকে, তবে অপাত্রে ভারার্পণ করাতে, তাঁহাদিগেরি বিবেচনার ক্রটী—আমার কোনো অপরাধ নাই! আর যদি ইহা ভাল হইয়া থাকে, তবে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। ইতি।

শকাব্দাঃ ১৭৮৯, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

সার্দ্ধবর্ষাধিক কালাবধি এই নাটকের দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন হইলেও, রাজধানীতে আমার অনবস্থানাদি কারণে তাহা এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই।

এবারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যাহা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই বাক্য-গত, একটী স্থলগত এবং দুইটী সামান্যাভিনেতার চরিত্রগত, এই মাত্র। ফলতঃ প্রথমবারে নাট্যোক্ত যে যে ব্যক্তি যেরূপ আকৃতি প্রকৃতিতে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকালে তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে পাঠকগণের কষ্ট না হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

যে যে স্থলে এই নাটকের অভিনয় অথবা অভিনয়ানুষ্ঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত বহুবাজারস্থ গুণ-প্রবীণ নাট্যাভিনয়সমাজ সুপদ্ধতি ও নিপুণতা যোগে ইহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া আপনাদের গৌরবের সহিত ইহারও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার ভিন্ন চিত্ত-প্রাশস্ত্য হয় না।

বঙ্গদেশীয় সংবাদ-পত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ক্ষুদ্র নাটকের প্রতি করুণা-দৃষ্টিপাত করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা যে কিছু অল্পসংখ্যক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অতি সামান্য এবং সর্ব্বসম্মত নহে; সুতরাং তাহা দোষ হউক বা গুণ হউক, তদ্রূপই রহিল। কেবল, কৃষকদ্বয়ের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ যাবনিকত্ব দোষ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গত বোধে সংশোধিত হইল। অলমতি বিস্তরেণ।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এবারে শব্দ-গত যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও কোনো বন্ধুরচিত একটী গানের অভিনব সন্নিবেশ ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিল।

কলিকাতা।
২০২, করন্‌ওয়ালিষ ষ্ট্রীট।
অগ্রায়ণ, ১৭৯৫ শক।

শ্রীমনোমোহন বসু।

অভিনেতা।

পুরুষ।

দশরথ	... ...	অযোধ্যার রাজা।
রাম	... ...	রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।
লক্ষ্মণ	... ...	রাজার তৃতীয় পুত্র।
বশিষ্ঠ	... ...	রাজগুরু।
সুমন্ত্র	... ...	রাজমন্ত্রী।

বিদূষক। পুরোহিত। প্রতীহারী। বন্দীদ্বয়। ছত্রধারী। রাজদূত। দুই চাষা। ভট্টাচার্য্য। তলবীদার। ভৃত্য। নট প্রভৃতি।

স্ত্রীলোক।

কৌশল্যা	... ...	জ্যেষ্ঠা রাণী—রামের মাতা।
কৈকেয়ী	... ...	মধ্যমা রাণী—ভরতের মাতা।
সুমিত্রা	... ...	কনিষ্ঠা রাণী—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা।
সীতা	... ...	রামের স্ত্রী।
ঊর্ম্মিলা	... ...	লক্ষ্মণের স্ত্রী।
বাসন্তী	... ...	সীতার সখী।
চিত্রা	... ...	কৌশল্যার পরিচারিকা।
মন্থরা	... ...	কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী।

এবং চামরধারিণী, নটী ও নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

সংযোগস্থল—অযোধ্যা।

রামাভিষেক নাটক।

প্রস্তাবনা।
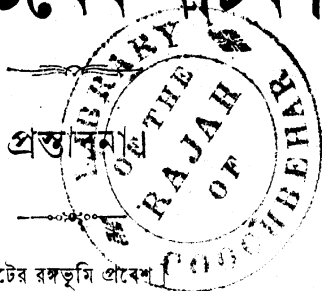
[নটের রঙ্গভূমি প্রবেশ]

নট। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) আহা! সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে! ধনী, মানী, জ্ঞানী আর ভাবগ্রাহী, রসগ্রাহী, গুণগ্রাহী মহাশয়েরা সভাস্থ হ'য়ে এই আলোকমালার দীপ্তিকেও লজ্জা দিয়ে, সভামণ্ডপের অসামান্য শ্রীসম্পাদন ক'চ্ছেন! বিশেষতঃ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জনের দ্বারা প্রকাশিত, অথচ নাটকের অনুরূপমাত্র যৎসামান্য অভিনয় দর্শনজন্যও যে এঁরা ঘৃণা না ক'রে ধৈর্য্য ধ'রে আছেন, একি সামান্য মহত্ত্ব? অথবা মহতের স্বভাবই এই!—যা হ'ক্, তবে আর বিলম্ব করা নয়। এঁদের সঙ্গীতলালসার সঙ্গে অধৈর্য্যের দেখা না হ'তে হ'তে এই বেলা প্রেয়সীকে ডেকে আরম্ভ করা যা'ক্। (নেপথ্যাভিমুখে আহ্বান) অয়ি গজগামিনি! গজেন্দ্র গমনে এদিকে যে একবার আ'স্‌তে হবে—কৈ? এখনো যে দেখা নেই? প্রিয়ে! কি লজ্জা! তোমার কি এখনো সজ্জা হয় নি?

(গীত)

রাগিণী পরজ—তাল ঢিমে তেতালা।

রঙ্গে, এস রসবতি রসরঙ্গে—
তুষিতে রসিকমন রসের প্রসঙ্গে।
সুজনরঞ্জিত সভা, ভ্রমরনিকর শোভা,
সঙ্গীতকমললোভা, ভাবের তরঙ্গে॥ ১॥
তোমার মধুর স্বর, মুনিজনমনোহর,
রাগমান দীপ্তিকর, সদা তব সঙ্গে॥ ২॥

[গীত গাইতে গাইতে নটীর প্রবেশ]

(গীত)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াথেমটা।

ওহে রসরাজ, কেন আ'জ্ ডাকিলে আমায়,
এমন সময়ে বল না?
মনোলোভা, বনশোভা, কুঞ্জে হেরিব,
ছিল হে বাসনা॥

প্রফুল্ল কুসুম ললিত রসে,
আমোদিত সুধা সম সুবাসে,
সরসীসলিলে কুমুদী হাসে,
দেখিলে নয়ন ফেরে না॥ ১॥

এ সুখযামিনী শরদশশী,
সঘনে বরিষে পীযূষরাশি,
যুবজনমন হয় উদাসী,
ফুলশর দহে সহে না॥ ২॥

নট। আহা! কি সুললিত! কি সুসঙ্গত তানলয়শুদ্ধ গীত গেয়ে, প্রিয়ে, আ'জ্ শ্রুতিপথে অমৃত বর্ষণ ক'ল্লে! যদি সকলে আমার চ'ক্ নিয়ে তোমার মুখ দেখে থাকেন, আর আমার কান নিয়ে তোমার গান শুনে থাকেন, তবে যে সভাসুদ্ধ মোহিত হ'য়েছেন, তার আর ভুল কি?

নটী। সে যা হ'ক্, প্রাণনাথ, তুমি আমায় এখন ডা'ক্লে কেন বল দেখি? আমি সেই কুসুম উপবনে মনের সুখে ফুল তুলে তুলে মালা গাঁ'থ্ছিলেম, আর এই স্তবকটী বাঁ'ধ্ছিলেম, আর বেড়াতে বেড়াতে শরচ্চন্দ্রের শোভা দেখ্তে দেখ্তে তুমি কতক্ষণে যাবে, তাই ভা'ব্ছিলেম।—আহা! আমাদের কুঞ্জের এখন কি চমৎকার শোভাই হ'য়েছে! কত প্রকার ফুলই ফুটেছে! শিউলিফুলের গন্ধে চা'র্দিক্ আমোদ ক'রেছে, তায় আবার চাঁদের আলো যেন তাদের মুখচুম্বন ক'চ্ছে!—তা এমন সময় কি সেই রম্য স্থান ছেড়ে এসে এই লোকের গর্ম্মিতে বাড়ীর ভিতর থাকা যায়?

নট। প্রিয়ে, সাধ ক'রে কি ডেকেছি? দেখ দেখি, কত বড় কত বড় মান্য লোক এই সভায় ব'সে আছেন। তাঁদের তুষ্টির জন্য তুচ্ছ বিলাস-সুখ ত্যাগ ক'ত্তে কাতর হওয়া কি উচিত? তাঁরা সকলেই একটী দৃশ্য-কাব্য-প্রয়োগ দর্শনে মহা অনুরাগী। এখন বল দেখি, সঙ্গীত-সুধালোলুপ এই গুণজ্ঞ সমাজে আ'জ্ কোন্ রস আর কোন্ কাব্য আশ্রয় ক'রে অভিনয় করা যায়?

নটী। প্রাণনাথ, তুমি আমায় উপহাস ক'চ্ছো না কি?

আমি আবার তোমায় ব'লে দেব! আমি স্ত্রীলোক, হাজার জানি, মূর্খ জা'ত্। আমি রসও বুঝিনে, কাব্যও বুঝিনে— তোমার রসেই আমার রস—তোমার কাব্যেই আমার কাব্য! ছায়া কি কখনো দেহের ভঙ্গী ছেড়ে অন্য ভঙ্গী ক'ত্তে পারে?

নট। প্রেয়সি, এই গুণেই আমার প্রমত্ত মনকে একবারে প্রেমরজ্জুতে বেঁধে রেখেছ! তা যা হ'ক্, এখন কর্ত্তব্য কি? আমি বলি, শান্তিরস অবলম্বন ক'রে কোনো একটা অভিনয় দেখালে হয় না?

নটী। না না, তা হবে না। তুমি কি জান না, এখনকার নব্য বাবুরা শান্তিরস শ্রবণ আর শান্তিজল গ্রহণ, দুটোকেই সমান ভেবেছেন! এ সভায় দেখ্‌ছি তাঁদের সংখ্যাই অধিক। তাই বলি, তাঁদের যাতে মনোরঞ্জন হয় তাই কর।

নট। প্রিয়ে, এখনকার নব্য ব'লে কেন? সকল দেশে সকল কালে নব্যমাত্রেই শান্তিরসকে বাঘের মত আর আদিরসকে শুক পাখীর ন্যায় জ্ঞান ক'রে থাকেন। সেটা কেবল বয়সের দোষ! বরং এখনকার কৃতবিদ্য নব্যদলের মধ্যে অনেকে বাৎসল্য, সখ্য, করুণা প্রভৃতি রসের অনুরাগী আছেন। আর এখন তাঁদের কাব্য ও সঙ্গীতাস্বাদ-শক্তি বিশুদ্ধ হওয়াতে এদেশে জঘন্য যাত্রার পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার নাট্যাভিনয় উদয় হ'চ্ছে। তাঁরা চান—অভিনয়ের নায়ক নায়িকার নির্ম্মল চরিত্র হবে। সুতরাং সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, ধীর, এমন কোনো বীরপুরুষ সম্পর্কে করুণারসের

কোনো একটী অভিনয় যদি দেখাতে পারা যায়, তবে নির্ব্বিবাদে যেমন সর্ব্বমনোরঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই না।

নটী। নাথ! ব'ল্লে ভাল, শুন্তেও ভাল। কিন্তু একাধারে এত গুণ, এমন পুরুষ কৈ?—তায় আবার করুণারসটী চাই!

নট। কেন প্রিয়ে, তোমার কি মনে হ'চ্ছে না, সে দিন আমরা "রামাভিষেক" নামক একখানি নূতন নাটক পেয়েছি, তাতে তো এইরূপই আছে। সর্ব্বগুণাধার সর্ব্বলোকাভিরাম রামচন্দ্র তার নায়ক, আর রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগেই তাঁর বনগমন ও রাজা দশরথের মৃত্যুবিবরণ, তার বিষয়। অতএব এমন পবিত্রচরিত নায়ক আর এমন করুণাপূরিত বিষয় আর কোথা পাব? আমি বলি, আ'জ্ সেই অভিনয়ে মনোনিবেশ ক'রে এই গুণজ্ঞ সমাজের তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করা যা'ক্।

নটী। তবে তাই হ'ক্।

(উভয়ের গীতারম্ভ)

(গীত)

রাগিণী মোল্লার—তাল একতালা।

নবজলধর, রাম রঘুবর বিরাজে
অযোধ্যা মাঝে।
কিবা, বিরাজে অযোধ্যা মাঝে।

হরশরাসন করিয়ে ভঙ্গ,
মিলিত হেমাঙ্গী জানকীসঙ্গ,
পরম পবিত্র প্রণয় প্রসঙ্গ,
অপরূপ রূপ সাজে॥ ১॥

আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
কোদণ্ড শোভিত তাহে।
লোকাভিরাম, গুণ অনুপম,
জগজ্জনমন মোহে।

অতি গম্ভীর ধীর শান্ত,
সুশীল সরলচিত একান্ত,
অনুজগণপ্রিয় নিতান্ত,
বিজয়ী সমরকাজে॥ ২॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক।

অযোধ্যার রাজপথ।

[তুরীধ্বনি পূর্ব্বক রাজদূতের প্রবেশ]

ঘোষণা।

রা, দূ। অযোধ্যানগরবাসি, শুন সর্ব্ব জন,
শুভ সমাচার করি ঘোষণা এখন;—
রাজাধিরাজেন্দ্র দশরথ মহারাজ—
পূজিত নরেন্দ্র আর সুরেন্দ্র সমাজ—
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্র ধীর—
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিক্রমে গভীর;
সেই পুত্রে ভূপতি দিবেন রাজ্যভার।
সুলগ্ন পুণ্যাহে কল্য অভিষেক তাঁর।

[লাঙ্গল কাঁধে ও কাস্তে হাতে দুই জন চাষার প্রবেশ]

প্রথম চাষা। মামাগা, ওডা ভোঁ ভোঁ কল্লে আর কি বল্লে গা ?

দ্বিতীয় চাষা। তুই কি এও জানিস্‌নে ? ওডা তুরী না ভূরী কি বলে যে। আর ঐ যে নোকটী বেজিয়ে বেজিয়ে বেড়াচ্চে, ওর নাম রাজদূত।

প্র। আর ও যে কি বল্‌ছে গা মামা ?

দ্বি। হুঁ ! কি একখানা বল্‌ছে বটে। র’স্‌, এই বার ভাল ক’রে শুনি।

(পুনর্ব্বার তুরীধ্বনি পূর্ব্বক ঐ ঘোষণা)

ও। বোঝ্‌লাম রে বোঝ্‌লাম। সব্বনাশ কল্লে, গ্যালাম আর কি!

প্র। কেন মামা, কি সব্বনাশ কল্লে গা? কি বল্লে গা?

দ্বি। আর কি বল্লে! ঐ যে পুণ্যে পুণ্যে বল্‌ছে রে! রাজার ব্যাটা রামচন্দর কা'ল্ আবার এট্টা পুণ্যে কর্‌বে, তাই মোদের জানাচ্চে। তা যদি রাজা এক্‌বার আবার রাজার বেটা এক্‌বার ক'রে পুণ্যে করে, তবেই তো মোরা গ্যালাম। দু জায়গায় খাজনা দে কোন্ চাষার পো চাষা ফসল ক'রি উট্‌তি পারে? মোদের দু লায় পা দেওয়া হ'লো আর কি— এই বারই ভরা ডুবি কর্ব্বে!

প্র। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) তাইতো মামা, এমন কি হবে?—মোদের রাজাতো এমন রাজা নয়।—না, তা নয় মামা, তুই ঐ রাজদূতের কথা শুনো সম্‌জে বুজ্‌তি পারিস্ নি।

দ্বি। (সক্রোধে) মুই সম্‌জাতি পাল্লাম না তুই ইরির মধ্যে এত সমজ্‌দার হ'লি? মোর রাজ্‌বাড়ী যেতে যেতে পার নলি ছিঁড়ে গ্যাচে—ভাল মানষের পাল্লায় চেরকাল্‌টা কাটালুম, তা মুই আর এইডে বুজ্‌তি পাল্লাম না? মুই কি জানিনে, রাজা দশরথ বাপের তাত্যুল্লি রাজা। তবে রাজদূত বেটা কেন যে আবার এট্টা পুণ্যের কথা বল্‌চে, সেইডিই তো তাজ্জব!

[তলবাঁদার সঙ্গে এক জন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ]

প্র। মামা, তুই খাপা হ'স্‌নে বাপু! ভাল, এই ভট্‌চাজ্‌ঠাকুরকে ক্যান স্থুদিয়ে লেনা?

দ্বি। (সরোষে) তুই যা স্থদোগে, মোর আর স্থুদিয়ে জা'ন্তি হবে না!

প্র। ঠাকুর মশাই পর্‌ণাম গো! ভাল, ঠাকুর মশাই, ঐ যে রাজদূত ভোঁ ভোঁ কল্লে আর কি বল্লে গা ঠাকুর মশাই?

ভট্টা। আরে, ও ঘোষণা দিচ্ছে, যে, রাজা কল্য স্বীয় প্রিয়পুত্র গুণাকর রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'র্ব্বেন।

প্র। ঠাকুর মশাই! মুই যে বুজ্‌তি পাল্লাম না গা?

ভট্টা। (সক্রোধে) যা বেটা তবে সর্‌, আমার রাজসভায় শীঘ্র যেতে হবে, তোরে এখন পাঠ দিবার সময় নয়!

প্র। মশাই, তোমার পায় গড় করি, মোরে কথাটা স'ম্‌ঝে দে যাও।

ভট্টা। আরে কা'ল্‌ রাম রাজা হবেন, তাই সকলকে জানানো হ'চ্ছে। কেমন, এখন বুঝ্‌লি তো?

প্র। হাঁ ঠাকুর মশাই! তোমার পর্‌সাদে মুই এখন অনেক বোজ্‌লাম। কিন্তু এট্টা বড় সন্দে হচ্চে, রাজাতো বেঁচে আছেন, তবে আবার রাজার বেটা কেন রাজা হ'তি যাচ্চেন?

তলবাঁদার। ঠাকুর মশাই, তুমি চল গো, মোর ঘাড়ে বড় দরদ দেচ্চে।

ভট্টা। (চাষার প্রতি) আরে বাপু দশরথ আছেন রাজা, রামচন্দ্র হবেন যুবরাজ। কেমন, বুঝ্‌লি তো ?

প্র। এজ্ঞে না।

ভট্টা। আরে বেটা! যেমন বড় রাজা, আর ছোট রাজা। এখন বুঝ্‌লি তো ?

প্র। এজ্ঞে হাঁ, কতক কতক!

ভট্টা। আ ম'লো! এ বেটা এখনো বলে কতক কতক —তোর চাষার বাপ নির্ব্বংশ হ'ক্‌!—কি জ্বালা! এ বেটার মত দুই একটী প'ড়ো থা'ক্‌লেই আমার টোল করার বিলক্ষণ প্রতুল হয়! আরে বেটা, রাজা এখন বুড়ো হ'য়েছেন, রাজ-কর্ম্ম সব একা ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। বিশেষতঃ রাজপুত্র অল্প বয়সে সম্পূর্ণ যোগ্য—সকল কর্ম্মেই নিপুণ হ'য়েছেন, তাই রাজা তাঁরে যুবরাজ অর্থাৎ ছোট রাজা ক'র্ব্বেন।

প্র। ভাল, তা যেন বোজ্‌লাম, কিন্তু এক রাজ্যে দুই রাজা—খাজনা লেবে কে ?

ভট্টা। ওঃ! তাই বল্‌, এতক্ষণে মর্ম্মোদ্ঘাটন হ'লো!—তা তোদের ভয় নেই—তোদের কোনো ভয় নেই—তোদের একবার বৈ দুবার রাজস্ব দিতে হবে না।

প্র। মামা, ঐ শোন্‌ গো ভট্‌চাজ ঠাকুর যা বল্লেন, তার আর এক্‌ কাটা ইদিক্‌ উদিক্‌ হবার যো নেই!

(পুনর্ব্বার তুরীধ্বনি ও ঘোষণা)

ভট্টা। ওহে রাজদূত! তুমি একবার আমার নিকটে এসতো বাপু, এক্‌টা কথা বলি।

রা, দূ। (প্রণামপূর্ব্বক) আজ্ঞে করুন?

ভট্টা। ভাল, তুমি যে কয়েকটী শব্দপ্রয়োগ ও পদবিন্যাস ক'র্লে, তা যেন আমরা বুঝ্লেম, কিন্তু চাষা লোকে যে তার এক বর্ণও বুঝ্তে পারে না, তার কি বল? তোমার পদাবলীর ভাষ্য আর টীকা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আমার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লো!

রা, দূ। আজ্ঞে, ভাল আজ্ঞে ক'র্চ্চেন। তা আজ্ঞে করেন তো নয় চাষাদের জন্যে একটা সোজাসুজি রকম বলি?

ভট্টা। তা আবার আজ্ঞার অপেক্ষা কি?

[তলবাদার সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।

রা, দূ। (তুরীধ্বনি পূর্ব্বক)

শুন শুন শুন সবে, কা'ল্ রাম রাজা হবে,
আ'জ্ তাঁর হবে অধিবাস।
রাজার বাসনা এই, কাণা খোঁড়া দুঃখী যেই,
দান লহ যার যেবা আশ॥
আর শুন এ বৎসর, যার যত রাজকর,
না লবেন রাজ্যের রাজন্।
হাটে ঘাটে মাঠে বাটে, নৃত্য গীত বাদ্য নাটে,
উৎসবে থাকহ সর্ব্বজন।

[রাজদূতের প্রস্থান।

দ্বি। অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি বল্লে?—ওরে এবার যে বেস্ বল্লে রে—এ বছর রাজস্ব দিতি হবে না বল্লে যে—সত্যি কি?

প্র। কেন এখন কেমন? মুই যা বল্লাম তাই হচ্চে কিনা? দু জ্যায়গায় খাজ্না দিতি হবে ব'লে, তুই বাপু

কতই ভাব্‌ছিলি, কিন্তু মুই জানি মোদের রাজাতো তেমন রাজা নয়! তুই কি সে কথাডা ভুলে গেলি?—এই রাম ঝ্যাখন জন্মায়, ত্যাখন রাজা এক বছরের খাজ্‌না লিই নি। তা সেই রাম এখন রাজা হ'তি ঝাচ্চে—তা এডা খুসীর কাম কিনা—তাই আবার এক সনের খাজ্‌না মাপ কল্লে। তা তুই বাপু সেডা তলিয়ে না সমুঝে আগে ভাগে কেবল ভেবেই খুন হ'লি। ব'ল্‌তি কি, তুই বাপু এখন বড্ডি ভয়-খেগো হ'য়েছিস্‌। বুড়ো বয়েসে এই তেপাল্‌টা বিয়েটা বেঁদিয়ে অব্‌দি তোর বাপু ট্যাকার মায়াডা বড্ডিই বেড়েছে। তা ঝা হ'ক্‌গে, চল্‌ মোরা এখন ঘরে গিয়ে মামী টামীকে এ খোস্‌ খবরটা শোনাই গে—আর রাম রাজার গুণ গেইতে গেইতে ভাল ক'রে খাই দাই গে।

[গীত গাইতে গাইতে উভয়ের প্রস্থান।

(গীত)

রাগিণী সাওন—তাল আড়াখেম্‌টা।

সুখের সাগরে পরাণ ভেস্‌তেছে।
রাম রাজার গুণ হিদে জেগ্‌ দেছে॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

[কৌশল্যা ও চিত্রা উপস্থিত]

কৌশ। চিত্রে! তুইতো ভাল ক'রে শুনে এসেছিস্? কার মুখে কি প্রকারে এ সুসংবাদ শুনে এলি, বল্ দেখি?

চিত্রা। দেবি! এ কথা আবার ভাল ক'রে শুন্‌বো না? একি আর কোনো কথা? আর আমি কি যার তার মুখে শুনেই চুপ্ ক'রে থা'ক্‌বার মেয়ে? চাকর নোক জনের মুখে যেই গালা ঘুসো শুন্‌লুম, অম্নি পুরুত ঠাকুরকে আমার মেয়েটী আন্‌বের দিন দেখা'বার ছুতো ক'রে রাজসভার দিকে ঘেঁসে ঘুঁসে গেলুম। গিয়ে দেখি, রাজ্যের বড় বড় নোক অনেকেই দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক জন রাজার সিংহাসনের দিকে খানিক স'রে গিয়ে হাত যোড় ক'রে রামের কতই সুখ্যাত ক'ল্লেন—রাম বড় শান্ত, রাম বড় সুবোধ, রাম বড় ধাম্মিক, রাম রাজকম্ম সব শিকেছেন—এম্নি এম্নি কত কথাই ব'ল্লেন। তার পর ব'ল্লেন "মহারাজ! আমাদের ইচ্ছে, তুমি রামকে সোমত্ত-রাজ্যে অবিষেক কর।"

কৌশ। (সহাস্যে) নারে সোমত্ত-রাজ্য নয়, যৌবরাজ্য!

চিত্রা। হ্যাঁ মা—ঠিক্ ঐ কথাটী ব'ল্লেন।

কৌশ। তার পর?

চিত্রা। তার পর রাজা ব'ল্লেন "রামকে রাজা ক'র্ব্বো তা এর বাড়া আর আহ্লাদ কি?" তক্ষুনি দৈবিগ্গি ঠাকুরকে দিন দেখ্তে ব'ল্লেন। দৈবিগ্গি ঠাকুর পাঁজি দেখে ব'ল্লেন "কা'ল্ বেস দিন।" তার পর রাজা বশিষ্ট মনি, আরো কোন্ কোন্ মনিকে জিগ্গেস ক'ল্লেন "মশাদ্দের মত কি?" তাঁরা ব'ল্লেন "মহারাজ! শুভ কাজ্ শীগ্গির শীগ্গির ভাল, কা'ল্ই রামচন্দ্রকে রাজা করুন।" রাজা শুনে যেই ব'ল্লেন "আচ্ছা তাই হবে" অম্নি সকলে "মহারাজার জয় হ'ক্ মহারাজার জয় হ'ক্" ব'লে বাড়ী গেলেন। আর রাজা সুমন্ত্রকে ব'ল্লেন, "সুমন্ত্র তুমি রাজ্যে ঘোষ্ণা টোষণা দাও, আর রামকে এখানে ডেকে আন।"

কৌশ। তবে তুমি রামকে রাজসভায় আ'স্তে দেখে এসনি?

চিত্রা। হ্যাঁ, আমি কি অম্নি আসি?—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রৈলুম, রাম এলেন, রাজার পায় গড় ক'ল্লেন, রাজা তাঁর কপালে চুমো খেয়ে তাঁকে কোলে ক'রে সিংহাসনে বসালেন; বসিয়ে ব'ল্লেন "রাম, কা'ল্ তোমায় আমি রাজা ক'র্ব্বো।" এত দূর দেখে শুনে তবে আমি সেখান থেকে চ'লে এলুম। আরো থা'ক্তুম, কিন্তু কি জানি, যদি আর কেউ এসে তোমাকে আগে ভাগে ব'লে ফ্যালে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।

কৌশ। চিত্রে! তুই আ'জ্ আমাকে যে সুসংবাদ দিলি, তাঁ তোরে কুবেরের ধন দিলেও আমার এ ঋণ শোধ যায় না। চিত্রে লো! দশ জনের মুখে যদি পুত্রের সুযশ শোনা যায়, তবে মার প্রাণে যে কত সুখ হয়, তা মা বৈ আর কেউ বুঝ্‌তে পারে না! রাম রাজা হবেন শুনে আমার যত আহ্লাদ না হ'য়েছে—কেননা, রাম যখন রাজবংশে জ'ন্মেছেন, তখন কা'ল্ হ'ক্ বা দশ দিন পরে হ'ক্, রাজাতো হবেনি—কিন্তু প্রজারা এসে যে রাজসভায় রামচন্দ্রের সুখ্যাত্ ক'রে রামকে রাজা ক'র্ত্তে অনুরোধ ক'রেছে, এতে আমার মন যে কি প্রফুল্ল হ'লো, তা তোরে আর কি ব'ল্‌বো। (কণ্ঠহার প্রদান) তা ধর্ এই যৎকিঞ্চিৎ আ'জ্ তোরে দিলেম, যদি দেবতা মঙ্গল করেন, তোরে কা'ল্ ভাল ক'রে তুষ্ট ক'র্ব্বো।

চিত্রা। (হারগ্রহণ ও প্রণামপূর্ব্বক) মাগো! তোমার মধুঢালা কথাতেই প্রাণ যুড়োয়। তা এমন মায়ের সন্তানকে যে সকলে ভাল বা'স্‌বে, আর সকলে ভাল ব'ল্‌বে, তার আর আশ্চজ্জি কি? তুমি আম্মাকে এমন অমূল্যি হার দিয়েও ব'ল্‌ছো 'যৎকিঞ্চিৎ দিলেম!' দুগ্‌গা করুন তুমি যেমন রাজরাণী আছ, তেম্নি রাজার মা হ'য়ে চিরকাল সুখে কাটাও!

[রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ]

(উভয়ের প্রণাম)

রাম। মা! অদ্য পিতা আমাকে প্রজাপালনের ভারগ্রহণে আজ্ঞা ক'রেছেন।

কৌশ। বাছা, চিরজীবী হও। তোমার চাঁদমুখে এই সুসংবাদ কবে শুন্‌বো ব'লে অধৈর্য্য ছিলেম! আ'জ্ মা মঙ্গলচণ্ডী আমায় সেই শুভ দিন দিলেন! আশীর্ব্বাদ করি, রাজ্যেশ্বর রাজা হ'য়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর; তোমার সুযশ হ'ক্; তোমার পালনে প্রজারা যেন সচ্ছন্দে থাকে। এখন এক কর্ম্ম কর, তোমার বিমাতা সুমিত্রাকে এই শুভ সমাচার শুনিয়ে এস—ঐ যে তিনি আ'স্‌ছেন—আর যেতে হবে না।

[সুমিত্রার প্রবেশ]

(দুই ভ্রাতার প্রণাম)

রাম। (সুমিত্রার প্রতি) ছোট মা! পিতা আমাকে কল্য যৌবরাজ্যে অভিষেক ক'র্ব্বেন, অদ্য অধিবাস। আ'জ্ তাই বৈদেহীর সহিত সংযত ও উপোষিত থা'ক্তে আমাকে অনুমতি ক'র্ল্লেন।

সুমি। বৎস রাম! এই সুসম্বাদে যে কত সুখী হ'লেম, তা আর কথায় কি জানাব! তোমার কল্যাণ হ'ক্। তুমি যেমন আমাদের প্রাণতুল্য প্রিয় পুত্র—তোমাকে দেখ্‌লে যেমন আমাদের প্রাণ শীতল হয়—প্রজাগণকে তুমি সেইরূপ পুত্রভাবে পালন ক'রে রঘুবংশের নাম উজ্জ্বল কর। আর ভগবতীর কাছে কামনা করি, তোমরা চা'রটী ভাই যেন এক মায়ের সন্তান, এম্নি ভাবে থেকে মনের সুখে রাজত্ব কর। তা যাও বাপু, এখন দুই ভাইতে স্নানাহ্নিক কর গে।

[রাম লক্ষ্মণের প্রস্থান।

কৌশ। সুমিত্রে! এখন এর কি কি মঙ্গলাচার ক'র্ত্তে হবে তুমি ভাই তার উজ্জুগ্ সুজ্জুগ্ কর—আমার মন এখন আহ্লাদে স্থির নয়, সকল কথা মনেও পড়ে না!

সুমি। দিদি! সেজন্যে ভাবনা কি? আমিই সব ক'র্ব্বো এখন।

(নেপথ্যে—কোথায় গো বড় রাণী কোথায়?)

কৌশ। সুমিত্রে! আমায় কে ডা'কৃছে—

সুমি। বুঝি পাড়াপ্রতিবাসিনীরা এই শুভ সংবাদ শুন্তে পেয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'র্ত্তে এসেছেন। তা চল, তাঁদের আদর অপেক্ষা করি গে?

কৌশ। চল, তা আবার যাবনা!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী সাহানা—তাল ঢিমা তেতালা।

অযোধ্যানগরে আজু আনন্দ অপার।
রাম রাজ্যেশ্বর হবে, শুভ সমাচার।
মধুর মঙ্গল গীত, শুনি অতি সুললিত,
মঙ্গল বাজনা কত, বাজে অনিবার॥ ১॥
পল্লব কুসুম হারে, কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে,
প্রতি ঘরে সবে করে, মঙ্গল আচার॥ ২॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সায়ংকালিক রাজসভা।

রাজা দশরথ সিংহাসনোপবিষ্ট। পশ্চাতে ছত্রধারীর ছত্রধারণ। দুই পার্শ্বে কিঙ্করী কর্ত্তৃক চামর ব্যজন। সম্মুখে বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, বিদুষক, প্রতীহারী প্রভৃতি উপস্থিত।

রাজা। ওহে সুমন্ত্র!

সুম। (সম্মুখীন হইয়া) আজ্ঞা করুন মহারাজ!

রাজা। নগরবাসীদিগকে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক সংবাদ জানানো হ'য়েছে তো?

সুম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! রাজপুত্রের অভিষেক-বার্ত্তা ঘোষণামাত্র প্রজালোক যার পর নাই আনন্দিত হ'য়েছে। এমন কি, সকলে নিজ নিজ দ্বারে পুষ্পমালা, কদলীবৃক্ষ এবং পূর্ণ ঘট স্থাপন ক'রে কতই মঙ্গলাচার ক'চ্চে! দেবালয় মাত্রেই নানাবিধ দৈবানুষ্ঠান হ'চ্ছে। নগরমধ্যে যত উচ্চ মন্দির, যত চতুষ্পথ, যত অট্টালিকা, যত বড় বড় বৃক্ষ এবং যত সমাজশালা আছে, সে সকলের উপরি বিচিত্র বিচিত্র ধ্বজপতাকা উড্ডীনা হওয়াতে অযোধ্যাপুরীর আরো শোভা-বৃদ্ধি হ'য়েছে। নিশাগমে পাছে অন্ধকার হয়, এজন্য পুর-বাসীরা স্থানে স্থানে, পথে পথে, দীপবৃক্ষ সকল নির্ম্মাণ ক'রেছে। ঘরে ঘরে কেবল আমোদ, প্রমোদ ও উৎসব-কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শুন্তে পাই নে। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণাদি বাদ্যের সহিত নৃত্য গীতে নগর পরিপূর্ণ—সমাগত

দর্শকমণ্ডলীতে রাজপথ সমাকীর্ণ—আর মাঝে মাঝে মহারাজের জয়ধ্বনিতে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে! বোধ হয়, যেন আনন্দসাগর উৎসাহবায়ুযোগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

বশি। তা হ'তেই পারে;—কুলপাবন রামচন্দ্র শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, ধীরতা, শীলতা ও দয়াদাক্ষিণ্য গুণে বশীভূত না হয়, এমন পাষাণহৃদয় কে আছে? মহারাজ! এতদিনে সূর্য্যবংশে প্রকৃত সূর্য্যই উদয় হ'য়েছে—যাঁর কীর্ত্তিকিরণে রঘুকুলের সঙ্গে সমস্ত ভারতভুমি সমুজ্জ্বল হবে, সন্দেহ নাস্তি।

রাজা। (সহর্ষে) আপনি যার কুলদেবতা, আপনার আশীর্ব্বাদে তার সকলি সম্ভবে! (সুমন্ত্রের প্রতি) ওহে সুমন্ত্র, আর কি কি হ'য়েছে, বল দেখি?

সুম। মহারাজের আজ্ঞানুসারে নিকটস্থ রাজগণ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবাদি সকলকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হ'য়েছে। রাজপথ সমূহ পরিষ্কৃত করা হ'য়েছে। মণিমন্দির, রত্নমন্দির, স্ফটিকাবাস, হিমগৃহ, বলীগৃহ, অমরাপুরী, বসন্তপুরী প্রভৃতি সমস্ত রাজভবন ও সমুদয় বিহারবন সুমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করা হ'য়েছে। রাজভৃত্য মাত্রেই বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ পারিতোষিক পেয়েছে। অনাথ, দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি প্রার্থী মাত্রেই আশাতিরিক্ত অর্থলাভ ক'রে, মহারাজের অচলা রাজলক্ষ্মীর প্রার্থনা ক'চ্ছে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধিষ্ঠান মাত্রেই যথাযোগ্য সমাদৃত ও ধন দ্বারা পূজিত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছেন। আর ঘোষণা দ্বারা

এক বৎসরের রাজকর দিতে হবে না শুনে, প্রজারা আহ্লাদে গদ্গদ হ'য়ে ব'ল্ছে, যে "রামরাজ্যের প্রথমেই এই, না জানি শেষে আমাদের কতই সুখ হবে!"

বিদূ। মহারাজ! আর আমি যেটা দেখে এলেম, সেটাও শুনুন্—

রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ
কক্ষাচ্চ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং
ঠনং ঠনং ঠঃ ঠঠনং ঠঠং ঠঃ॥

অর্থাৎ রামাভিষেকের সংবাদ পেয়ে, যত যুবতী নাগরীগণ এমনি বিহ্বলা হ'য়েছে, যে, দেখ্লেম, তাদের কাঁক্ থেকে হেমঘট অর্থাৎ সোনার ঘড়াগুলো ঘাটের সিঁড়িতে প'ড়ে গড়া'তে গড়া'তে শব্দ ক'চ্ছে, কেমন? না—যেমন, ঠনং ঠনং ঠঃ ঠঠনং ঠঠং ঠঃ। অথবা ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠং ঠঠঠং ছুঃ। এই "ছুঃ" টা কি, তা বুঝেছেন? অর্থাৎ সিঁড়িতে ঠন্ ঠন্ ক'রে গ'ড়িয়ে যেমন জলে গিয়ে প'ড়্ছে, অম্নি ছুপ্ ক'রে উঠ্ছে!

রাজা। (সহাস্যে) বয়স্য! তোমার চক্ষে এরূপ ঘটনা না হ'লেই বা আর কার চক্ষে হবে? আর এমন বর্ণনা তুমি যদি না ক'র্ব্বে, তবে তোমার নাম "বিদূষকই" বা কেন হবে? (সুমন্ত্রের প্রতি) সে যা হ'ক্, সুমন্ত্র! আভিষেচনিক দ্রব্য সামগ্রী তো সব আহৃত হ'য়েছে?

সুম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের

আদেশমত সকলি হ'য়েছে, যদি আরো কিছু তাঁর অভিমত হয়, তবে তাও এখনি প্রস্তুত হবে।

বিদূ। মহারাজ! সকলি হ'য়েছে, কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজনের কথাটা না সুমন্ত্রই বলে, না আপনিই বলেন! আরে সেটা যে সকল কর্ম্মের সার কর্ম্ম, তা কেউ বুঝে না। দূর হ'ক্, এমন স্থানে থাকাই নয়। (কোপে গমনোদ্যত)

রাজা। (সহাস্যে) ওহে বিদূষক, যেওনা, যেওনা, শোন শোন—এত রাগই কেন?

বিদূ। তা এতে রাগ হয় না তো কি হয়?—বাড়ী সাজা'চ্ছো, ঘর সাজা'চ্ছো, পথ ঘাট মুক্ত ক'র্চ্ছো, দান ধ্যান লোকলৌকতা সব হ'চ্ছে, কেবল ব্রাহ্মণভোজনের বেলাই কোনো কথা নাই!—হায় হায়! এরেই কি বলে রাজবুদ্ধি? (জনান্তিকে) যেমন হবাচন্দ্র রাজা, তেমনি গবাচন্দ্র পাত্র!

রাজা। বয়স্য, স্থির হও! তুমি তো আপনিই ব্যক্ত ক'র্ল্লে, যে, ব্রাহ্মণভোজন সকলের সার কর্ম্ম। তা যিটী সার কর্ম্ম, তার আয়োজনের জন্য কি আবার ব'লে দিতে হয়? তার উদ্যোগ তো সর্ব্বাগ্রেই হ'য়েছে—কল্য মধ্যাহ্নে তোমার তো হ'লেই হ'লো?

বিদূ। আজ্ঞে, তা হ'লেই হ'লো!—তাইতো বলি, এমন কি হয়? এ রাজসংসারে যার সামান্য কাজেই ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়, এতো মহৎ কাজ, এতে ভূরি-ভোজ না হ'লে কি রক্ষা আছে!—তবে কিনা কি কি প্রকার খাদ্যের আয়োজনটা হ'য়েছে; সেইটে একবার শুনে নেওয়া যেতো; তা নাই

শুন্‌লেম—সুমন্ত্র যখন কর্ত্তা, তখন ভালই হবে, ভালই হবে। (উদরে হস্ত দান) উদর! স্থির হও, উতলা হ'য়োনা, আ'জ্‌কের রা'ত্‌টে চুপ্‌ ক'রে থাক, কা'ল্‌ আর তোমায় পায় কে? —কা'ল্‌ তোমার পাচকাগ্নির খাণ্ডব-দাহন ব'ল্লেও হয়!

রাজা। (বশিষ্ঠের প্রতি) গুরুদেব! নিবেদন করি, আপনি সুমন্ত্রকে যথাস্থানে ল'য়ে একবার দৃষ্টি করুন, কি কি প্রস্তুত হ'য়েছে, আর কি কি বা অবশিষ্ট। আমাদের কুলাচার-প্রথা আর শাস্ত্রবিধি আপনার অগোচর কিছুই নাই। অতএব যাতে কোনো বিষয়ে ত্রুটী না হয়, এমন বিধান করুন।

বশি। তথাস্তু।

[বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

বিদূ। আঃ! বাঁচা গেল, আপদ গেছে! এখন মন খুলে একটু আমোদ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বো। মহারাজ! ব'ল্‌তে কি, শুক্রাচার্য্য যেমন গাড়ুর নলে গিয়ে দানের প্রতিবন্ধক হ'য়েছিল, আমোদ আহ্লাদের সময় গুরু পুরুত কাছে থা'ক্‌লে তেমনি যেন বাঁধ বাঁধ করে।—তা ভালই হ'লো; এখন আমি যেটা মনন ক'রেছি, সেটার আর তবে বিলম্ব কেন?

রাজা। কি বল দেখি? সকলের তো সব হ'লো; এখন তোমার মনের কথা শোনা উচিত বটে।

বিদূ। আমার মনের কথা আর কি? খাওয়ার কথা তো হ'লোই; ব্রাহ্মণীর দু একখানা অলঙ্কার, তাও সুমন্ত্রের কল্যাণে হ'য়ে গেছে! এখন মনের কথা আমোদ বৈ আর

কি হ'তে পারে? আ'জ্ এমন শুভ দিন, নগর সুদ্ধ সকলেই আমোদ আহ্লাদ ক'চ্চে, কেবল রাজসভায় কি নৃত্য গীত কিছুই হবে না? তায় আবার আমি নর্ত্তকীদের আশ্বাস দিয়ে ওঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি, কেবল মহারাজের অনুমতি হ'লেই তাঁদের ডেকে আনি।

রাজা। (হাস্যপূর্ব্বক) তায় হানি কি? কিন্তু তুমিই বা আপনি যাবে কেন? প্রতীহারীকে পাঠালেই তো হয়।

বিদূ। না না, বাপ্‌রে! তাও কি হয়?—তাঁদের কাছে কি লোক পাঠানো সাজে? এই দেখুন, গঙ্গা আ'স্তে ভগীরথ স্বয়ং চ'ল্লেন! (গমনোদ্যত)

রাজা। কেন হে, তোমার পিতৃকুল উদ্ধার হবে নাকি?

বিদূ। আজ্ঞে, প্রায় বটে! কেননা, পিতৃকুল পাঁচ প্রকার;—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা,—
"জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

তা দেখি, এর মধ্যে যদি প্রথমটীরও উদ্ধার সাধন ক'রে উঠ্‌তে পারি! হা! হা! হা!

রাজা। প্রতীহারি!

[প্রস্থান।

প্রতী। আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা। তুমি সেনাপতি বীরেন্দ্রসিংহকে ব'লে এস, কল্য প্রত্যূষে যেন চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত হ'য়ে আসে, কাম্বোজ ও বাহ্লীক অশ্ব সমূহে উপযুক্ত অশ্বারোহী যেন

আরূঢ় হয় ; আর ভদ্রমন্দ ও মৃগমন্দ জাতীয় হস্তী কয়েকটীও যেন আনীত হয়। কারণ সমাগত রাজগণের সমক্ষে তাদের রহস্য-যুদ্ধক্রীড়া দেখাতে হবে।

প্রতী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

[বিদূষকের প্রবেশ]

রাজা। কৈ হে তারা কৈ ?

বিদূ। কেন মহারাজ! তখন যেন ভা'ব্‌লেন, আমারি পিতৃপুরুষ উদ্ধার হবে, এখন যে মহারাজের আর ভর সয় না! (নেপথ্যে নূপুরধ্বনি শ্রবণে) হা! হা! এই যে রঙ্গিণীরা আগমন ক'চ্চেন। একটু সভ্য ভব্য হ'য়ে বসি, নৈলে তাঁরা মনে ক'র্ব্বেন কি!

[নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

(নৃত্যগীতারম্ভ)

[বিদূষক কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে আহা আহা! হায়! হায়! সাবাস্‌! সাবাস্‌! ইত্যাদি উক্তি এবং বিবিধ অঙ্গভঙ্গী]

রাজা। (গীত সমাপ্তে) বয়স্য! আর না, এদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় কর। রজনী অধিক হ'য়েছে, বিশেষতঃ অতি প্রত্যুষে উঠ্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সীতার গৃহসন্নিহিত প্রমোদ বন।

[সীতা ও উর্ম্মিলা উপস্থিতা]

সীতা। না ভগ্নি! ওসব আড়ম্বরে কাজ নাই।

উর্ম্মি। আনন্দ করা কি আড়ম্বর?

সীতা। আর্য্যপুত্র বলেন, সুখে দুঃখে সমভাবে থাকাই উচিত।

[বাসন্তীর প্রবেশ]

উর্ম্মি। সখি বাসন্তি, আ'জ্ ভাই আমাদের আমোদ করা উচিত নয়?

বাস। তার আর জিজ্ঞাসা কি? সব ঘরে আমোদ, সব ঘরে উৎসব, কেবল আমাদের ঘরে হবে না? বড় রাণী কত যে দান ধ্যান ক'চ্ছেন, কত লোক খাওয়া'চ্ছেন, কত বসন ভূষণ বিলুচ্ছেন, তার আর লেখা জোকা নেই।

উর্ম্মি। আমিও ভাই, এইমাত্র ছাতের উপর থেকে দেখে এলেম, দেশে আর আমোদ ধরে না—অযোধ্যা যেন রেতে দিন হ'য়েছে! তা ভাই, এমন উৎসবের দিন আমাদের সমবয়সী সকলকে ডেকে এনে গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া ক'র্ত্তে কি সাধ যায় না? কিন্তু দিদীর মত হয় না।

বাস। কেন জানকি, এতে আবার 'না' বল কেন? ঊর্ম্মিলা তো বেস ব'ল্‌ছে—আ'জ্ আমোদের দিন, আমোদ ক'র্ব্বো না?

সীতা। সখি বাসন্তি, তোমরা আমাকে যেমন ভালবাস তারির মতনই ব'ল্‌ছো। কিন্তু সখি, আপনার আমোদ আপনি করা ভাল নয়—পরে করে সেই ভাল।

বাস। সে কি জানকি? তুমি যে ভাই অবাক্ ক'ল্লে। যার ছেলে হয়, যার বাড়ীতে মঙ্গলের কাজ হয়, তার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ হয় না তো কি পরের বাড়ী হ'য়ে থাকে?

সীতা। হ্যাঁ, তার বাড়ীতে হয় বটে, কিন্তু সে তো আর আপনি নাচে গায় না! তেমন তো ভাই রাজপুরীতেও অনেক উৎসব হ'চ্ছে।

বাস। তোমায় ভাই কথায় কে আঁ'ট্‌বে? কিন্তু—

ঊর্ম্মি। কেন? আমার ঘরে যদি সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনি, তা হ'লে তো সে আপত্তি থাকে না?

বাস। বেস ব'লেছ ভাই, এইবার হ'য়েছে। কেমন জানকি, এতে আর কথা আছে?

সীতা। (সহাস্যে) ঊর্ম্মিলাও যে, আমিও সে—ঊর্ম্মিলার ঘরে হওয়াও যা, আমার ঘরে হওয়াও তা! তবে যদি তোমাদের একান্তই মত হয়, তবে আ'জ্ আর নয়, বরং অভিষেক হ'য়ে গেলে, কা'ল্ রাত্রে যা হয় ক'রো।

বাস। তা তো নয়, এখন রাজপুত্রের ঘরে আ'স্‌বার সময় হ'য়েছে, তাই ছুতো—

সীতা। যদি ব'ল্লে সখি, তবে সেও তো সামান্য আপত্তি নয়।

বাস। ভালুই! তুমি যাতে সুখে থাক, আমাদের তাতেই সুখ!

উর্ম্মি। সে যা হ'ক্ বাসন্তি, আ'জ্ ভাই একটু ভোরে ভোরে উঠো! তুমিতো জান, জানকীর সজ্জা ক'রে দেওয়ার ভার আমাদেরি উপর। তাতে যদি ভাই বিলম্ব হয়, তবে সভাসুদ্ধ লোক কি মনে ক'র্ব্বেন?

বাস। উর্ম্মিলে! তুমি কিছু ভেবো না; ভোরে উঠ্‌বো কি, বল তো সারা রা'ত্ ব'সে কাটাই। প্রিয়সখী জানকী পাটরাণী হবেন, তার কাছে কি নিদ্রাই এত!—তুমি ভাই এক কর্ম্ম কর; কাপড়, গয়না, চিরুণী, কৌটা, মাথাঘসা, তেল টেল সব এনে একঠাঁই ক'রে রাখগে, আর মালতীকে ব'লে দেও, সে যেন ভোরে ভোরে এই ফুলবাগান থেকে বেল, যূঁই, মল্লিকে, গোলাপ—আর যা যা ভাল ফুল পায়—সবগুলি তুলে নে যায়। আমি হয় তো তোমার আগে এসেই নতুন রাণীকে এম্নি সাজিয়ে দেব, যেন কটাক্ষেই নতুন রাজার মন হরণ ক'ত্তে পারে!

উর্ম্মি। সখি, তাও কি আজো বাকী আছে?

বাস। সে তো পুরোণো ভাব, এখন আবার নতুন ভাব চাই! পুরুষ মা'নুষের বাইরে কাজ বা'ড়্‌লে ঘরে তত মন বসে না; তাতেই বলি সাজ-গোজটা ভাল চাই!

সীতা। প্রিয়সখি, তোমার ভুল হ'য়েছে, সজ্জায় কি কখনো মন বসে?

বাস। তবে কি শুধু রূপে ?

সীতা। তাও নয়। মন মনেতেই বসে, আর গুণেতেই বাঁধে।

বাস। তবে যেন আমাদের যুবরাজের মন বাঁধা আছে, নড়্‌বার নয়।

সীতা। এম্নিতো বিশ্বাস হয়!

ঊর্ম্মি। ইটা নিশ্চয়!

বাস। কিন্তু জানকি, পুরুষ মা'নুষের উপর তোমার এত বিশ্বাস ভাল নয়!

সীতা। কিন্তু সখি, বিশ্বাসী জনকে বিশ্বাস না করাও তো অধর্ম্ম!

বাস। তা কর, মানা করিনে; কিন্তু দেখো, যেন সর্ব্বস্ব বিশ্বাস ক'রে দে, শেষ চেয়ে বেড়া'তে না হয়!

সীতা। সখি, ধনুর্ভঙ্গের দিনেই তো যথাসর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

বাস। ভাল কথা মনে ক'রেছ ভাই! আমার অনেক দিন থেকে মনে মনে সাধ আছে, তোমার মুখে আমাদের রাজপুত্রের সেই ধনুক ভাঙার কাহিনীটী শুন্‌বো—কিরূপ সভা হ'য়েছিল? কেমন ক'রে কি হ'লো? তোমারি বা মনের ভাব তখন কি? আ'জ্ ভাই সেই কথাগুলি সব তোমায় ব'ল্‌তে হবে; আ'জ্ আহ্লাদের দিন, আ'জ্ যেমন সে কথা তোমার মুখে ভাল লা'গ্‌বে, এমন আর হওয়া ভার—

সীতা। সখি বাসন্তি, আ'জ্ ব'লে কেন? সে কথা যখনি জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বে তখনি আমার ভাল লা'গ্‌বে।

বাস। তবে ভাই বল?

সীতা। সখি, সেই বিবাহের সভায় যে কোন্ কোন্ দেশের রাজা কি রাজপুত্রেরা এসেছিলেন, তা ভাই আমি জানি নে। সভায় যে অনেক লোক আ'স্‌তো যেতো, আর শত শত রাজমঞ্চ যে প্রতিদিন পূর্ণ হ'তো, আমি কেবল এইমাত্র দেখেছি। কিন্তু ক দিন ধ'রে গবাক্ষ দিয়ে সভা দেখি, কি অকূল সাগর দেখি, তা বুঝ্‌তে পারিনে!

বাস। কেন জানকি?

সীতা। সখি, তাও কি আবার তোমায় ব'লে দিতে হবে? আমার হৃদয়সিংহাসনের রাজা করি, সভায় এমন রাজা কি এমন রাজপুত্র একটীকেও দেখ্‌তে না পেয়ে, কাজে কাজেই বোধ হ'লো, যেন অকূল সমুদ্র দেখ্‌ছি। তখন করি কি? কেবল এক মনে বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনের চরণারবিন্দ ধ্যান ক'র্ত্তে লা'গ্‌লেম।

বাস। তার পর?

সীতা। তার পর সখি, এক দিন দেখি, আমার বাম চক্ষু না'চ্‌তেছে। ভা'ব্‌লেম, এত দিনে নিদয় বিধি বুঝি সদয় হ'লেন। অম্নি ত্রস্ত হ'য়ে গবাক্ষে গিয়ে সভার মধ্যে দেখি;—

কিবা, নবদূর্ব্বাদল,　　তনু-রুচি কোমল,
চঞ্চল নয়ন বিশাল।
মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত,　　গণ্ড বিভূষিত,
রঞ্জিত অধর রসাল॥

নীল-পঙ্কজ গঞ্জন, বিদলিত অঞ্জন,
অভিনব কিশোর লাবণ্য।
কিবা, হাস্য সুধাবত, হেলত খেলত,
মেঘে যেন চপলা শরণ্য॥

কিবা, কুন্তলকুঞ্চিত, অবিরল কম্পিত,
ভ্রূচাপ ভুবনে অতুল্য।
বাহু, আজানুলম্বিত, মৃণাল নিন্দিত,
করতল কমল প্রফুল্ল॥

কিবা, কম্বু রেখান্বিত, গ্রীবা সুললিত,
চন্দন চর্চ্চিত বক্ষ।
ধনু, তূণ সমন্বিত, পৃষ্ঠেতে লম্বিত,
শঙ্কিত যাহে রিপুপক্ষ॥

কিবা, মৃগেন্দ্রলাঞ্ছিত, অনঙ্গ বাঞ্ছিত,
সুন্দর ক্ষীণ কটিভাগ।
জিনি, রক্ত শতদল, উজ্জ্বল কোমল,
নির্ম্মল, পদতল রাগ॥

সখিরে, অধিক আর ব'ল্‌বো কি, সেই দিন সেই সভার মধ্যে আর্য্যপুত্রের সেই যে অপরূপ রূপ-লাবণ্য, সেই যে কমনীয় কান্তি, সেই যে প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি দেখেছি, তা আমার চিত্তপটে জন্মের মত চিত্রিত হ'য়ে আছে! আমি দর্শনমাত্রেই মোহিত হ'লেম; ধনুর্ভঙ্গ যে আমার বিবাহের দারুণ পণ ছিল, তা ভুলে গিয়ে মনে মনে তখনি একবারে প্রিয়তমের গলদেশে বরমাল্য দিয়ে পতিভাবে বরণ ক'র্লেম। তার পর পিতা যখন উচ্চৈঃস্বরে ব'ল্‌তে লা'গ্‌লেন, যে,

"হায়! দেশ দেশান্তর—দ্বীপ দ্বীপান্তর হ'তে ইন্দ্র চন্দ্র "সূর্য্যের ন্যায় এত রাজা, এত রাজপুত্র, এত শূর বীর এই সভায় এসেছেন; কিন্তু আমার কপালগুণে এই ধনুকখানা কেউ ভাং'ত্তে পা'ল্লে'ন না—কেউ একবার টঙ্কার দিতে কি নোয়াতেও পা'ল্লে'ন না। ভাল, এ সব দূরে থা'ক্, কেউ একবার নাড়িয়ে রা'খ্‌তেও পা'ল্লে'ন না! অতএব নিশ্চয় জা'নলেম, পৃথিবীতে আর বীর নাই!"

বাস। সত্যি ভাই, কি লজ্জার কথা! যদি এমন যোগ্যতাই নেই, তবে মেয়েমুখো রাজাগুনো সেখানে ম'ত্তে গিছিস্ কেন? তার পর ভাই, তার পর?

সীতা। সখি, তখন আমার চৈতন্য হ'লো—তখন আমার কঠিন পণের কথা মনে হ'য়ে যেরূপ ব্যাকুল হ'লেম, তা আর কি ব'লবো—তখন হায় হায় করি, আর বলি, হে বিধাতঃ! আমায় মনোমত ধন দেখিয়ে কি বঞ্চিত ক'র্ব্বে? হে কুলদেবি! দয়া ক'রে আমার প্রিয়তমকে এমন শক্তি দাও, তিনি যেন ধনুর্ভঙ্গপণে জয়ী হ'য়ে এ দুঃখিনীর দুঃখ-সাগরের ভেলা হ'তে পারেন! সখি, সেই সময় পিতা আবার ব'ল্লেন, "সুরাসুর, নাগ, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যে কেউ হ'ক্—যে জা'ত্ হ'ক্, এই হরধনু যিনি ভাং'তে পা'র্ব্বেন, তাঁকেই আমার কন্যা দান ক'র্ব্বো।"

বাস। ও মা কি হবে! যদি একজন বুনো চাঁড়াল কি যদি একটা রাক্কস টাকস এসে ধনুকখানা ভেঙে ফেল্‌তো, তবে ভাই তোমার দশা কি হ'তো?

সীতা। সখি, পিতার ঐ কথা শুনে আমারো তখন এই রূপ একটা বিভীষিকা-ভাব মনে হ'য়ে, একবারে জ্ঞানশূন্যা—মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়্লেম। কতক্ষণ যে অচৈতন্যা ছিলেম, তা ব'ল্‌তে পারিনে; সহচরীরা যখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ ক'রে তুলে বসা'লে, তখন দেখি, আর্য্যপুত্র আমার মনোবেদনা জা'ন্তে পেরেই যেন সভা হ'তে উঠে ধনুকের দিকে চ'ল্লেন! তখন তাঁর সুমধুর কোমল মূর্ত্তি দেখে আমার আবার ভয় হ'লো, যে, হায়! এমন কোমল করে কি আমার কালস্বরূপ এই দুর্জ্জয় ধনুর্ভঙ্গ হবে? ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দেখি, প্রাণনাথের বাম হস্তে সেই প্রচণ্ড ধনু অনায়াসে উত্থিত হ'য়েছে। সেই সঙ্গে, সখি, আমার আশাও উত্থিতা হ'লো—ধনুর্নমনের সঙ্গে আমার ভয়ের মুখও নত হ'য়ে গেল—আস্ফালনের সঙ্গে আমার গুপ্ত প্রেম প্রকাশিত হ'য়ে উঠ্‌লো—আকর্ষণের সঙ্গে আমার মন প্রাণ জন্মের মত আকর্ষিত হ'লো—আর ধনুর্ভঙ্গের সহিত আমার তখনো যে সন্দেহটুকু ছিল, তা একবারে ভেঙে গেল!

ঊর্ম্মি। (সচকিতে) জানকি! কে বুঝি আ'স্‌ছে ভাই—আমি কার যেন পায়ের শব্দ পা'চ্ছি।

বাস। আর কে আ'স্‌বে?—যিনি হরধনু ভঙ্গ ক'রে সাগর-ছেঁচা মাণিকের মতন, এই অমূল্য রত্নটী ঘরে এনেছেন, তিনিই সেই রত্নটীকে বুকে রা'খ্‌তে আ'স্‌ছেন!

ঊর্ম্মি। বাসন্তি! তবে চল ভাই, আমরা এই বেলা এই পথ দে স'রে যাই।

[ঊর্ম্মিলা ও বাসন্তীর প্রস্থান।

[রামের প্রবেশ]

রাম। (সহাস্যে) প্রিয়ে, কার কথা হ'চ্ছিল ?

সীতা। (সলজ্জভাবে) যার কথায় মন ভাল থাকে!

রাম। তার কোন্ কথাটী ?

সীতা। যে কথাটী মনে রা'ত্ দিন জা'গ্‌ছে ?

রাম। যা মনে জাগে, তা কি মুখে আসে না ?

সীতা। সকলের কাছে আসে না!

রাম। তবে আমি কি সকলের মধ্যে গণ্য ?

সীতা। (সহাস্যে) না, আর্য্যপুত্র, এ বিষয়ে তুমি মধ্যে নও—অগ্রগণ্য!

রাম। ভাল! তোমার যাতে বাধা আছে, সে কথা শুন্তে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হ'লেও নিরস্ত থাকা উচিত!

সীতা। প্রাণবল্লভ! তোমায় আবার কোনো কথা ব'ল্‌তে আমার বাধা আছে ?—কি করি ? অবলার লজ্জাই মিত্র আর লজ্জাই শত্রু! কিন্তু তোমার যাতে ইচ্ছা হ'য়েছে, তা ব'ল্‌তে কি লজ্জা আর আমায় নিবারণ ক'রে রা'খ্‌তে পা'র্ব্বে ? (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) আমাদের তো আর কোনো কথা হ'চ্ছিল না ; প্রিয়সখী বাসন্তীর একটা কথা শোন্‌বার সাধ ছিল—আর কি, সেই ধনুর্ভঙ্গের কথা—তাই তাঁরে ব'ল্‌ছিলেম।

রাম। (সহাস্যে) প্রিয়ে, তোমার সখীরা কি প্রত্যেকে এক এক দিন সেই কথা শুন্তে চান ? আমি তো দেখি, প্রায় প্রত্যহই তোমাদের ঐ কথা হয়।

সীতা। আর্য্যপুত্র! অমৃতে কি কারো অরুচি জন্মে?

রাম। আমি আরো এখানে এসে ভা'ব্‌লেম, তোমরা যখন এমন সময় উপবনে, তখন কা'ল্ তুমি কিরূপ বসন ভূষণ প'রে, কিরূপ সজ্জা ক'রে সভায় গে ব'স্‌বে, তারির বুঝি পরামর্শ ক'চ্চো?

সীতা। আর্য্যপুত্র, এও কি কথা? সজ্জার আবার পরামর্শ কি? এমন নীলকান্ত মণি যার হৃদয়ে সর্ব্বদা শোভা পা'চ্ছে, তার আবার অন্য সজ্জা কি?

রাম। প্রিয়ে, তুমি যে চন্দ্রবংশে জ'ন্মেছ, তা না ব'লে দিলেও তোমার কথাতেই লোকে বুঝ্‌তে পারে। কারণ, সুধাকর পূর্ব্বপুরুষ না হ'লে কি প্রতি বাক্যে এত সুধা নিঃসৃতা হয়?

সীতা। সে যা হ'ক্ আর্য্যপুত্র, কা'ল্ নিতান্তই কি আমায় সভায় যেতে হবে? এত লোকের মধ্যে—বিশেষতঃ গুরু জনের সম্মুখে কেমন ক'রে যে তোমার বামে গিয়ে ব'স্‌বো, আমি তাই ভেবে ভেবেই খুন হ'চ্ছি।

রাম। (সহাস্যে) কুলপ্রথানুসারে তাতো ক'র্ত্তেই হবে। অধিকন্তু, আমার এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনের ভাগও তোমায় গ্রহণ ক'র্ত্তে হবে।

সীতা। নেও মেনে!—আমি আবার তার কি বুঝ্‌বো—কি ক'র্ব্বো?

রাম। প্রিয়ে, তুমিই সব ক'র্ব্বে, আমি উপলক্ষ মাত্র! তার সাক্ষী কেন দেখ না;—

কৃষক, যখন কাতর শ্রমে—
নিদাঘ-তপন মস্তকে ভ্রমে—
স্বেদজলে সিক্ত হ'য়ে ক্ষেত্র হ'তে আসে,
কে তারে শীতল করে মধুর সম্ভাষে?

দানব সমরে অমরপতি,
অস্ত্রানলে দগ্ধ ব্যথিত অতি;
সুরপুরে প্রবেশিলে, হয় প্রতীকার।
সচীপ্রেমসুধা বিনা কি ঔষধ তার?

ভাস্কর সদত প্রখর করে,
পয়োধিজীবন শোষণ করে।
তরঙ্গিণী-অঙ্গ সঙ্গ, যদি না পাইত;
ভেবে দেখ, সাগরের কি দশা হইত?

রাজ্যচিন্তানলে দহিব যবে,
সে তাপে বল কে যুড়াবে তবে—
বিনা ও বদন-বিধু-হাস্য-সুধাবৃষ্টি,
নীলোৎপলদল তুল্য নয়নের দৃষ্টি?

অতএব প্রিয়ে, তুমিই আমার বল বুদ্ধি সব। তা চল, এখন শয়ন মন্দিরে গিয়ে বিরলে তোমার মুখচন্দ্রের সুধায় নয়ন-চকোরকে তৃপ্ত করিগে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল জলদ তেতালা।

বসন্তে কি শোভা, অতি মনোলোভা,
কুঞ্জে কুঞ্জে দেখ ফুটিল নানা ফুল।
মন্দ গমন, সুরভি পবন, প্রমোদ কানন, সমাকুল!

জাতী যুথী বিকশিত পলাশ কাঞ্চন,
ভ্রমরা গুণ্ গুণ্ স্বরে করিছে ভ্রমণ,
কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিলে করে আকুল! ১॥

চল চল চল সখি, যতন করিয়ে,
মালতী মল্লিকা চাঁপা সেঁউতী তুলিয়ে,
গাঁথিব বিচিত্র মালা, মত্ত যাহে অলিকুল! ২॥

নব রাজা নব রাণী শ্রীরাম জানকী,
নব ছাঁদে মনোসাধে সাজাইব সখি,
হেরিলে যুগল অঙ্গ, রতি কামে হবে ভুল! ৩॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈকেয়ীর শয়নাগার।

[কৈকেয়ী শয়ানা, মন্থরার প্রবেশ]

মন্থ। দেবি কৈকেয়ি! তুমি যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে র'য়েছ? ওদিগের সমাচার বুঝি কিছুই জা'ন্তে পারনি?

কৈকে। (উপবেশনপূর্ব্বক) কেন মন্থরে, কি হ'য়েছে? তোমার ভাব ভঙ্গী দেখে যে ভয় হয়! সত্য বল, নন্দীগ্রামের কি কোনো সম্বাদ এসেছে? ভরত তো ভাল আছে?

মন্থ। বালাই! ষেটের বাছা! ভরত ভাল থা'ক্‌বে না কেন?

কৈকে। তবে কি শত্রুঘ্ন—

মন্থ। তোমার বুদ্ধির কপালে আগুন! যা নয় তাই ভা'ব্‌ছেন; কিন্তু ঘরের ভেতর যে কত খানা হ'য়ে যা'চ্চে, তার আর খোঁজ খবর নেই! ভেলা মেয়ে যা হ'ক্! কেবল খাওয়া বুঝেছ, আর শোওয়া বুঝেছ—আপনার ভাল মন্দ কিসে হয়, তার কিছুই জান না!

কৈকে। মন্থরে, আমার মাথা খা, খুলে বল্ কি হ'য়েছে?

মন্থ। আবার কি হ'তে হয়? কৌশল্যের বেটা কা'ল্ রাজা হবে, তারির উজ্জুগ হ'চ্চে!

কৈকে। তবু ভাল, বাঁ'চ্‌লেম! আমার প্রাণ একবারে উড়ে গিছ্‌লো! তুই বাছা ধন্যি মেয়ে, এমন সুমঙ্গলের কথা কি অমন্ ছল ক'রে এসে ব'ল্‌তে হয়? (কণ্ঠহার খুলিতে খুলিতে) তুই আমাকে যে সুসংবাদ দিলি, তোরে আর কি দিব, কেবল স্মরণার্থ এই হার ছড়াটা দিই—(হারপ্রদান)

মন্থ। (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে হার দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক) হায়, হায়! এত বড় মেয়ে হ'লো—আর মেয়েই বা কারে বলে—এত বড় মাগী হ'লো, আ'জ্ বাদে কা'ল্ বেটার বেটা হবে, আজো হাল্‌কা বুদ্ধি গেল না—আজো শাদাশিদে বই বাঁকা বুঝ্‌তে পা'ল্লে না!—ও মা আমি যাব কোথা? ছি! ছি! ছি! তোমার এমন দশা! আমি যে তোমায় আঁতুড়ে বেলা থেকে শিকুলেম পড়া'লেম, তা কি সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'লো? আ'স্‌বের সময় তোমায় যে তোমার মা আমার হাতে সুঁপে দিলেন, এখন তাঁর কাছে গে কি ব'লে মুখ দেখাব? তাঁর মেয়ের যে হতভাগা বুদ্ধি, তাতো তিনি বুঝ্‌বেন না; তিনি কেবল আমাকেই ব'ল্‌বেন, "মন্থরা লো! তবে তুই কি ক'ত্তে সঙ্গে ছিলি?" তা আমি আর কি ক'র্ব্বো? আমিতো তাঁর মেয়ের হ'য়ে রাজার কাছে গে শুতে পারিনে, যে রাজাকে বশ ক'র্ব্বো। আমার যদ্দুর সাধ্যি, তাতো আমি করি; তার পর তাঁর মেয়ে যদি শেষ রা'খ্‌তে না পারে, তাতে আমার কি দোষ? হে ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী; আমি ভাল বৈ মন্দর চেষ্টা করিনে!

কৈকে। কেন মন্থরে, কি হ'য়েছে ? আমি কি ক'রেছি? আর কি বা আমায় ক'র্ত্তে হবে, খুলেই কেন বল্ না ?

মন্থ। কি হ'য়েছে, বুঝ্‌তে পার না ? আর কি ক'র্ত্তে হবে তাও জান না ? ঐ যে বলে ;—

"ঢেঁকিকে বোঝাব কত নিত্যি ধান ভানে।
অবোধকে বোঝাব কত বোধ নাহি মানে!"

তাই হ'য়েছে তোমার। ভাল, আমিই তোমার ঢেঁকি-বুদ্ধিকে বুঝিয়ে দিচ্চি। আগে বল দেখি, রাম রাজা হবে শুনে তোমার আহ্লাদ হ'য়েছে তো ?

কৈকে। মন্থরে, তা আবার বল্‌বার কথা !

মন্থ। সে তোমার মাথা ! তোমার মা তোমার মাথা খেয়ে, তুমি এইটে বুঝ্‌তে পার না, যে, রাম রাজা হ'লে তোমার বাঘিনী সতিন সেই কৌশল্যে, রাজার মা হ'য়ে সব্বের সব্বা কত্তা হবে—যা মনে ক'র্ব্বে তাই ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে—যারে যা দেবে সে তাই পাবে, যারে যা না দেবে সে তা না পাবে—তখন তুমি তার হাততোলার ছ্যাঁচানি খেয়ে কেবল গুম্‌রে গুম্‌রে ম'র্ব্বে, আর তার ঐশ্বয্যি দেখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থা'ক্‌বে। লোকে কথায় বলে ;—

সতিনের হাত সাপের ছোঁ;
চিনি দিলে তুলে থো।
সতিনের রা শিশির ডাক;
তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্।

কৈকে। (স্বগত) একি সত্য, না দ্বেষ? এ যে মনে লাগে—এ যে সব উল্টে দেয়! হা সপত্নী-দ্বেষ! তুমি কি এত কালে প্রবল হ'লে—সুযোগ পেলে? হা ঈর্ষা! তুমি কি শেষে মন্থরা সেজে এলে? (নিস্তব্ধভাবে চিন্তিতা)

মন্থ। ও কি? মনে মনে আবার ভাবা কি? যা মনে আসে খুলে বল—আমার কাছে আবার বিড়্‌বিড়িনি কি? আমি কি পর? ও মা এমন হাবা মেয়ে তো বেম্মাণ্ডে খুঁজে পাইনে! কৈকেয়ি, তুমি আর কিছু বুঝ্‌তে পার বা নাই পার, কিন্তু এটা তো জান, যে, মন্থরা যা বলে, আপনার ঝী ব'র জন্যে তো বলে না, সে কেবল তোমারি ভালোর জন্যে মরে—তোমার সুখেই তার সুখ, তোমার দুখেই তার দুখ! তুমি রাজার মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলে যাও; আর মনে মনে কর, রাজা সব্‌ রাণীর চেয়ে তোমাকেই বড় ভাল বাসেন—তুমিই রাজার সো রাণী! তুমি এই ভেবে ভেবেই ফেটে মর—মাটিতে আর পা পড়ে না। রাজা যে তোমাকে সুধু মুখের ভালবাসা জানান, কিন্তু কৌশল্যেই সব্‌, তা তুমি কিছুই বুঝ্‌তে পার না। ঐ যেমন ভোম্‌রা ব'লেছিল পদ্মকে,—

"আমার সুধু মুখের মধু,
আকাশে তোর পরাণ বঁধু।"

এও তাই। হায়, হায়! রাজাকে যত খোসামুদেরা ধাম্মিক ধাম্মিক বলে, তুমিও তাই জেনে রেখেছ; কিন্তু আমি বেস্‌ জানি, তোমার রাজার মত শঠ আর ধুত্তু মাটির ওপর দুটী

নেই। তিনি "মুখে খুব্ মিঠে, কিন্তু নিম্ নিমিন্দে পেটে।" তার সাক্ষী কেন দেখ না, তোমাকে মুখে বড় ক'রে কৌশল্যেকে কাজে বড় ক'চ্চেন। যদি তোমাকেই অন্তরের সহিত ভাল বা'স্তেন, তা হ'লে কি ভরতকে ছেড়ে রামকে রাজা ক'ত্তে চান? যদি ভরতকে ফাকী দেবার মতলবই না থা'ক্‌বে, তবে তারে আগে ভাগে মামার বাড়ীই বা কেন পাঠা'বেন, আর সেই সময় অম্নি রামকে রাজটীকে দেবার তাড়াতাড়িই বা কেন প'ড়ে যাবে? কৈকেয়ি! একি সামান্যি ঘেন্নার কথা, তুমি রাজার মেয়ে হ'য়ে আর রাজার রাণী হ'য়েও রাজ্‌চাতুরী কিছুই বুঝ্‌তে পার না? তা, ভাল তুমিই যেন বুঝ্‌তে পা'ল্লে না, আমি তো আর কচি খুকী নই— আমার তিন কাল্ গেছে, এক কালে ঠেকেছে। ঐ যে বলে "সাতটা ছুঁড়ী আর একটা বুড়ী" তা কেবল তুড়ি মেরে বেড়া'লেই হয় না; সব্ কাজে আগ্ পাছ্ ভাবা চাই। এখনো যদি আমার কথায় কান না দেও, তবে তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে;—

"আগে না বুঝ্‌লে বাছা যৌবনের ভরে
পশ্চাতে কাঁ'দ্‌তে হবে অঘোর ঝোরে।"

এখনো চেষ্টা কর, যাতে শত্তুর না বাড়ে, যাতে (চতুর্দ্দিক চাহিয়া কানে কানে) রাম রাজা না হ'য়ে ভরত রাজা হয়। (কৈকেয়ীর লোমাঞ্চ) আমি দিব্যি চক্ষে দেখ্‌তে পা'চ্ছি, রাম রাজা হ'লেই ভরতকে হয় দেশান্তরে—নয় বনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে; নয় কোনো ছলছুতো ক'রে মেরে ফেল্‌বে। লক্ষ্মণ রামের বড় অনুগত, সুমিত্রেও কৌশল্যের

ভালবাসার সতিন, সুতরাং তাদের তো কোনো ভয় নেই। যত বিপদ তোমার, আমার, আর ভরতের। তাই বলি, এখনো এর উপায় কর, আ'জ্ রা'ত্ পোয়ালে কা'ল্ আর কোনো বুদ্ধিই খা'ট্‌বে না।

কৈকে। মন্থরে! আমি জানি, তুই আমার যথার্থই হিতৈষিণী, তোর কথায় চৈতন্য জন্মায়। কিন্তু রাজা রামকে প্রাণের মত ভাল বাসেন, তিনি তাকে ছেড়ে ভরতকে রাজা ক'র্ব্বেন কেন? তার কি বল্?

মন্থ। হাঁ এখন পথে এস! এ কথা ভাল!—কৈকেয়ি! তুমি কি আমাকে এম্নি দেখেছ, যে, তার পথ না ক'রেই কেবল তোমাকে ব্যাখ্যানা ক'ত্তে এলুম। তুমি সে জন্যে কিছু ভেবোনা। তোমাকে আমি যে মন্তর দিচ্চি, তা যদি তুমি সেদে উট্‌তে পার, তবে (মৃদুস্বরে) রাম কখনই রাজা হবেনা—ভরতই রাজা হবে!

কৈকে। কৈ এমন কিছু আমি তো ভেবে পাইনে।

মন্থ। হাঃ পোড়া কপাল! তুমি যদি ভেবে পাবে, তবে এমন দশাই বা কেন হবে? তোমার কি মনে হয় না, এক সময় রাজা বড় তুষ্টু হ'য়ে তোমাকে দুটী বর দিতে চেয়েছিলেন; তুমি তখন আমার বুদ্ধিতে ব'লেছিলে যে "মহারাজ! এ বর দুটী আমি সময়মতে নেব।" রাজা তাতেই স্বীকার পান। কেমন এ কথা মনে পড়ে তো?

কৈকে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া সহর্ষে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা!

মন্থ। রও, নাকিও না, যা বলি আগে ঠাণ্ডা হ'য়ে শোনো, তবেতো কাজ হবে।

কৈকে। কি বল?

মন্থ। তুমি আ'জ্ রাজার কাছে সেই দুটী বর চাও। তার একটীতে (কর্ণমূলে মৃদুস্বরে) ভরতকে রাজা ক'ত্তে আর একটীতে রামকে চ'দ্দো বছরের জন্যে বনে পাটা'ত্তে ব'ল্‌বে।

কৈকে। কেন মন্থরে, শেষের এই নিষ্ঠুর বরটী আবশ্যক কি?

মন্থ। আবিশ্যক কি?—হা হতভাগি! তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। তুমি এইটে বুঝ্‌তে পার না, যে, রাম যদি রাজ্যের ভেতর চ'কের ওপর থাকে, তবে ভরতের রাজা হবার সময় পের্জ্জা নোকে গোল বাঁধা'তে পারে। তাই বলি রাম বনে গেলেই ভরত নিষ্কণ্টকে রাজা হবে। আর ভরত চ'দ্দো বছরের মধ্যে অনাসে স্মানা সামন্ত পের্জ্জা টের্জ্জা বশ ক'রে ফেল্‌তে পা'র্ব্বে, তখন আর রাম ফিরে এলেই বা ভয় কি?—চাই কি, তখন তারে রাজ্যের মধ্যে ঢুক্‌তে না দিলেই হবে। এই জন্যে বলি, ভরতকে রাজা কর্ব্বার বরটী যেমন চাবে, অম্নি এক নিশ্বেসেই রামকে বনে পাটাতে ব'ল্‌বে। এ বরটী না নিলে ও বরটী নেওয়া না নেওয়া সমান!

কৈকে। মন্থরে! তোর মতন বুদ্ধিমতী কখনো হয় নি—হবারও নয়! এখন বেস্ বুঝ্‌লেম দুটী বরই নিতে হবে।

মন্থ। তা হবে ব'ল্লেই হবে না—এ বড় শক্ত কাজ। কি জানি, অনেক দিনের কথা ব'লে রাজা যদি এখন সে বর দুটী না দেন, সেটাকেও পাকিয়ে নেওয়া চাই—

"খিড়্‌কী সদর লাগিয়ে যাঁটি,
তবে গিয়ে দোর কাটি।"

তা এক কম্ম কর, এই সব গয়না টয়না দূর ক'রে টেনে ফেল; চুল্‌ গুলো এলো কর; মাটিতে শুয়ে চ'কে এই লঙ্কাটা দিয়ে কাঁ'দ্‌তে থাক। রাজা এলে খানিকক্ষণ কথা ক'য়ো না। তখন তিনি অবিশ্যি সা'ধ্‌বেন পা'ড়্‌বেন—অবিশ্যি কাতর হবেন—অবিশ্যি মাটি থেকে ধ'রে তুল্‌বেন—অবিশ্যি চ'ক্‌ মুছিয়ে দে জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন, "কি জন্যে কাঁ'দ্‌ছো?" তখন ব'ল্‌বে "মহারাজ্‌, আমায় যে দুটী বর দেবার সত্যি ক'রেছিলে, আ'জ্‌ আমায় সেই দুটী বর দিতে হবে—আমি যা চাব তাই দেবে বল, তবে আমার মনের কথা খুল্‌তে পারি।" তার পর রাজা যেই ব'ল্‌বেন, "হ্যাঁ, যা চাবে তাই দেব" অম্নি বেস ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে বর দুটী নেবে। কেমন তা মনে আছে তো?

কৈকে। মন্থরে! সেকি আর ভুলি?

মন্থ। তবে এস, তোমার গয়না টয়না খুলে দেই (অলঙ্কার ও কবরী মোচন, চক্ষে লঙ্কাধারণ এবং কৈকেয়ীর ভূমিশয্যায় শয়ন) হ্যাঁ এম্নি ক'রে শোও, একটু কাঁদো! আমি দোরের দিগে চেয়ে আছি, রাজা এলেই স'রে যাব এখন। ঐ বুঝি তিনি আ'স্‌ছেন! দেখো, যা যা ব'লে দিইছি, যেন ঠিক্‌ মনে থাকে। (বেগে যবনিকান্তরালে লুক্কায়ন)

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। (স্বগত) একি? মহিষী এ অবস্থায় প'ড়ে কেন?—অসুখ তো হয় নি?—না, এই যে চারি দিগে অলঙ্কার গুলি ছড়ানো র'য়েছে, এতো স্পষ্টই মানের চিহ্ন!—আবার দেখ্‌ছি, রোদন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে বুক্ ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, দুচক্ষের জলে দুকূল ভেসে যা'চ্ছে! যার সর্ব্বদাই হাস্যমুখ, যে তিলার্দ্ধও আমোদ আহ্লাদ ভিন্ন থা'ক্তে পারে না, আ'জ্ সেই কৈকেয়ী যে একবারে বিষাদসমুদ্রে অঙ্গ ঢেলেছে, এর অবশ্যই কোনো নিগূঢ় কারণ থা'ক্‌বে!—যাই হ'ক্, নিকটে গিয়ে চেষ্টা করি, যদি আবার আনন্দপুলিনে উঠিয়ে আ'ন্তে পারি! (অগ্রসর হইয়া হস্তধারণ ও কৈকেয়ীর প্রত্যাহরণ) (প্রকাশ্যে) আ'জ্ অকস্মাৎ একি দুর্দ্দৈব! আ'জ্ হৃদাকাশের চন্দ্র ভূতলে কেন? সহকারতরু নিকটে থা'ক্তে মাধবীলতা কি ভূমিতে লতিয়ে বেড়ায়? না, সূর্য্যের উদয় দেখেঁও পদ্মিনী কখনো মলিনা থাকে?—তোমার মুখশশীকে মানরূপরাহুগ্রস্ত দেখে, আমার নয়নচকোর যে দগ্ধ হ'চ্ছে, তা কি তুমি জা'ন্তে পা'র্চ্ছো না? তোমার সেই কোমল হৃদয় কি আ'জ্ একবারে এত পাষাণ হ'য়ে গেল? (পুনর্ব্বার হস্তধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! আর কেন বিড়ম্বনা কর, উঠ। তোমার কিসে এত দুঃখ হ'লো, আমায় বল; তোমায় কি কেউ কিছু ব'লেছে? কেউ কি তোমার কোনো অপ্রিয় ক'রেছে? তোমায় মন্দ ব'ল্‌তে কে সাহসী হ'য়েছে?

—তোমার কোপানল জ্বেলে দিয়ে কোন্ দুর্ভাগা জ্বলন্ত আগুনে হাত দিয়েছে? তুমি যে আমার রাজ্যলক্ষ্মী—তুমি যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা, সে কি তা জানে না?—তোমার জন্য দশরথ যে রাজ্য ত্যাগ ও প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারে, সে বর্ব্বর কি কোনো লক্ষণে এর বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পারেনি?—তোমার চক্ষে জল আকর্ষণ ক'রে সে যে এখনো বেঁচে আছে, এইটীই আশ্চর্য্য! অতএব প্রিয়ে! দুঃখ দূর কর, প্রসন্না হও, আমার সঙ্গে কথা কও, মনের কথা বল। (হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন)

কৈকে। (উঠিয়া) মহারাজ! কেউ আমার অপমান করেনি, আমি আপনার দুঃখেই আপনি কাঁ'দ্‌ছি, তোমাকে সে দুঃখ জানিয়ে আমার কি হবে? আমি কি এত ভাগ্য ক'রেছি, যে, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্ব্বে?

রাজা। প্রিয়ে! যদি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে গিয়েও কৈকেয়ীর প্রিয়সাধন হয়—যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, তপনের সঙ্গে বিবাদ ক'রেও প্রাণেশ্বরী কৈকেয়ীর বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে দশরথ এই দণ্ডেই তা ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছে! তোমার মনস্তাপের কারণ বল, আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব'ল্‌ছি, তুমি যা ব'ল্‌বে আমি তাই ক'র্ব্বো, কদাচ অন্যথা হবে না।

কৈকে। (নতমুখে) মহারাজ! যদি অধিনীর উপর এত দয়াই ক'ল্লেন, তবে আমার প্রার্থনা এই, অনেক দিন হ'লো আমাকে যে দুটী বর দিতে অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, আ'জ সেই দুটী বর দান করুন।

রাজা। প্রিয়ে! সে বর ব'লে কেন? তুমি যখনি যা চাবে, তখনি তাই পাবে, এইতো আমার মনের সংকল্প। তাতে তো ঐ যুগল বরদানে আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আছি। কি বর বল? এখনি সিদ্ধ হবে।

কৈকে। মহারাজ! তার একটীতে ভরতকে রাজা করেন, (রাজা কম্পিত) আর একটীতে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্যে বনে পাঠান—এই আমার প্রার্থনা।

রাজা। হা রাম! কি শুন্‌লেম! (পতিত ও মূর্চ্ছিত)

মন্থ। (প্রকাশ হইয়া) কৈকেয়ি, তোমার কপালে আগুন! হা ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি? রাজার মুখে জল ছিটে দেওনা; রাজার ভালমন্দ হ'লে ভরতকে আর কে রাজা ক'র্ব্বে?—এই নেও, জলপাত্র নেও।

(কৈকেয়ী কর্ত্তৃক রাজার মুখে জল প্রদান, রাজার চৈতন্যোদয়, মন্থরার পুনর্ব্বার লুক্কায়ন)

রাজা।—অ্যাঁ!—একি! আমি কোথায়? আমার রাম কৈ? এই যে সেই ঘর! এই যে সেই পাপিষ্ঠা! রে পাপীয়সি! তুই কেন আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ ক'র্লি? (বক্ষে করাঘাত) ওরে প্রাণ! তুই এখনো আমার এই দেহে আছিস্? (চক্ষে হাত দিয়া) ওরে নয়ন! তুই তো মুদ্রিত হ'য়েছিলি, আবার কেন এই দুশ্চারিণীর মুখ দেখ্‌তে জাগ্রত হ'লি? হায়, আমি কি শুন্‌লেম? হায়, আমি কোথায় যাই? হায়! আমার কপালে কি শেষে এই ছিল? আমি কি রাজমহিষী ভেবে এতকাল কালসাপিনী পুষে রেখেছি? আমি কি আমার

প্রণয়কাননে কল্পতরুভ্রমে বিষবৃক্ষকে রক্ষা ক'র্চ্ছি? এত দিন কি দেবকন্যাজ্ঞানে রাক্ষসীকে আশ্রয় ক'রে আছি? আমি কি গৃহলক্ষ্মী ভেবে এত দিন আলক্ষ্মীর পূজা ক'রে আ'স্‌ছি? হায়! হায়! আমার সুখের তরী মগ্ন হ'লো—আমার আশা-তরু নির্ম্মূল হলো—আমার উৎসাহস্রোত শুকিয়ে গেল!—ওরে দুর্ব্বিনীতে, ওরে অনার্য্যে, ওরে পাপাচারিণি কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তোর মনে মনে কি এই অভিসন্ধি ছিল? রাম তোর কাছে কি অপরাধ ক'রেছে? রাম আমার সূর্য্যবংশের চূড়া—রাম আমার বৃদ্ধ কালের আশ্রয়—রাম আমার সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বগুণধর—সত্যের আদর্শ, দয়ার উৎস—রাম তোরে আপনার মার মত ভক্তি করে, তুই কোন্ প্রাণে সেই রামকে বনে দিতে উদ্যত হ'য়েছিস্? তুই কার্ মন্ত্রণায় ধর্ম্মাত্মা পুত্রের অহিত চিন্তা মনে স্থান দিলি? তুই কেমন ক'রে এমন কথা মুখে আ'ন্‌লি? তুই এত অমৃতভাষিণী হ'য়ে কিরূপে এত বিষ উদ্গীরণ ক'ল্লি? তুই কার কাছে ব্যাধের বৃত্তি শিখে এসে, মধুর বাক্যরূপ বংশীধ্বনি দ্বারা আমাকে মৃগবধের ন্যায় সত্যফাঁদে বদ্ধ ক'ল্লি?—(স্বগত) তবে কি সত্য সত্যই সত্য ক'রেছি? না, এমন হবে না!—

কৈকে। মহারাজ! লোকে তোমায় সত্যবাদী, স্থির-প্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব'লে থাকে, তবে কেন আগে প্রতিজ্ঞা ক'রে এখন ইতর জনের মতন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্ত্তে চাও?

রাজা। রে ঘৃণালজ্জাহীনা ধর্ম্মদ্বেষিণি কৈকেয়ি! তুই আমার ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে কি শেষে এইরূপে আমার ধর্ম্মরক্ষা ক'ল্লি? তুই রাজমহিষী হ'য়েও লোভের দাসী হ'য়ে উঠ্‌লি! ছার রাজ্যলোভে পুত্ররত্ন রামচন্দ্রের মুখ পানেও চাইলিনে! হায়! যে রামের গুণগান না ক'রে রাজ্যের স্ত্রী পুরুষে জল-গ্রহণ করে না, আমি কি দোষে আ'জ্ সেই জীবন-সর্ব্বস্ব পুত্রকে বনে বিসর্জ্জন দিব? যত রাজা প্রজা শ্রীরামের কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, আমি তখন তাঁদের কি উত্তর দিব? আমি কি তাঁদের ব'ল্‌বো, যে, আমার প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য রামকে বনবাসে দিলাম? হা! কি দুরপনেয় অকীর্ত্তি! কি চিরস্থায়ী কলঙ্ক! কি অশ্রুতপূর্ব্ব স্ত্রৈণাপবাদ! হায়! আমি স্বপ্নেও জানি না, যে, চিরকাল রাজধর্ম্ম ও মনুজ-ধর্ম্ম পালন ক'রে, চিরকাল সৎকীর্ত্তির পথে বিচরণ ক'রে, আমার শেষ দশাতে এমন অধর্ম্ম—এমন নিদারুণ মনস্তাপ লাভ হবে! রে অদৃষ্ট! তুই কি চিরজীবন অনুকূল থেকে আমার বার্দ্ধক্যে প্রতিকূল হ'লি? রে দুর্ম্মতি কৈকেয়ি! তুই কি আর কোনো বর খুঁজে পেলিনে? আমি কাতরে মিনতি করি, তুমি কেবল রাজ্য নিয়েই ক্ষান্ত হও—রামকে নির্ব্বাসন দিতে আর ব'লো না। কৈকেয়ি! তুমি নিশ্চিত জেনো, আমি এই সাম্রাজ্যকে তৃণবৎ, আর জীবনকে নখাগ্রবৎ পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু রামচন্দ্রকে কদাচ পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারিনে! আমি রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র ব্যতীত জগতে আর কিছুই শোভার পদার্থ দেখ্‌তে পাইনে! বরং ভূমি বিনা তরু ও লতা, শস্য ও জীবগণের অবস্থান সম্ভবে—বরং জলবিরহে

জলচরের প্রাণও বাঁ'চ্‌তে পারে, কিন্তু রামবিচ্ছেদে দশরথের দেহ কখনই সজীব থা'ক্‌বে না। অতএব হে সুন্দরি, হে দেবি, হে প্রাণবল্লভে, আমি যোড় হাতে সজল নয়নে তোমার চরণে এই ভিক্ষা চাই, তুমি এই অনর্থকারিণী পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ কর—তুমি এ ভিন্ন আর যা চাবে, তা আমি তন্মুহূর্ত্তেই পূর্ণ ক'র্ব্বো, প্রতিজ্ঞা ক'র্চ্ছি।

(রাজার পশ্চাৎ হইতে মন্থরার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কৈকেয়ীকে নিষেধ)

কৈকে। মহারাজ, এই কি তোমার ধর্ম্ম? এই কি তোমার সত্যবাদিত্ব? এই কি তোমার ক্ষত্রিয় বংশের প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করা? আর রামের জন্যে তুমি এত কাতরই বা কেন? রাম এখন যোগ্য হ'য়েছে, অস্ত্র শস্ত্র শিখেছে, তবে তার বনবাসে এত আশঙ্কাই বা কি? এই যে, সেদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনে গিয়ে কত রাক্ষস রাক্ষসী মেরে ফেল্লে; জনকপুরে গিয়ে শিবের তত বড় ধনুকখানা ভেঙে ফেলে দিব্য সুন্দরী মেয়ে বিয়ে ক'রে আ'ন্‌লে; তবে তার বনে বেড়ানো নূতন হ'লো কৈ? মহারাজ, তুমি কি মিথ্যা স্নেহে আর কপট মায়ায় ভুলে, আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্ত্তে চাও?

রাজা। ওরে কুলনাশিনি রাক্ষসি! ওরে পুত্রদ্বেষিণি স্বামিঘাতিনি চণ্ডালিনি! তুই কি দয়া মায়া একবারে জলাঞ্জলি দিলি? তোর কি স্বামিহত্যাপাপেরও ভয় নাই? আমার মরণ, আর প্রিয়পুত্র রামের বন গমন হ'লেই কি তোর

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? হা পাপীয়সি, কি ক'ল্লি! কি কল্লি!—হা মাতর্বসুন্ধরে! তুমি এখনো দ্বিধা হ'য়ে এমন ক্রূরহৃদয়া স্ত্রীকুলকলঙ্কিনীকে গ্রাস ক'চ্চো না!—হে পবন! তুমি এখনো এই পাপমতি দুষ্টা রমণীর শ্বাসক্রিয়াকে রোধ ক'রে দিলে না?—সখে দেবরাজ! তুমি এখনো এমন পিশাচীর মস্তকে বজ্রক্ষেপণ ক'ল্লে না?—হে রজনি! তুমি যে চিরকাল দশরথের চিন্তাহারিণী, শ্রান্তিবারিণী, প্রিয়কারিণী জননীর ন্যায় ছিলে, তুমিও কি আ'জ্ সময়গুণে, সুখের যামিনী হ'তে হ'তে একবারে বিভীষিকাময়ী কালরাত্রি হ'য়ে এলে? তা হ'য়েছ হ'য়েছ, এমনিই থাক, প্রভাত হ'য়ো না, তা হ'লে রাম আমার বনে যাবে না! আর যদি একান্তই প্রভাত হবে, তবে এখনি হও এখনি হও, মিনতি করি, এখনি যাও। তুমি গেলে আমার রাম বনে যাবে, রাম গেলে আমার প্রাণও দেহ ছেড়ে যাবে, সুতরাং এই মায়াবিনীর মুখ আর আমায় দেখ্‌তে হবে না—আমাকেও আর লোকালয়ে মুখ দেখা'তে হবে না! উঃ! কি হ'লো, কি হ'লো!—আর সহ্য হয় না রে! —প্রাণ বিদীর্ণ হয়। হা পাপীয়সি! কি ক'ল্লি, কি ক'ল্লি! হা রাম! হা ধর্ম্মাত্মন্! হা গুরুবৎসল! হা পুত্র! তুমি কেন এ হতভাগা পামরের ঔরসে জ'ন্মেছিলে? হা প্রিয়ম্বদে কৌশল্যে, তুমি বঞ্চিতা হ'লে! হা পুরবাসিগণ, তোমরা অনাথ হ'লে! (পতিত ও মূর্চ্ছিত)

মন্থ। (প্রকাশ হইয়া) কৈকেয়ি! এত দিনে মনোরথ পূর্ণ হ'লো; আর ভাবনা নেই! এখন এক কর্ম্ম কর, রাজার

মুখে জল দেও, পাখার বাতাস কর। আ'জ্‌কের রা'ত্‌টে কোনোরূপে বাঁচিয়ে রা'খ্‌তে পা'ল্লেই হয়! আমি এখন চ'ল্লুম, তুমি ঘরে কপাট দিয়ে থাক। (কপাট বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে পদচারণ পূর্ব্বক স্বগত) একটু আ'জ্‌ শুতেও পেলুম না, চ'ক্‌ দুটো কর্‌ কর্‌ ক'চ্ছে। আটার মতন এত জল ছাই কোত্থেকে ঝরে, তা বুঝ্‌তে পারিনে! মুছে মুছে আঙুল পুরু হ'য়ে উঠ্‌লো, তবু সারে না—চ'ক্‌ জ্ব'লে জ্ব'লেই মলুম! উঃ! কুঁজ্‌টোও আবার কট্‌ কট্‌ ক'চ্ছে। ঈস্‌! বাতের কামড়েও পাগল ক'রে দিলে। আমি তো কারোর মন্দ করিনে, তবে ভগবান আমায় এত সাজাই কেন দিচ্চেন? (বসিয়া) তবু ভাল, আ'জ্‌ দিনের বেলা এ সব যন্তন্না কিছু নরম প'ড়েছিল, তাইতে তো বাইরে গে সব টের পেলুম। নৈলে রামা ছোঁড়া কোন্‌ দিগ্‌ দে যে রাজা হ'য়ে যেতো, তা কিছুই টের পেতুম না! নাকানী বড়রাণী মাগী আ'জ্‌ একেবারে আল্লাদে আট্‌খানা—কাছ্‌ দে এলুম, চ'কে দেখ্‌তেও পান না—এরে ব'ল্‌ছেন ধর্‌, ওরে ব'ল্‌ছেন পর্‌; এখুনি যেন রাজার মা হ'য়ে ব'সেছেন! আরে তা কি হবার যো আছে? মন্থরা থা'ক্তে ভরত ছাড়া কার সাধ্যি রাজা হয়? এমন মন্তন্নাই বা কার সাধ্যি ক'রে উট্‌তে পারে? যিটী যেমন ব'ল্লে, যেমন কল্লে, যেমনটী হবে ভেবেছিলুম, সিটী ঠিক্‌ তেম্নি হ'য়েছে! আমার কথায় আবার কৈকেয়ীর মন ভিজ্‌বে না; বড় বড় শূর বীর কোথায় থাকে, এতো একটা হাবা মেয়ে! এখন শেষ রা'খ্‌তে পা'ল্লেই হয়। তা রবে বৈ কি, এমন রাজা নয়, যে, সত্যি কড়ার

ভাংবে! আর রামা ছোঁড়াও এমন ছেলে নয়, যে, এ কথা শুন্‌লে আবার ঘরে থা'কবে! তা হ'লেই এ রাজত্বি আমারি হ'লো—আমা হ'তে যখন ভরত রাজা হ'চ্চে, তখন সে কি আমার অবশ হ'তে পা'র্ব্বে ?—নিত্যি নতুন খুন ক'ল্লেও কিছু ব'ল্‌তে পা'র্ব্বে না! তা হ'লেই হ'লো—ভরত উপলক্ষি, আমিই রাজা—সিংহাসনে ব'স্‌বো না এই মাত্র! এখন কেবল এই আপ্‌শোষ হয়, আমার ভাতার পুত্ আপনার জন কেউ নেই; তা থা'ক্‌লে সুমন্ত্র টুমন্ত্রকে তাড়িয়ে দে, তাদের এনে মুন্ত্রি টুন্ত্রি ক'রে দিতুম! যা'ক্, সে খেদ ক'ল্লে আর কি হবে? এখন যা যা কর্ব্বার তা করিগে। (উঠিয়া আকাশে দৃষ্টি) এই যে রা'ত্ শেষ হ'য়েছে—ঐ যে শুক তারা উটেছে। তবে যাই, এই বেলা ভরতকে আ'স্তে একজন বিশ্বাসী নোক পাটাইগে!

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈকেয়ীর পুরদ্বারে বন্দীদ্বয় কর্ত্তৃক গীত।

রাগিণী যোগীয়াভায়রোঁ—তাল কাওয়ালি।

উঠ, গা তোলো ওহে নৃপমণি!
দেখ, প্রভাতা হইল সুখ-যামিনী।
অযোধ্যার প্রভাকর, তুমি রাজা দণ্ডধর,
প্রতাপে দ্বিতীয় দিনমণি।
আসিয়া প্রকাশ প্রভা, উজ্জ্বল করহ সভা,
সিংহাসনে বসিয়া আপনি! ১॥

নিরখিয়ে দিবাকর, তেজোহীন নিশাকর,
নিশাচর ছাড়িল মেদিনী।
তমো পলাইল ত্রাসে, কুমুদিনী দুখে ভাসে,
সরসে হাসিছে কমলিনী।
তেমতি তব প্রভাবে, দুষ্ট জন দূরে যাবে,
শিষ্ট জন হাসিবে এখনি! ২॥

প্রভাতে সুরভি অতি, সমীর সুধীরগতি,
তব যশঃ বহে অনুমানি।
বিহঙ্গ ললিত স্বরে, জগত উল্লাস করে,
সুধাসম সেই কলধ্বনি।
তেমতি তোমার ভাষা, শুনিতে করিছে আশা,
কত রাজা কত ঋষি মুনি! ৩॥

বিমল সরযূজলে, স্নান হেতু কুতূহলে,
চলে যত, পুরুষ রমণী।
তেমতি পবিত্রা নদী, তব দয়া নিরবধি,
দীন হীন দুঃখী জন জানি;
আসিয়াছে আশা করি, পুরিয়াছে রাজপুরী,
করিতেছে জয় জয় ধ্বনি! ৪।

[বন্দীদ্বয়ের প্রস্থান।

(দ্বারমোচন)

(রাজা দশরথ শয়ান—কৈকেয়ী একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা)

[সুমন্ত্রের প্রবেশ]

সুম। মহারাজ! অভিবাদন করি। (রাজার হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক প্রতিনমস্কার) মহারাজ! নানা দিগ্‌দেশ হ'তে সমাগত রাজগণ, প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ, সমস্ত রাজকর্ম্মচারী এবং পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও সভাসদ্ ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাস্থ হ'য়েছেন; রাজপুত্রের আসনোপযুক্ত, মৃগচর্ম্মাবৃত, মণি-মাণিক্যে খচিত, অভিনব হৈমসিংহাসন সভাস্থলে স্থাপিত হ'য়েছে; সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, মুক্তাদি মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত সুবর্ণচ্ছত্র, মণিময় রাজদণ্ড ও চামরাদি ব্যজন প্রস্তুত ক'রে রাখা গিয়েছে; মনোহর কনক কলস সমূহে নানা তীর্থের জল সংরক্ষিত হ'য়েছে; শ্বেত অশ্ব, শ্বেত হস্তী, আর শ্বেতবর্ণের গাভীকে বিচিত্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিত

ক'রে রাখা গিয়েছে; কল্যাণদায়িনী বরণীয়া অষ্টজন সৎ-কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে আছেন; এবং আভিষেচনিক অন্যান্য সকলি প্রস্তুত, কেবল মহারাজের শুভাগমন হ'লেই শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) সুমন্ত্র! আমার অত্যন্ত অসুখ হ'য়েছে, তুমি রামচন্দ্রকে একবার আমার কাছে ল'য়ে এস। (নয়ন মুদ্রিত)

সুম। যে আজ্ঞে মহারাজ! (স্বগত) রাজার আকার প্রকার দেখে তো বড় শুভ বোধ হয় না!

[প্রস্থান।

কৈকে। মহারাজ! অত কাতর কেন? না হয়, আমিই রামকে বলি!

রাজা। হা পাষাণি! হা নিদারুণপ্রাণা চণ্ডা—

[সুমন্ত্রের সঙ্গে রামের প্রবেশ]

(পিতৃমাতৃ চরণে প্রণাম)

রাজা। (নেত্রোন্মীলনে রামকে দেখিয়া) হা রাম! তুমি কেন—এ—পামরকে—প্রণাম—(নিস্তব্ধ)

রাম। (সভয়ে ও সবিষাদে) মা, পিতা আ'জ্ এমন কাতর হ'চ্ছেন কেন? পিতা আমাকে দেখে অন্য দিন কতই আনন্দ প্রকাশ করেন—অতি কোপের সময়েও আমায় দেখে প্রসন্ন হন, তবে আ'জ্ আমাকে দেখে এমন কথা ব'লে, নিস্তব্ধ রৈলেন কেন? মা, আমি কি পিতৃচরণে কোনো অপরাধ ক'রেছি? না, পিতার কোনো পীড়া হ'য়েছে?

কৈকে। না বাছা, তুমিও কোনো অপরাধ করনি, রাজারো কোনো পীড়া হয়নি। রাজার একটী মনোগত কথা আছে সেটী তোমায় ব'ল্‌তে তিনি লজ্জিত হ'চ্ছেন; এই জন্যই এত কাতর।

রাম। মা! আমাকে পিতা মনোগত কথা আজ্ঞা ক'র্ব্বেন, তাতে লজ্জার বিষয় কি? আপনি নয় অনুগ্রহ ক'রে সে কথাটী ব'লে আমার উদ্বেগ দূর করুন।

কৈকে। বাছা রাম! রাজা তোমাকে যা ক'র্ত্তে ব'ল্‌বেন, তার ভাল মন্দ বিচার না ক'রে, তুমি যদি সেই আজ্ঞা পালন ক'র্ব্বে এমন প্রতিজ্ঞা কর, তবেই আমি সে কথা তোমায় ব'ল্‌তে পারি।

রাম। মা! আপনি আমায় এমন কথা আ'জ কেন ব'ল্‌ছেন? এ কথায় আমার যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ হ'লো, তা অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জানেন। পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে আমার মনে যদি দ্বিধা ভাব কি বিতর্ক উদয় হয়, তবে এ ছার জীবন রেখে আর ফল কি? আপনি সে আশঙ্কা ত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি পিতার কি অনুমতির অভিপ্রায় আছে, সেটী ব্যক্ত ক'রে আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তকে সুস্থির করুন।

কৈকে। বৎস রাম! তুমি যেমন বংশে জ'ন্মেছ, আ'জ্‌ তোমার মুখে তার উচিত কথা শুনে, আমি বড়ই তুষ্ট হ'লেম! এখন রাজার অভিপ্রায়টী তোমাকে আর ব'ল্‌তে বাধা কি? বাছা! পূর্ব্বে এক সময় রাজা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে দুটী বর দিতে চান, আমার তখন কোনো বিষয়ের প্রয়োজন না

থাকাতে ব'লেছিলেম "এ দুটী বর যখন আমার কাজে লা'গ্‌বে তখনি লব।" রাজা তাতেই স্বীকার পান। কা'ল্ রাত্রে রাজা আমার প্রার্থনাতে সেই দুটী বর আমাকে দিয়েছেন। (অধোমুখে) তার একটীতে ভরতকে রাজা ক'র্ত্তে আর একটীতে তোমাকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠা'তে স্বীকার পেয়েছেন!—এই কথাটী বাপু, লজ্জাক্রমে তিনি তোমায় ব'ল্‌তে পা'চ্ছিলেন না, তা কাজে কাজেই আমায় ব'ল্‌তে হ'লো! এখন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়া, বাছা, তোমার হাত। তুমি যদি যথার্থ সুপুত্র হও, তবে জটা বাকল প'রে বনে গিয়ে তোমার পিতাকে সত্যপাশে মুক্ত কর!

সুম। (স্বগত) হায়! হায়! যা ভা'ব্‌ছিলেম, তাই হ'লো যে—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

রাম। মাগো! এর বাড়া ভাগ্য কি, যে পিতার প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম আমা হ'তে রক্ষা হ'তে পা'র্ব্বে! এতো সামান্য কথা; পিতার আজ্ঞা হয় তো এখনি আপনার সম্মুখে অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে পারি!—পিতা মাতা পরম গুরু; তাঁদের আজ্ঞা অবিচারণীয়; এই ক্ষণভঙ্গুর বৃথা শরীর ধারণ ক'রে, যিনি প্রাণদাতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি রক্ষয়িতা, এমন পিতার অভিপ্রেত কার্য্য ক'র্ত্তে যদি ক্ষণ-মাত্রও অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে জা'ন্‌লেম সেই দিন হ'তেই আমার আত্মাতে নরকের স্বত্বাধিকার হ'লো!

সুম। সাধু! সাধু! সাধু!

কৈকে। বাছা, তুমি চিরজীবী হও! তোমার কথা শুনে

প্রাণ শীতল হয়! তা বাপু, একটু ত্বরা কর; তুমি অযোধ্যা ত্যাগ না ক'ল্লে রাজা স্নান ভোজন ক'র্ব্বেন না!

রাম। না, আমার আর বিলম্ব কি? কেবল একবার মাকে আর জনকনন্দিনীকে ব'লে বিদায় হ'য়ে আসি। (সুমন্ত্রের প্রতি) সুমন্ত্র! আমি পিতার যেরূপ অবসন্ন ভাব দেখ্‌ছি, তাতে আমার এ স্থান হ'তে এখন যাওয়া উচিত নয়; কিন্তু কি করি, মধ্যমা মাতা শীঘ্র বনগমনে অনুমতি ক'চ্চেন; অতএব তুমিই আমার পিতাকে দেখো! পিতাকে ছেড়ে এখন কোথাও যেওনা।

[প্রস্থান।

সুম। (সরোদনে) মা, একি ক'ল্লে মা? যে রামের গুণে ত্রিভুবন মুগ্ধ, সেই রামের বনবাস!

কৈকে। সুমন্ত্র! এ সকল বিধাতার ঘটনা; এতে কিছু মনে ক'রোনা! তুমি রাজার কাছে একটু ব'সো—আমি মন্থরাকে একটা কথা ব'লে আসি।

[প্রস্থান।

সুম। (স্বগত) আর কি রাজাকে রেখেছ, যে রাজার কাছে ব'স্‌বো? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! রঘুকুলে এমন অকীর্ত্তি, একি সামান্য দুঃখ! রাজা দশরথের "স্ত্রৈণ" নাম, এ নিতান্ত অসহ্য! আ'জ্ অবধি জগতে স্ত্রীপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকেই লোকে যে 'দশরথ' ব'লে উপহাস ক'র্ব্বে, এ কি সামান্য লজ্জার কথা!

কিন্তু হায়! রাজা যে মায়াবিনীর কুহকজালে বদ্ধ হ'য়েছেন, তাতো কেউ জা'ন্‌বে না! রাজার গলায় যে সত্যরূপ শিলা বেঁধে অগাধ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ ক'রেছে—সন্তরণ জেনেও যে নিরুপায়—তা তো কেউ বুঝ্‌বে না! আর বুঝ্‌লেই বা কি হবে? দুরপনেয় কলঙ্ক তো যাবার নয়! যদিও রাজা মুক্ত হন, কিন্তু রাজমহিষী তো তার হাতে নিস্তার পাবেন না! যে দিকে হ'ক্, রঘুকুলেরি কলঙ্ক! যাবৎকাল সূর্য্যবংশের নাম থা'ক্‌বে, তাবৎকাল এই কলঙ্কটী কুলগৌরবের সঙ্গের সঙ্গী হ'য়ে থা'ক্‌লো! হায়! আমার পক্ষে এ চিন্তা যে কি দারুণ শেল—কি অন্তর্দাহক অগ্নি, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন! কিন্তু সুধু কলঙ্কের চিন্তাও নয়; সম্মুখে আরো বিপদ। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পা'চ্ছি, সর্ব্বপ্রিয় রামচন্দ্র বনে গেলে, হয় রাজ্য নিয়ে, নয় রাজাকে নিয়ে একটা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হবে!—হায়! হায়! বহুবিবাহ কি অশেষ অনর্থের মূল!—কি অপ্রতিহতরূপে সকল সুখ ও সকল ধর্ম্ম নষ্ট করে! আ'জ্ নিশ্চয় জা'ন্‌লেম, পুরুষ যত কৃতী হউন যত সতর্ক থাকুন, তথাপি বহুবিবাহবৃক্ষে বিষময় ফলোৎপাদন হবেই হবে, তার সন্দেহ মাত্র নাই! (রাজার দিকে দৃষ্টি-পূর্ব্বক) আমার রাজা আ'জ্ সেই ফল খেয়ে, কিম্বা আপনার দ্বারা মথিত ক্ষীরসমুদ্রোত্থিত হলাহল পান ক'রে দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় জর্জ্জরিত হ'য়ে ঢুলে প'ড়েছেন! বিষহরির মন্ত্রৌষধগুণে দেব নীলকণ্ঠ তো রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার রাজার জন্য যে কোনো ঔষধই ভেবে পাইনে! রামচন্দ্রই রাজার প্রাণ—রাম ভিন্ন বাঁচ্‌বার অন্য উপায় কি?

(রাজার চৈতন্যোদয়)

রাজা। সুমন্ত্র! তুমি যে রাম রাম, ব'ল্‌ছিলে কৈ আমার রাম কোথায়?

সুম। মহারাজ! স্থির হ'ন্‌! রাম এখনি আ'স্‌বেন!

রাজা। সুমন্ত্র! এই যে রাম আমার কাছে ছিল, আমায় না ব'লে কোথায় গেল?

সুম। মহারাজ! তিনি মাতা কৌশল্যা ও জনক-নন্দিনীর নিকটে বিদায় ল'য়ে এখনি আ'স্‌ছেন।

রাজা। সুমন্ত্র! রাম আমার কিসের বিদায় নিতে গিয়েছে?

সুম। (অধোমুখে মৌন)

রাজা। কেন সুমন্ত্র! তুমি কথা কওনা যে? আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল; আমায় শীঘ্র উত্তর দেও?

সুম। মহারাজ! কি উত্তর দিব? আপনি তো জানেন, রাজপুত্র বনযাত্রার বিদায় নিতে গিয়েছেন!

রাজা। (সরোদনে) কেন সুমন্ত্র! আমি তো রামকে কিছু বলিনি, তবে এ নিদারুণ কথা আমার রামকে কে শুনা'লে?

সুম। মহারাজের অচৈতন্যাবস্থায় মাতা কৈকেয়ী তাঁকে সকলি ব'লেছেন!

রাজা। হা সর্ব্বনাশি! হা পিশাচি! রামের মুখ দেখেও কি তোর মনে লেশ মাত্র দয়ার সঞ্চার হয়নি? যে রামকে দেখে শত্রু ফিরে চায়—তাড়কা রাক্ষসীও মুগ্ধা হয়—যার

মধুর বাক্যে পাষাণও দ্রব হ'য়ে যায়, সেই রাম এসে তারে মা ব'লে ডা'ক্‌লে; তবু কোন্ প্রাণে—কেমন ক'রে সেই কালনাগিনী আমার রামকে দংশন ক'ল্লে? সুমন্ত্র! আর আমি এ চণ্ডালিনীর মুখ দেখ্‌বো না—আর আমি এ ডাকিনীর ঘরে এক মুহূর্ত্তও থা'ক্‌বো না, আমার আর উঠ্‌বার শক্তি নাই, তুমি আমাকে ধ'রে নিয়ে চল। আমার রাম যেখানে, আমাকে সেখানে ল'য়ে যাও!

[সুমন্ত্রকে অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌশল্যার পুরমধ্যস্থ প্রাঙ্গণ।

মঙ্গলচণ্ডীর ঘটস্থাপন ; পূজার নানা উপকরণ উপস্থিত ; সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট ; পশ্চাতে কৌশল্যা, সুমিত্রা, চিত্রা, জানকী, উর্ম্মিলা, বাসন্তী ও অন্যান্য পুরনারীগণ উপস্থিত।

পুরো। দেবি কৌশল্যে, পূজার সংকল্পটী কার নামে হবে মা ?

কৌশ। আ'জ্ আমার রাম রাজসিংহাসনে প্রথম ব'স্‌বেন ; তা যাতে সুভালাভালি সকল দিকে মঙ্গল হয়, মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে এই আমার সঙ্কল্প।

(পূজারম্ভ ও শঙ্খঘণ্টারব)

পুরো। (পূজা সমাপ্তে) মা, এই প্রসাদী সিঁদুর গ্রহণ করুন ; আমি এক্ষণে বিদায় হই। (সকলের প্রণাম)

[পুরোহিতের প্রস্থান।

কৌশ। (সীতার সীমন্তে সিন্দুর দিতে দিতে) মা ! তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমার চিরায়ত হ'ক্—তুমি রাজরাণী হ'য়ে রাজপুত্র প্রসব কর। (অন্যান্য সকলকে সিন্দুর-দান)

[কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণামান্তে সীতা, উর্ম্মিলা ও বাসন্তীর প্রস্থান।

কৌশ। চিত্রে, এক কর্ম্ম কর মা ; পূজার সামগ্রীগুলি ঘরে নিয়ে যাও, আর এই স্থানটী মার্জ্জনা কর।

[রামের প্রবেশ]

রাম। (স্বগত) আহা! আমি রাজা হব ব'লে, মা আমার আ'জ্ কতই দৈব—কতই মঙ্গলাচার ক'চ্চেন, কিন্তু ওদিকে যে কি দুর্দ্দৈব—কি অমঙ্গল ঘ'টেছে, তিনি তার কিছুই জানেন না! প্রাণের ভাই ভরতকে রাজ্য দিয়ে বনবাসী হ'তে আমার মনে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই ; কিন্তু মা যে নিরাশ হ'লেন, এইটীই কেবল মনস্তাপের কারণ! নিকটে থেকে পিতামাতার যে সেবা ক'র্ত্তে পেলেম না, আর আমার বিচ্ছেদে তাঁরা যে অত্যন্ত কাতর হবেন, এই চিন্তাতেই কেবল আমার সন্তোষপদ্মকে ম্লান ক'চ্চে! নতুবা এ কোন্ তুচ্ছ কথা? ত্যাগ-স্বীকার ভিন্ন পুরুষার্থ কি? চৌদ্দবৎসর বনবাস কেন? যদি সমস্ত জীবন এ হ'তেও ক্লেশ সহ্য ক'রে পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, সেও শ্লাঘনীয়। (নিকটস্থ হইয়া মাতৃদ্বয়ের চরণে প্রণাম)

কৌশ। এস বাবা! মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার মঙ্গল করুন। কা'ল্ শেষ রাত্রে একটা কুস্বপ্ন দেখে অবধি প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছিল ; তাই তোমার কল্যাণে মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘটস্থাপন ক'রে কিছু স্ব'স্তেন ক'ল্লেম। রাজা যেমন আ'জ্ বড় মুখ ক'রে তোমাকে রাজ্যভার দিচ্ছেন, ভগবতী করুন, তুমি যেন নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব ক'রে তাঁর তেম্নি মুখোজ্জ্বল ক'র্ত্তে পার!

রাম। (অধোমুখে) আর সে চিন্তা মা বৃথা!

কৌশ। কেন বাবা ?

রাম। মধ্যমা মাতা কৈকেয়ী, পিতাকে সত্যপাশে বদ্ধ ক'রে ভরতের রাজ্যাভিষেক আর আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এই দুটী বর ল'য়েছেন ! সুতরাং—

কৌশ। রামরে ! নির্ঘাত—শেল—হা'ন্‌লি—(পতিতা ও মূর্চ্ছিতা)

(রামকর্ত্তৃক ক্রোড়ে ধারণ ও সুমিত্রা কর্ত্তৃক জলসেক)

চিত্রা। (চীৎকারপূর্ব্বক) হায় কি হ'লো ! হায় কি হ'লো ! আমার কপাল ভেঙে গেল ! আমি আর কার দাসী হ'য়ে এমন সুখে থা'ক্‌বো ?

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্ম। দাদা, একি ? বড় মার কি হ'য়েছে ?

রাম। ভাই, আর কিছুই না ; পিতা আ'জ্‌ মধ্যমা মাতাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুটী বর দিয়েছেন ; আমার বনবাস আর ভরতের রাজ্যলাভ, এই মাত্র সে বর দুটীর উদ্দেশ্য। মা আমার সেই সংবাদ শুনেই এরূপ হ'লেন। ভাই লক্ষ্মণ ! শীঘ্র ক'রে একখান অস্ত্র দাও, মার দাঁতকপাটী ভাঙি।

(অস্ত্রদান ও মূর্চ্ছাভঙ্গ)

কৌশ। (কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থায়) হায় ! আমি কি এখনো সেই স্বপ্ন দেখ্‌ছি ?—সত্যই কি সরযূতীরে অযোধ্যাবাসীরা 'হা রাম ! হা রাম !' ক'রে কাঁ'দ্‌ছে ?—সত্যই কি সিংহদ্বারে

ভেঙে প'ড়ে আমার পথ বন্ধ ক'রেছে ? সুমিত্রে ! বল্ না, সত্যই কি আমার প্রাণধন রাম আমায় ছেড়ে গেছে ?

রাম। না মা, এই যে আমি তোমায় ধ'রে আছি !

কৌশ। কে বাবা? দেখি, তোমার চাঁদমুখ খানি ভাল ক'রে দেখি !—আবার একবার ভাল ক'রে মা ব'লে ডাক, নৈলে যে আমার বিশ্বাস হয় না !—রামরে, তুই আ'জ্ এমন কথা কেন ব'ল্লি বাবা ? (উত্থানপূর্ব্বক মুখচুম্বন) বাপ্‌রে ! তুই যে আমার অনেক যত্নের ধন—অন্ধের নয়ন! আমি কত ব্রত, কত শিবপূজা, কত যাগযজ্ঞ, কত কঠোর ক'রে তোরে পেয়েছি !

রাম। মা, একটু স্থির হ'ন্, অত কাতর হবেন না।

কৌশ। বাবা, আমি আর কিসে স্থির হব? আমি রাজ-রাণী হ'য়েও সতিনীর যন্ত্রণায় চিরকাল দগ্ধ হ'য়েছি ; কেবল তোমার মুখচন্দ্র দেখেই আমার সকল জ্বালা নিবারণ হ'য়েছিল। আমি মনে মনে ভা'ব্‌তেম, রাম হ'তে আমার অতঃপরও সুখ হবে; কিন্তু দুখিনীর সে আশা-গাছটী ফ'ল্‌তে না ফ'ল্‌তেই হিংসা-কীটে নষ্ট ক'রে ফেল্লে ! আমি তো কখনো কারো মন্দ করিনি, তবে কেন আমার ভাল তাদের প্রাণে সইল না ? হা দারুণ বিধি ! তোমার মনে কি এই ছিল ?—আমায় সার ধন দিয়েও ভোগে বঞ্চিৎ ক'ল্লে !—কিন্তু বিধির দোষ কি ? আমারি কর্ম্ম-দোষ ! পূর্ব্বজন্মে কত পাপ ক'রেছি—কত লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছি—কত গাভীকে বৎসহারা ক'রেছি, সেই পাপেই বিধাতা কপালে এই শাস্তি লিখে দেছেন !—রামরে ! অভাগিনীর

পেটে জ'ন্মেছ ব'লে, তুমিও সুখী হ'তে পা'ল্লে না! তুমি কেন এ পাপিনীর গর্ভে জন্মালে! তুমি যদি কৈকেয়ীর সন্তান হ'তে, তা হ'লে কি রাজা তোমারে এমন ক'রে রাজত্বে বঞ্চিৎ ক'ত্তে পা'ত্তেন?

লক্ষ্ম। দাদা! বড় মার এ দুঃখ আর দেখা যায় না! সর্ব্বগুণাকর জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ রাজা হয়, কোনো কালে কোনো দেশে এরূপ কখনো শুনা যায় নি—এমন অবিচার কারো প্রাণে কখনই সহ্য হয় না। পিতা বৃদ্ধদশায় বিমাতার নিতান্ত বশীভূত হ'য়ে হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হ'য়েছেন! তাঁ হ'তে আর রাজকর্ম্ম রক্ষা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই; তা ব'লে কি আপনি হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেল্‌বেন? যখন অধিবাস হ'য়েছে, তখন এ রাজ্য তো আপনারি হ'য়েছে। সুতরাং আপনার রাজ্য থেকে আপনাকে বহিষ্কৃত করে, কার সাধ্য? রাম বিদ্যমানে অযোধ্যার যৌবরাজ্যে যে অন্যে অভিষিক্ত হবে, এ তো লক্ষ্মণ বেঁচে থা'ক্তে দেখ্‌তে পা'র্ব্বেনা।—এই যে সালগাছের ন্যায় সুদৃঢ় ও সরল দুটী বাহু, একি কেবল ভোজন-গ্রাস মুখে তুল্‌তেই ধারণ করি? এই যে শত্রুসংহারক শরকার্ম্মুক—এই যে মর্ম্মভেদী অসি, একি কেবল দৃশ্যশোভার জন্যই ব'য়ে বেড়াই? আমি দর্প ক'রে ব'ল্‌তে পারি, ক্ষত্র-সহায় এ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আমার কাছে থা'ক্তে দিক্‌পাল বৈরী হ'লেও আমি গ্রাহ্য করি না! আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, রাজ্যমধ্যে এই ঘৃণিত হিংসা-মূলক বরপ্রাপ্তির কথা প্রচার না হ'তে হ'তেই, আমি রাজ্য স্ববশে এনে দিই! আর আমাকেই বা বশ ক'র্ত্তে হবে কেন?

সমস্ত প্রজাবর্গের মধ্যে কি ধনী, কি মধ্যবিধ, কি দরিদ্র, এমন লোক কেউ নাই, যে আপনার গুণে বশীভূত না আছে! তবু যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেউ এসে প্রতিবাদী হয়, তবে দেখবেন, ধর্ম্মের প্রসাদে আর আপনার আশীর্ব্বাদে, আমি অল্প কালের মধ্যেই আপনাকে সসাগরা ধরামণ্ডল শাসিত করে দিতে পা'র্ব্বো!

কৌশ। (সহর্ষে) বাছা লক্ষ্মণ! তোমায় আর কি ব'লবো; আমার মাথায় যত চুল, তোমার তত পরমায়ু হ'ক্! তোমার মা ধন্য এমন সন্তানকে গর্ভে স্থান দিয়েছে! বাছা, তোর কথা শুনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হ'লো —তুই আমার জ্বলন্ত আগুনে জল দিলি—তুই দিশেহারা পথিককে পথ দেখালি! এখন এইটী কর্, যাতে আমার রাম বনে না যায়! লক্ষ্মণ রে, রামনিধি হারা হ'য়ে আমি আর কি নিয়ে ঘরে থা'ক্‌বো? আমি আর কার্ মুখ দেখে প্রাণ ধারণ ক'র্ব্বো? আমার আর এ ঐশ্বর্য্যেই বা কাজ কি?

রাম। (লক্ষ্মণেরপ্রতি) ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার দক্ষিণ বাহু! তুমি যে আমাকে আপনার প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাস— গুরুদেবের ন্যায় মান্য কর, তা আমি বিলক্ষণ জানি; তোমার বল, বিক্রম, সাহস যে অতুল্য, তাও আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি; আর মা যে অপার দুঃখসাগরে মগ্না হবেন, তাও আমি দেখ্‌তে পা'চ্ছি, কিন্তু কি করি, উপায় নাই! পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বিমাতার নিকট বনগমনে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি। এখন বল দেখি ভাই, অচিরস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর রাজ্য-ভোগ-লালসায় সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে অকীর্ত্তি ও

অধর্ম্মভাজন হওয়া এবং পিতাকে সত্যচ্যুত, সুতরাং স্বর্গচ্যুত করা কি উচিত ? ভাই, তুমি ধর্ম্মবর্জ্জিত পথ আশ্রয় ক'রে এখন আমাকে যে যে কথা ব'ল্লে—অকারণ কোপ বশতঃ লঘুচেতার ন্যায় পরমারাধ্য পিতার প্রতি যে সকল অবক্তব্য ভৎর্সনাবাক্য উচ্চারণ ক'র্ল্লে, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না—এ কথা মনে ক'র্ল্লেও পাপ! যে পিতা হ'তে জন্ম, বৃদ্ধি, সুখ, স্বস্তি, মান, যশ, বিদ্যা, ধর্ম্ম, সকলি; সেই পিতার অপরিশোধ্য ঋণ কি তুচ্ছ বনগমন দ্বারাই পরিশোধ হ'তে পারে ? ভাই! ভেবে দেখ দেখি, সেই পিতার সত্যপালন কি পরম ভাগ্য নয় ? আমার আ'জ্ সেই সৌভাগ্য উদয় হ'য়েছে ; তাতে আবার শোক ক'র্চ্ছো কি ?

লক্ষ্ম। তা সত্য, কিন্তু তা ব'লে আপনাকে বনে পাঠানো কি তাঁর উচিত ?

রাম। তিনি কি ক'র্ব্বেন ভাই ? তিনি কি আমায় আপন ইচ্ছায় বনে পাঠা'চ্ছেন ? কেশরী যেমন ব্যাধের কৌশলজালে বদ্ধ হ'য়ে শক্তি সত্ত্বেও নিঃশক্তি—ইচ্ছা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হয়, পিতা আমার সেই রূপে নিরুপায় হ'য়েছেন! আমি তোমাকে নিশ্চিত ব'ল্‌ছি, পিতার কোনো দোষ নাই, বরং এই আশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল হ'চ্ছে, পাছে মনস্তাপে, পুত্রশোকে, কি কলঙ্কভয়ে আমার কীর্ত্তিকুশল পিতার কোনো দৈহিক অমঙ্গল ঘটনা হয়! অতএব ভাই লক্ষ্মণ! তুমি ক্ষত্রিয়সুলভ অনর্থকারী উগ্রভাব পরিত্যাগ ক'রে, শোকশর-বিদ্ধ ভগ্নচিত্ত পিতার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও,

আমি তোমার হাতে বৃদ্ধ পিতা ও শোকাতুরা জননীকে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বনে চ'ল্লেম!

কৌশ। (সরোদনে) রাম রে! বনের কথা আর মুখে আনিস্‌নে। আমি তোরে ছেড়ে কখনই থা'ক্তে পা'র্ব্বো না! আমি তোর মুখ খানি যে দিন না দেখি, সে দিন আমার দিন গেল, কি রা'ত্ গেল, তা যে আমি বুঝ্‌তে পারিনে! তুমি কখন্ এসে মা ব'লে ডা'ক্‌বে ব'লে আমি যে সারাদিন কান পেতে থাকি! তোমায় কেউ ভাল ব'ল্লে আমি যে আকাশের চাঁদ হাতে পাই! তুমি যে কদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিছ্‌লে, আমি যে সে কদিন ভাল ক'রে কারো পানে চেয়ে দেখিনি!—হায়! যারে পলকে হারাই, আমি কেমন ক'রে পাষাণ দে বুক বেঁধে চ'দ্দো বছর তার চাঁদ মুখ না দেখে প্রাণ ধ'রে থা'ক্‌বো? আমি কি তোমা হেন পুত্র পেটে ধ'রেও চির-দুঃখিনী হব? বিমাতার মনোরথ পূর্ণ ক'রে আপনার মাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে যাওয়া কি তোমার উচিত? আর রাজা ব'লেছেন ব'লে, মায়ের অপঘাত মরণের চেয়ে সেই-টীই কি তোমার বড় হ'লো? তিনিই তোমার গুরু লোক, আমি কি কেউ নই রে রাম? আমি যে দশমাস দশদিন এত যাতনা সৈলেম—এত দুঃখে এত যত্নে তোমায় মানুষ ক'ল্লেম—বুকের উপর রেখে তোমার আধ আধ কথা শুনে সকল দুঃখ ভুলে যেতেম—তুমি হা'স্‌লে হা'স্‌তেম, কাঁ'দ্‌লে ব্যস্ত হ'তেম—তোমার অসুখ হ'লে দেবতার কাছে বুক চিরে রক্ত দিতেম, মহারাজ তো এ সব করেন নি! তবে ভেবে দেখ দেখি, তোমার পক্ষে আমি বড় কি তিনি বড়?

তিনি তোমাকে বনে যেতে ব'লেছেন, কিন্তু আমি তোমাকে ঘরে থা'ক্তে ব'ল্‌ছি! তুমি জ্ঞানবান্ হ'য়ে কিরূপে মার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে বনে যাবে বল দেখি ?

রাম। মা! এখন আপনার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হ'য়েছে ব'লেই আপনি এমন কথা ব'ল্‌ছেন। নৈলে যিনি আমাকে বাল্যাবধি উপদেশ দিয়েছেন, যে, পিতার আজ্ঞা অবিচার্য্যরূপে পালন করাই সুপুত্রের কাজ, তিনি আ'জ্ এমন কথা মুখে আ'ন্‌বেন কেন? আপনি এই অনর্থ শোকবেগ সংবরণ ক'রে সুস্থির হ'ন্; সুস্থির হ'লেই এমন আজ্ঞা ক'র্ত্তে আপনার কদাচ প্রবৃত্তি হবে না! মা! তুমি তো জান, পিতা-মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে পতিত হওয়া, আর কুলগৌরবকে কলুষিত করা, রঘুবংশীয়ের কর্ম্ম নয়! তাতে তো পিতা অভেদ্য সত্য পাশে বদ্ধ হ'য়েছেন! তা তিনি আজ্ঞা করুন, বা নাই করুন, একথা শ্রবণমাত্রই আমাকে বনবাসব্রত গ্রহণ ক'রে পিতাকে সত্য-মুক্ত করা উচিত। মা! শাস্ত্র আর ধর্ম্ম-নীতি, আপনার অগোচর কিছুই নাই, তবে কেন আর আর স্ত্রীলোকের ন্যায় আপনার আ'জ্ মোহ হ'চ্ছে—তবে কেন সামান্য বাৎসল্যস্নেহের বশে, ধর্ম্মের সুন্দর মুর্ত্তিখানি না দেখে, অত্যল্পকালস্থায়ী পুত্রবিচ্ছেদের ভয়ানক আকার কল্পনা ক'রে আপনার মন এত অভিভূত হ'চ্ছে? আপনি সুস্থির না হ'লে তো সকল দিক্ নষ্ট হয়।

কৌশ। রাম রে! আর বলিস্‌নে, আর বলিস্‌নে, আমার বুক ফেটে যায়! তুমি যত হিত কথা বুঝালে, আমি সব জানি; কিন্তু আমার প্রাণ বুঝে না!—যদি তোরে

একান্তই বনে যেতে হয়, তবে চল আমিও যাব—আমার আর রাজভবনে সাধ কি?—রাম! তুমি অনাথের মত বনে বনে বেড়াবে, গাছের তলায় পাতা পেতে শুয়ে থা'ক্‌বে, কটু কষায় ফল মুল খেয়ে দিন কাটাবে, আর আমি এখানে মণিমন্দিরে সোনার খাটে সুখে নিদ্রা যাব, ক্ষীর সর মিষ্টান্ন দে পোড়া উদরের সেবা ক'র্ব্বো! এও কি হয়?—এও কি মায়ের প্রাণে সয় রে রাম? হায়! আমার বড় আশা ছিল, রাজার মা হ'য়ে আর রাজরাণীর শাশুড়ী হ'য়ে ইহজন্মের সকল সুখভোগ ক'র্ব্বো! কিন্তু লোকের বাদে যদি সে সাধেই বিষাদ হ'লো, তবে চল্, ঘরে আগুন দিয়ে, ঘরের লক্ষ্মী মা জানকীকে সঙ্গে নিয়ে, এ রাজ্য ছেড়ে যাই—চল্ সেই দেশে যাই, যে দেশের ভাগ্যবতী অবলাজাতি সতিনের জ্বালা জানে না! আমি তোমার রাজ্য কামনা তো আর করিনে—ভরত সচ্ছন্দে রাজা হ'ক্, আমার তাতে কোনো ক্ষোভ নেই—কেবল দিনান্তে তোমার বিধুমুখে এক এক বার "মা" বাক্য শুন্তে পেলেই আমি ত্রিভুবনের রাজত্ব পাব—তুমি আমায় কুঁড়ে ঘরে রেখে ভিক্ষা ক'রে এনে দিও, আমি তোমার আর সীতার চন্দ্র-মুখ দেখে তাকেই অমৃতভোজন জ্ঞান ক'র্ব্বো!

রাম। মা! আপনি তো সব বুঝ্‌তে পারেন, তবে কেন, যা না হবার, সেই কথা তুলে আরো শোক বাড়া'চ্ছেন! আপনার সঙ্গে বনে যাওয়া, সে তো আমার স্বর্গবাস! কিন্তু পিতার অনুমতি না হ'লে আমি আপনাকে কিরূপে ল'য়ে যাই—আপনিই বা কেমন ক'রে যেতে পারেন? তিনি

আপনার এবং আমার উভয়েরি কর্ত্তা। স্ত্রীলোকের পতিই যে মহা গুরু—পতির অনুমতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের যে কোনো কর্ম্মে অধিকার নাই, তা আমি আর আপনাকে কি ব'লে দিব? আমি আপনার মুখেই শুনেছি, যে, সংসারের সকল ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পতিসেবাই অবলা জনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অতএব আপনি এখন আমার শোকার্ত্ত বৃদ্ধপিতার শুশ্রূষা ত্যাগ ক'রে বনে গেলে, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ হয় কিনা আপনিই কেন ভেবে দেখুন না?

কৌশ। বাবা রাম! আমায় সত্য ক'রে বল, তুমি কোন্ মহাপুরুষ কার শাপে পৃথিবীতে এসে আমায় মা ব'লেছ? তুমি যখন এই সকল জ্ঞানের কথা কও, তখন তুমি যে এ অভাগিনীর সন্তান, তা আমি ভুলে যাই; তখন তোমার মুখারবিন্দের একটী আশ্চর্য্য শোভা দেখে মনে হয়, দেব-লোক হ'তে কোনো দেবতা বুঝি আমায় ছ'ল্‌তে এসেছেন! বাছা, আমি শত পাপের ঘোর পাপিনী হ'য়েও তোমাকে গর্ভে ধ'রে ধন্য হ'য়েছি! এই বয়সে তোমার ধর্ম্মজ্ঞান দেখে আর হিতকথা শুনে আমি হতবুদ্ধি হ'য়েছি। মা হ'য়ে এমন সন্তানকে বনে দিয়েও কি কেউ থা'ক্তে পারে? রাম রে! বল্ দেখি, তোর মাকে মা ব'ল্‌তে তোর দোসর কি আর কেউ আছে রে রাম?

রাম। কি ক'র্ব্বে মা? দৈবনির্ব্বন্ধন কেউ খণ্ডা'তে পারে না! ধর্ম্মের জন্য সব সৈতে হয়—মায়া মোহ সব ভুল্‌তে হয়! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি ধর্ম্মবল সহায় ক'রে চতুর্দ্দশ বর্ষ চতুর্দ্দশ দণ্ডের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে আসি!

কৌশ। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক করযোড়ে) হা! দেবি ভগবতি! তোমার মনে কি এই ছিল মা?—হে মা মঙ্গলচণ্ডি! আমার রাম রাজা হবে ব'লে আমি তোমার পূজা দিলেম—এখনো তোমার ঘটস্থাপন র'য়েছে—তার ফল কি এই হ'লো মা? কোথায় রাজ্য, কোথায় বন!—(রোদন)

(সুমিত্রা ও চিত্রার রোদন)

রাম। মা, ক্ষান্ত হও!—কি করি?—পিতৃ-সত্য!—যেতেই হবে!—(কৌশল্যা কর্ত্তৃক রামকে ক্রোড়ে ধারণ ও মুখচুম্বন) মা! আমাকে আর একটী ভিক্ষা দিতে হবে; আমার দিব্য লাগে, আমি বনে গেলে পিতাকে কোনো নিষ্ঠুর বাক্য ব'লো না—তাঁর সাক্ষাতে রোদন ক'রো না—কাতরও হ'য়োনা; তা হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মঘাতী হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বেন!—বিমাতা কৈকেয়ীর সহিতও কোনো বিবাদ বা অকৌশল ক'রো না। ইটী নিশ্চিত জা'ন্‌বেন, আমার বনবাস তাঁর দোষেও নয়—কারো দোষেও নয়; ইটী নিতান্ত নির্ব্বন্ধের কর্ম্ম! দেখুন না কেন, যিনি চিরদিন আমাকে ভরতের অপেক্ষাও স্নেহ মমতা ক'র্ত্তেন—যিনি কখনো স্বপ্নেও আমার অমঙ্গল চিন্তা করেন নাই—যিনি আমার সুখ্যাতি কি সৌভাগ্য সংবাদে কতই আনন্দিতা হ'তেন, ভবিতব্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম ভিন্ন, সেই রামবৎসলা কৈকেয়ীর মনে কি হঠাৎ এমন অসৎপ্রবৃত্তির উদয় হ'তে পারে? অতএব নিবেদন, আমার অনুরোধেও তাঁকে আর ভরতকে পূর্ব্বের মত স্নেহদৃষ্টিতে দেখ্‌বেন।

(রাম ও লক্ষ্মণ ভিন্ন সকলের রোদন)

লক্ষ্ম। আর্য্য! মাকে যেন প্রবোধ দিয়ে চ'ল্লেন, কিন্তু আমিতো স্ত্রীলোকে নই—আমার তো গৃহে থা'ক্‌বার কোনো হেতু নাই—আমি তো আপনাকে ছেড়ে ইন্দ্রালয়েও থা'ক্তে পারিনে! অতএব অনুমতি করুন, চিরসহচর সঙ্গে যা'ক্— চিরকিঙ্কর বন্য ফলমূলাদি আহরণ করুক—চির-সেবক বনমধ্যেও পাদপদ্মের সেবা ক'রে জন্ম সফল করুক!

রাম। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ রে! এস, একবার আলিঙ্গন করি! (আলিঙ্গন) ভাই! তোমার গুণের কথা জন্ম জন্মান্তরেও ভুল্‌তে পা'র্ব্বো না! কিন্তু ভাই! বনে বড় কষ্ট; কেমন ক'রে আমার ছোট মার অঞ্চলের ধনকে বনচরের সহচর ক'রে রা'খ্‌বো?—বিশেষতঃ যদি তুমি আমি উভয়েই দূরগামী হই, তবে আমাদের শোকান্ধ স্থবির পিতামাতার দশা কি হবে? কে আর তাঁদের দেখ্‌বে—কেই বা তাঁদের সান্ত্বনার স্থল হবে?—ভরতও অযোধ্যায় নাই—সুতরাং কেই বা শত্রুহস্তে রাজ্য, আর প্রজা মধ্যে শান্তি রক্ষা ক'র্ব্বে? তাই বলি ভাই! আমার সঙ্গে দুষ্কর পর্য্যটনব্রত গ্রহণ না ক'রে গৃহে থেকে ঐ সকল মহদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

লক্ষ্ম। আপনি আমার মন জেনেও এরূপ আদেশ ক'র্চ্ছেন, সে কেবল আমারি দুরদৃষ্ট! আপনার চরণদর্শন ব্যতীত আমার জীবনের অন্য আকাঙ্ক্ষা কি? সুতরাং যে যে কার্য্যের অনুরোধে আমায় অযোধ্যায় থা'ক্তে ব'ল্‌ছেন, তার একটীও আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌বে না, কিন্তু অন্যের দ্বারা

অতি সহজেই হবে! মধ্যম দাদাকে আ'ন্তে দ্রুতগামী অশ্বারোহীগণ অদ্যই নন্দীগ্রামে যাবে, কি হয়তো এতক্ষণে গিয়েছে! তিনি এলেন ব'লে! যদিও তাঁর আ'স্‌তে বিলম্ব হয়, তবু সুমন্ত্র প্রভৃতি আটজন মন্ত্রী এবং সেনাপতি বীরেন্দ্র সিংহ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ রাজ্যের চিন্তা কি? আর রাজ্যের বিপদ হ'লেই বা আমার কি?—যারা রাজ্যের দাস, তারাই রাজ্য রক্ষা করুক! আমি যাঁর দাস, তাঁর অনুসরণ ভিন্ন আমার তো আর কিছুতেই প্রবৃত্তি হবে না!

সুমি। (সহর্ষে শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক) লক্ষ্মণ রে! আ'জ্ ধন্য হ'লেম! তোর চাঁদ মুখে আ'জ্ যথার্থ অমৃত বৃষ্টি হ'লো! এই চাঁদ মুখ দেখ্‌তে না পেয়ে প্রাণে মরি, সেও ভাল; তবু তুই রামের সঙ্গে গেলে আমার যে সুখ হয়, দিগ্বিজয় ক'রে কুবেরের ধন এনে দিলেও আমার তত আহ্লাদ হবে না—আমি অনুমতি ক'চ্ছি, তুমি সচ্ছন্দে এসো গে!

রাম। যদি জননীরও মত হ'লো, তবে ভাই চল! তুমি আজন্ম আমার সুখের সুখী—দুঃখের দুঃখী; তুমি যে থা'ক্তে পা'র্ব্বেনা তাও জানি!—

[সুমন্ত্রের প্রবেশ]

সুমন্ত্র! তুমি যে পিতাকে ছেড়ে এলে?

সুম। তিনি আপনাকে দেখ্‌বার জন্য অত্যন্ত কাতর, এই জন্যই আমি এলেম।

রাম। সুমন্ত্র! আমি এলে পিতা কি ব'ল্লেন? এখন তিনি কোথায়? কি কর্চ্ছেন?

সুম। রাজপুত্র! আপনি চলে এলে ক্ষণবিলম্বে রাজার চৈতন্য হ'লো! চৈতন্য পেয়ে আপনার কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে'ন। মধ্যমা মহিষী আপনাকে যা যা ব'লেছেন, আমার মুখে সে সব শুন্তে পেয়ে একবারে যেন বিষাদহ্রদে মগ্ন হ'লেন—ঘৃণা আর কোপভরে তাঁর গৃহত্যাগ ক'রে উঠে এলেন। এখানেই আ'স্‌ছিলেন, কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত এসে শোকেতেই হ'ক্, কি লজ্জাতেই হ'ক্, প্রবেশ ক'র্ত্তে পা'ল্লে'ন না! ফিরে গিয়ে ছোট মার ঘরে শয়ন ক'রেছেন এবং কেবল হা হুতাশ ক'চ্চে্‌ন। কখনো ব'ল্‌ছেন "আমার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত রাজপরিচ্ছদ, সমস্ত সৈন্যসামন্ত শ্রীরামের সঙ্গে দাও—রাম যেন বনেই রাজত্ব ক'র্ত্তে পারে।" কখনো ব'ল্‌ছেন, "আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাব না, আত্ম-হত্যা ক'র্ব্বো!" আবার কখনো ব'ল্‌ছেন "আমি রামের সঙ্গে বনে যাব!"

রাম। ছোট মা! আপনি মাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ঘরে গিয়ে পিতাকে সান্ত্বনা করুন; দেখ্‌বেন যেন আপনারা কাতর হ'য়ে তাঁরে আরো কাতর ক'র্ব্বেন না! আমি লক্ষ্ম-ণের সঙ্গে একবার বৈদেহীকে ব'লে ক'য়ে, অতি শীঘ্র সেখানে গিয়ে আপনাদের চরণ দর্শন ক'র্ব্বো!

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী খট্—তাল কাওয়ালি।

হায় কি হইল, এই মনে ছিল, ওহে বিধি তোমারো।
কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে, আশালতা আমারো।

পলকে প্রলয়, হেন জ্ঞান হয়, নাহি হেরিলে যারে,
কেমনে সে ধনে, পাঠা'য়ে বনে, রব ভবনে আরো! ১।

কে আর যতনে, মধুর বচনে, ডাকিবে ব'লে মা মা,
তাপিত হৃদয়, হইবে শীতল, হেরে মুখ কাহারো! ২।

বাঁচিয়ে কি ফল, ভখিব গরল, অথবা অনলে পশি,
অথবা জীবনে, জীবন ত্যজিয়ে, জুড়াব জ্বালা এবারো! ৩।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সীতার গৃহ।

[সীতা, উর্ম্মিলা ও বাসন্তী উপস্থিতা]

সীতা। সখি বাসন্তি! আর্য্যপুত্রের বিলম্ব দেখে অস্থির হ'য়েছি। সুমন্ত্রের সঙ্গে যখন তিনি পিতার নিকট যা'ন্, তখন ব'লে গেলেন, অতি শীঘ্রই আ'স্‌বেন। এই জন্যে, সখি, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হ'য়ে গেলেই তোমাদের নিয়ে সেখান থেকে অত ত্রস্ত ঘরে এলেম! সে'ও তো অনেকক্ষণ হ'লো, তবু এখনো যে এলেন না?

বাস। তোমার ভাই সকলি বাড়াবাড়ি—সকলি তাড়াতাড়ি—এক তিল ছাড়াছাড়ি হ'লে রক্ষে নেই! এরেই বলে "পলকে হারা!" তুমি কি একেবারে আঁচলে বেঁধে রা'খ্‌তে চাও নাকি? আ'জ্ কত দেশের রাজা রাজড়া—কত ঋষি তপস্বী এসেছেন, হয় তো তাঁদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ক'চ্ছেন; সে সব ফেলে এসে কি কেবল তোমায় নিয়েই থা'ক্তে পারেন?

উর্ম্মি। কি রাজা হয় তো তাঁরে রাজনীতটীত গুলি শিকিয়ে দিচ্ছেন।

বাস। (সহাস্যে) তবে দেবী কৌশল্যারও উচিত হয়, এই বেলা আমাদের নতুন রাণীকে, রাণীর নীত গুনো শিকিয়ে দ্যান!

সীতা। সখি! তুমি পরিহাস ক'র্চ্চো, কিন্তু আমার প্রাণ যে-কেন এমন হ'চ্ছে তা কিছুই ভেবে পাইনে! মনে করি, শুভ দিনে মন্দের আশঙ্কাকে মনে স্থান দিব না, কিন্তু তবু যেন কুখানা এসে আপনা আপনি উদয় হ'চ্ছে—আমার ডা'ন্ চ'ক্ না'চ্ছে—ডা'ন্ অঙ্গ থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। সখি! এমন অমঙ্গলের লক্ষণ দেখেও কি আর স্থির থা'ক্তে পারি? কিন্তু করিই বা কি? প্রাণবল্লভের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি, কি লোক পাঠিয়ে জানি তিনি কোথায়?

বাস। জানকি! ঐ দেখ, তোমার সেই অন্তর্যামী অন্তর্বেদনা জা'ন্তে পেরেই যেন তা নিবারণ ক'র্ত্তে আ'স্‌ছেন—আর তোমাকে পদ্মপাতার জলের মতন টল টল ক'রে চঞ্চল হ'তে হবে-না! আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি—

[রাম, লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাজপুত্র! আপনি আ'স্‌তে গৌণ ক'রেছেন ব'লে আমার প্রিয়সখীর বড় ভাবনা হ'য়েছে!

রাম। (সীতার প্রতি সহাস্যে) কেন প্রিয়ে! হঠাৎ এত চিন্তার বিষয় কি?

সীতা। (সলজ্জভাবে) আর্য্যপুত্র! কা'ল্ মা ব'লে-ছিলে, সকাল বেলাই অভিষেক হবে। তবে এত বেলা হ'লো এখনো যে তার কিছুই দেখিনে? রাজছত্র, রাজদণ্ড,

রাজভূষা, রাজকিঙ্কর, কৈ কিছুই তো সঙ্গে নাই? রাজপুরে নৃত্যগীতাদির আমোদ কোলাহলও তো আর শুন্তে পাইনে!—প্রাণবল্লভ! আমায় সত্য বল, কেন আ'জ্ তোমার স্বাভাবিক প্রসন্ন ভাব আর সুমধুর সহজ হাসি দেখ্‌ছিনে?—কেন আ'জ্ কপট হাসিতে মনের বিষণ্ণ ভাব গোপন ক'চ্চো?

রাম। প্রিয়ে! যা সকলে জেনেছে, তা আর তোমার কাছে গোপন কি? তোমাকে ব'ল্‌তেইতো এসেছি। প্রিয়তমে! আর মিছে কেন আমার রাজ্যাভিষেকের আশা কর? বিমাতা কৈকেয়ীর প্রসাদে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি! পিতাকে সত্য নিয়মে বদ্ধ ক'রে তিনি যে বর পেয়েছেন, তাতে আমার পরিবর্ত্তে প্রিয় ভ্রাতা ভরতের হস্তে রাজ্যভার, আর আমার জন্য চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস, এই দুটী স্থির হ'য়েছে! সুতরাং এখন, প্রিয়ে! আমি আর অযোধ্যার রাজা না হ'য়ে, বিপিনরাজ্যের রাজা হ'তে চ'ল্লেম!—আর আমার রাজছত্র, রাজদণ্ড, রাজভূষার আবশ্যক কি? ছত্রচামরধারী কিঙ্করগণেই বা কাজ কি?——

মৃগরাজ-বিহারিত বিজন কানন,
হইল বিশাল রাজ্য আমার এখন;
গিরিগুহা, লতাকুঞ্জ, পত্রের কুটীর পুঞ্জ,
হবে প্রিয়ে রাজনিকেতন!১।

বনচর, নিশাচর, বিষধরগণ;
অনুচর, সহচর, আমার এখন।
তরু, লতা, বনস্পতি—প্রজাবর্গ স্থানে অথি,
ফলপুষ্প কর আহরণ!২।

পবন—চামরধারী; মেঘ—ছত্রধর;
তদুপরি চন্দ্রাতপ—বিচিত্র অম্বর;
কুঞ্জে কুঞ্জে শিলাতল, তরুমূলে বেদীস্থল,
সিংহাসন হইবে সুন্দর! ৩।

মধুর গায়ক—ভৃঙ্গ, বিহঙ্গমগণ;
নর্ত্তক হইবে প্রিয়ে, ময়ূর খঞ্জন;
শাখামৃগগণ সবে, রাজবিদূষক হবে;
প্রতিধ্বনি—অনুগত জন! ৪।

তটিনী নির্ঝরে পাব নির্ম্মল জীবন;
পানপাত্র—তরুপত্র, অঞ্জলিবন্ধন;
পদ্মপত্র সুবিমল, শৈবাল পল্লবদল,
কুশ তৃণ শয্যায় শয়ন! ৫।

কণ্ঠভূষা হবে, প্রিয়ে, বনপুষ্পহার;
লতাপাশে জটাবন্ধ—মুকুট মাথার;
মৃগচর্ম্ম বৃক্ষছাল, চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল,
ক্ষৌমবাস হইবে আমার! ৬॥

মৃগয়া ব্যসন, বৃত্তি; ধনু মাত্র ধন;
কীর্ত্তি মম নদনদী পর্ব্বত লঙ্ঘন;
সখা—ষড়্‌ ঋতু কাল; দশ দিক্‌ দ্বারপাল;
সভাপাল—স্বভাব সুজন! ৭।

বিবেক হইবে মন্ত্রী, অতি বিচক্ষণ—
সুবুদ্ধি সুশীল শান্ত প্রভুপরায়ণ!
ধৈর্য্যনামে মহাবীর—বিগ্রহ বিপদে স্থির—
সেনাপতি আমার এখন! ৮।

তথাপি সন্দেহ, প্রিয়ে! নহে নিবারণ—
পারে কিনা করিতে সে বিপক্ষ দলন?
জানকি-বিরহ-অরি, তার হাতে শঙ্কা করি,
বাঁচে কিনা আমার জীবন! ৯।

সীতা। হায়! আমার অমঙ্গল-চিহ্নদর্শনের ফল কি হাতে হাতেই ফ'লে উঠ্‌লো? হা ভাগ্য! এমন হরিষে বিষাদ হবে, তা স্বপ্নেও জানিনে!—হা নিদারুণ বিধি! তোমার বিচারে কি এই হ'লো?—তুমি পর্ব্বতকে রেণু আর সমুদ্রকে গোষ্পদ ক'র্ত্তে পার, তা কি আ'জ্ এই কৌশলে দেখিয়ে দিলে?—কোথায় রাজা; না, একবারে বনবাসী!—তা হ'ক্! তোমার মনে যা আছে তাই হ'ক্!—আমার তাতে ক্ষতি কি?—যদি আমি ভোগবিলাসিনী কি রাজ্যসুখের অনুরাগিণী হ'তেম, তবে বটে আমায় মনস্তাপ দিতে পা'র্ত্তে; কিন্তু এই দেখ, আমি যে সুখের ভিকারিণী, সেই সুখ ভোগ ক'র্ত্তে এখনি বনগামিনী হই!—কেবল এই ভিক্ষা দিও, যেন বনমধ্যে আর কোনো বিড়ম্বনা ক'রো না!

রাম। প্রিয়ে! সে কি? একবারে উন্মত্তা হ'লে না কি? তুমি বনে যাবে? বন যে কি ভয়ানক স্থান, তা কি জান না? আমার বর্ণনাতেও কি বুঝ্‌তে পা'র্লে না? না, জানকি! তাও কি হয়? তাও কি সম্ভবে? হিমলতা কি কখনো মরুক্ষেত্রে থা'ক্তে পারে? জলজ পুষ্প কি কখনো স্থলে রক্ষা পায়? পারিজাত কি কখনো নন্দনবন ব্যতীত অন্যত্র থাকে? অধিক ব'ল্‌বো কি, গৃহলক্ষ্মীকে কেউ কি গৃহের বাহিরে যেতে দেয়?

সীতা। কেন নাথ! তবে কি অঙ্কলক্ষ্মীকে কেউ পরি-ত্যাগ ক'রে যায়?

রাম। তা উচিত নয় বটে, কিন্তু প্রিয়তমে! সে কথা লোকালয় ভ্রমণ পক্ষে,—বনযাত্রায় নয়! বনে শত শত সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আছে—কত বিকটাকার নরদ্বেষী মাংসাশী রাক্ষসাদি বাস করে। তাদের ভীষণ মূর্ত্তি, করাল মুখব্যাদান, ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন, বিপরীত ক্রীড়া কৌতুক দেখে শুনে, ভয়েই তুমি বিহ্বলা হবে।

সীতা। কিন্তু আর্য্যপুত্র! তোমার বিচ্ছেদের চেয়ে তারা তো ভয়ানক নয়! তুমি যখন সঙ্গে, আর ধনুর্ব্বাণ যখন তোমার হাতে, তখন আর তাদের আমার ভয় কি? কিন্তু তোমা বিহনে রাজভবনেও আমার নিস্তার নাই—তাদের চেয়ে শত গুণে হিংস্রস্বভাব বিরহ এসে যখন আক্রমণ ক'র্ব্বে; তখন বল দেখি, প্রাণেশ্বর! কে তোমার জানকীর রক্ষাকর্ত্তা হবে?

রাম! প্রিয়ে! স্বধু তা ব'লেও নয়; অরণ্যে পদে পদে বিপদ—নিত্য নূতন ক্লেশ। কত দুরারোহ গিরি পর্ব্বত—কত মরীচিকাময়ী মরুভূমি অতিক্রম ক'র্ত্তে হয়; কত নদ নদী, যাতে কুম্ভীরাদি অসংখ্য জলজন্তু আছে, সে সকল হয়তো সন্তরণেই পার হ'তে হবে; কোথায় বা লতা বল্লরীতে পরি-পূর্ণ দুর্গম বন, কোথায় বা কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ; কোথায় বা কটু তিক্ত ফলমূল, কোথায় বা ফল-মূল-জল-শূন্য নীরস অরণ্য! কখনো পর্ব্বত-গহ্বরে, কখনো বৃক্ষমূলে, কখনো বা অনাবৃত প্রান্তরে পর্ণশয্যা, কুশশয্যা এবং ধূলিশয্যায় শয়ন

ক'র্ত্তে হবে ; বর্ষার ধারা, শীতের হিমানী, গ্রীষ্মের তাপ মস্তকেই ধারণ ক'র্ত্তে হবে; কখনো বা প্রতপ্ত বায়ুপ্রবাহে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হ'তে থা'ক্‌বে। প্রিয়ে ! তুমি রাজনন্দিনী, অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুলবধূ, চিরকাল যত্নে পালিতা, মূর্ত্তিময়ী শীলতা, বিশেষে নবযৌবনসম্পন্না—আ'জো কৌমারমাধুর্য্য তোমার চন্দ্রাননে বিরাজমান ; তুমি কি সেই ভীষণ বনবাসের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য ক'র্ত্তে পার ? সেই বন, সেই পর্ব্বত, সেই নদী, সেই প্রান্তর, সেই মরুদেশ কি তোমার মরালগতিবিশিষ্ট এই কোমল পদকমলের যোগ্য পথ ? না, সেই তৃণপর্ণরচিত কঠোর শয্যা, তোমার মলয়জ-সেবিত এই দেহের বিশ্রামযোগ্য স্থান ? এত দীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণ ক'র্ল্লে তোমার এই ত্রৈলোক্যমোহিনী কমনীয়া কান্তির সৌন্দর্য্যদীপ্তি কিছুমাত্র থা'ক্‌বে না , এবং চল চল হিল্লোল-বিশিষ্ট সরোবরের জল তুল্য তোমার যে এই সুমধুর লাবণ্য, তা দিনকরের প্রখর কিরণে শুষ্ক হ'য়ে যাবে, দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'তে থা'ক্‌বে।

বাস। (সরোদনে) সখি! রাজপুত্র যা ব'ল্‌ছেন তার একটীও মিছে নয়! বনের দুঃখ তোমায় সবে না—বনে গেলে তোমার প্রাণ বাঁ'চ্‌বে না ; যদিও বেঁচে এসো, এমন যে শ্রীছাঁদ, তা আর কিছুই থা'ক্‌বে না ! জানকি ! তোমার পায় ধরি, ও কথা আর ব'লো না !

সীতা। প্রিয়সখি ! তবে রূপই কি এত অমূল্য ধন ? প্রাণের চিন্তাই কি এত প্রতিবন্ধক ? যদি প্রাণ যায়, তবে ঘরে যাবে কেন ? তার চেয়ে, সখি, বনে গিয়ে প্রাণবল্লভের

মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর পদতলে যায় সে তো ভাল! কিন্তু প্রাণই বা যাবে কেন—কষ্টই বা হবে কেন? যদি আমার পতিপদে একান্ত মতি থাকে, তবে অন্যের পক্ষে দুঃখজনক সেই বন, আমার পক্ষে অবশ্যই সুখজনক হ'য়ে উঠ্‌বে! যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, যিনি আমার হৃদয়মন্দিরের একমাত্র দেবতা, আমি সেই জীবিতেশ্বরের সঙ্গিনী হ'য়েও কি সুখিনী হ'তে পা'র্ব্বো না? তিনি যে আমার ভ্রমণক্লেশ, শয়ন কষ্ট আর ক্ষুৎপিপাসা সহ্য হবে না ব'লে আমায় নিষেধ ক'র্চ্ছেন, সে কেবল প্রকারান্তরে আমাকে সুখবিলাসিনী ব'লে তিরস্কার করা বৈতো নয়! কিন্তু জগত সুদ্ধ লোক এখনি দেখ্‌তে পা'বে, সীতা সুখাসক্তা কি পতিপদানুরক্তা, সীতা ঐশ্বর্য্যের অভিলাষিণী কি পতিসঙ্গপ্রার্থিনী—সীতা বেশভূষাসজ্জাভিমানিনী কি পতিপ্রেমভিকারিণী?

বাস। (জনান্তিকে) সখি ঊর্ম্মিলে! জানকী আ'জ্ হ'লো কি? আ'জ্ যেন কেমন কেমন! আ'জ্ আর তেমন নরম সরম নেই! তার চ'ক্ মুখ দে যেন আগুন বেরুচ্ছে! হায়, সর্ব্বনাশী কৈকেয়ী কি সর্ব্বনাশই ঘটা'লে!—রাজপুত্রকে তো বনে পাঠা'লে, এমন লক্ষ্মীকেও বুঝি পাগল ক'রে তুল্লে!

ঊর্ম্মি। (জনান্তিকে) বিধাতার মনে যা ছিল, তাই হ'লো! (রোদন)

রাম। (সীতার করগ্রহণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও! তুমি যে একান্তই পতিপ্রাণা, তা আমি বিলক্ষণ জানি; কেবল বনবাসের দুঃসহ ক্লেশ চিন্তা ক'রেই তোমাকে নিষেধ

ক'র্চ্ছি। আর তুমি গেলে লোকে এই একটী মিথ্যা কলঙ্ক রটা'তে পারে, যে "রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়কেই বনবাস দিয়েছেন।" কিম্বা অন্য কোনো দোষ দিলেও দিতে পারে। বিশেষতঃ মা এখন বৃদ্ধা হ'য়েছেন, তাতে আবার আমার বিয়োগদুঃখে অত্যন্ত কাতরা থা'ক্‌বেন—প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণও আমার সঙ্গে বনে চ'ল্লেন—

বাস। (চীৎকারপূর্ব্বক) ওমা, কি হ'লো? ওমা, কি হ'লো? ঊর্ম্মিলা এমন হ'লো কেন? (ঊর্ম্মিলাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক) জানকি! ঊর্ম্মিলাকে দেখ, ঊর্ম্মিলা আড়ষ্ট হ'য়েছে!

সীতা। হা প্রাণের ভগ্নি! তুমি হুতাশেই দগ্ধ হ'লে! (জলদান প্রভৃতি শুশ্রূষা) সখি বাসন্তি! ঊর্ম্মিলাকে নিয়ে ওঘরে যাও। দেবর লক্ষ্মণ! তুমিও যাও।

[ঊর্ম্মিলাকে ধারণপূর্ব্বক বাসন্তী নিষ্ক্রান্তা]

রাম। আমি না বুঝে বড় মন্দ ক'রেছি। ভাই লক্ষ্মণ! বধূ ঊর্ম্মিলা দেবীকে যদি সান্ত্বনা ক'রে যেতে পার, তবেই তোমার যাওয়া হবে, নচেৎ নয়।

লক্ষ্ম। যে আজ্ঞা! সে জন্য চিন্তা কি? আমি এখনি সে বিষয় শেষ ক'রে আ'স্‌ছি!

[প্রস্থান।

সীতা। আর্য্যপুত্র! ঊর্ম্মিলা কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে সম্মত হবে? তবে যদি লক্ষ্মণ আমাদের সঙ্গে যাবে ব'লেই প্রবোধ পায়!

রাম। প্রিয়ে! এখনো "আমাদের?"—আমি তোমায় ব'ল্‌ছিলেম, মা এখন যেরূপ শোকাকুলা, তাতে তুমি কাছে না থা'ক্‌লে, তাঁকে সান্ত্বনা করে, এমন আর কে আছে? তাই বলি, প্রাণেশ্বরি! তুমি বনগমন-চিন্তা ত্যাগ কর। আমার শোকে পিতা জীবন্মৃত-প্রায় হ'য়েছেন; এ অবস্থায় আমার জীবিতেশ্বরীর গুণ দর্শনেও তাঁর তাপিত হৃদয় অনেক সুস্থ হ'তে পারে।

সীতা। (সরোদনে) আর্য্যপুত্র! তবে কি সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ ক'রে যাবে? হায়! তোমার চরণে আমি এমন কি অপরাধ ক'রেছি, যে, আমায় বার বার ছলনা ক'চ্চো?—আমার প্রাণ জেনেও মিথ্যা স্তোভবাক্যে বঞ্চনা ক'চ্চো! যদি পতির সঙ্গে গেলে নিন্দা হয়, তবে তো নাথ সকলি মিছে হয়! তবে কেন শাস্ত্রে বলে, অবলা জাতির পতি বৈ গতি নাই—পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের জীবনই বৃথা—পতিদর্শন কি পতির ধ্যান না ক'রে যে দিন যায়, পতিপ্রাণার পক্ষে সে দিন দিনই নয়—যে রমণী পতির প্রেম উদ্দেশে আপন সুখকে উৎসর্গ ক'রে দিতে না পারে, সে ইহকালেই কি, পরকালেই কি, রাজপুরেই কি, ইন্দ্রালয়েই কি, কোনো কালেই কোনো স্থলে সুখের লেশ মাত্রও পায় না। তার সেইরূপে সুখান্বেষণ, আর কুরঙ্গিণীর মরীচিকায় জলান্বেষণ দুটীই সমান। তবে কেন বলে, পতি রাজাই হ'ক্ আর ভিকারীই হ'ক্, কুরূপ হ'ক্ বা সুরূপ হ'ক্, পণ্ডিত হ'ক্ আর মূর্খই হ'ক্ গৃহী হ'ক্ বা বনচারীই হ'ক্, ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তিনী থাকাই সাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র

লক্ষণ। শাস্ত্রের উপদেশ যদি গ্রাহ্য হয়, তবে নাথ! বল দেখি, আমার কি আর গৃহে থাকা সাজে? কে না জানে, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী; তা যদি সেই অর্দ্ধ অঙ্গ ঘরে রেখে বনে যাও, তবে প্রাণনাথ! সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষা করা কৈ হ'লো? নিদেন এ ভেবেও আমাকে সঙ্গিনী করা উচিত!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাম। ভাই! সব মঙ্গল তো?

লক্ষ্ম। আজ্ঞা, হাঁ।

রাম। লক্ষ্মণ! এখন করি কি? জানকী যেরূপ কাতরা, তাতে রেখে যাওয়াও দায়, ল'য়ে যাওয়া আরো বিষম! একে বনবাস, তায় নারীসঙ্গ, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা; বিশেষতঃ তত দুঃখ কি প্রেয়সীর সহ্য হবে?

সীতা। প্রাণেশ্বর! তুমি কিছু ভেবো না; আমি অনায়াসে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে—তোমার পদাঙ্কমালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পদব্রজে গমন ক'র্ব্বো, আমার কোনো ক্লেশ হবে না; বরং সুখের একশেষ হবে! তুমি যেখানে, আমার স্বর্গও সেখানে!—তোমার মুখচন্দ্র দেখে আর সেই চন্দ্রের বচন-সুধা পান ক'রেও কি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা থা'ক্‌বে? এমন সজল জলধরের করুণাধারায় সতত স্নিগ্ধ হ'য়ে, আর এমন পদ্ম-পলাশ-নয়নের সুশীতল স্নেহদৃষ্টির অধীন থেকেও কি আমার পথশ্রান্তি দূর হবে না?—আমি তোমার কাছে থেকে, যদি কটু কষায় ফল মূল খেতে পাই, সে আমার রাজরাণীর ভোগ হ'তেও মিষ্ট হবে; গাছের ছালও বিচিত্র বসন হবে; কুশ-

তৃণও বিনোদশয্যা হবে; পত্রের কুটীরও মণিমন্দির হবে! কিন্তু তোমা ভিন্ন অমরাবতীর তুল্য এই শ্বশুরালয়, কি চন্দ্র-লোকের তুল্য সেই পিত্রালয়ও আমার যমালয়ের ন্যায় বোধ হবে! অন্যে যদি ইষ্টদেবীর মত মান্য ক'রে অমৃত ভোজন ক'র্ত্তে দেয়, সেও আমার বিষতুল্য অগ্রাহ্য! আমি তোমার বিরহ আর অপরের স্নেহ, এ দুটীকেই সমান ভেবে রেখেছি— তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেই প্রাণও আমার দেহকে ত্যাগ ক'রে যাবে! অতএব প্রাণবল্লভ! আমি কাতরে তোমার চরণে ধরি (চরণে পতিতা) অনুমতি কর, বনযাত্রায় প্রস্তুত হই!

রাম। প্রিয়ে! উঠ (হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন) আর তোমার এ দশা দেখ্‌তে পারিনে! যে দুঃখের জন্য বনে যেতে নিষেধ ক'র্চ্ছিলেম, যদি গৃহে থেকেই তদধিক দুঃখ হয়, তবে বনে যাওয়াই ভাল! চল, তোমাকেই কণ্ঠহার ক'রে বনে যাই, তার পর ভাগ্যে যা থাকে! তবে এখন প্রস্তুত হও —তোমার প্রিয়সখী ও প্রিয় ভগ্নীগণের নিকট বিদায় লও! তোমার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যা কিছু আছে, সে সব দান ধ্যান কর। হায়! রাজরাণী হবে ব'লে যে সকল শোভার সামগ্রী ধারণ ক'রেছিলে, এখন কেমন ক'রেই বা তা পরিত্যাগ ক'র্ত্তে বলি! কিন্তু দৈব প্রতিকূল হ'লে সকলি ক'র্ত্তে হয়—সকলি সৈতে হয়! (স্বগত) সেই দৈববিগ্রহ বশতঃই—

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী,
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥

(প্রকাশ্যে) যা'ক্ সে কথায় আর কাজ নাই ! ভাই লক্ষ্মণ ! তবে তুমিও ত্বরা ক'রে প্রস্তুত হও, আমাদের ধন সম্পত্তি যত আছে, ব্রাহ্মণ ও দীন দুঃখী অন্ধ আতুরকে সমুদয় অর্পণ কর। পথের সম্বল কিছুই আবশ্যক করে না, কেবল ধনুর্ব্বাণ আর গুরুজনের আশীর্ব্বাদ মাত্র সঙ্গে লও ! আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা নয় ; চল তিন জনে একত্র হ'য়ে, পিতৃমাতৃচরণে বিদায় ল'য়ে, অদ্যই প্রস্থান করি।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

[নগরবাসীদের উক্তি]

রাগিনী যোগীয়া—তাল ঢিমা তেতালা।

কি সাধে বিষাদ ঘটিল, হায় কি হইল!
অযোধ্যাজীবন রাম দেখ বিপিনে চলিল।
সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ, তেজিয়ে রাজভূষণ,
কটীতে চীর বসন, মস্তকে জটা বাঁধিল! ১।

জনক-রাজনন্দিনী, রূপে স্থিরা সৌদামিনী,
হইতে পতিসঙ্গিনী, সব সুখ তেয়াগিল।
রাজা রাণী কি পাষাণ, কেমনে ধরিয়ে প্রাণ,
এমন্ অমূল্য ধন, বনে বিসর্জ্জন দিল! ২।

মনের বাসনা যত, সমূলে হইল হত,
সুখরবি অস্তগত, দুখযামিনী আইল।
আর অযোধ্যানিবাসে, রহিব কি সুখ আশে,
এই সঙ্গে বনবাসে, যাই সবে চল চল! ৩।

পঞ্চম অঙ্ক।

কৌশল্যার গৃহ।

[রাজা দশরথ, কৌশল্যা ও সুমিত্রা অধোমুখে উপবিষ্ট]

সুমি। মহারাজ! রাত্রি অনেক হ'য়েছে, এখন শয়নে চলুন।

রাজা। চল—সেও যা, এও তা! (গাত্রোত্থান)

[সুমন্ত্রের প্রবেশ]

কৌশ। (সরোদনে উচ্চৈঃস্বরে) ওরে সুমন্ত্র! আমার রামকে কোথায় রেখে এলি? ওরে! কোন্ প্রাণে আমার জীবনধনকে বনে বিসর্জ্জন দিয়ে এলি? ওরে ক্ষুধা পেলে আমার সোনার বাছাদের কে খেতে দিচ্ছে? হায়! যে রাম লক্ষ্মণ রাজপুরীর বাহিরে একবার গেলেও কত হাতী ঘোড়া, লোকজন সঙ্গে যেতো—যাদের শতপূর ধবল শয্যায় শুয়েও নিদ্রা হ'তো না—যে চন্দ্রমুখী জানকী রাজার কন্যা, রাজার বধূ, সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী, কখনো রাজপথকে পা দিয়ে স্পর্শ করেনি; হায় রে! তারা কি এখন কাঙালের ছেলে মেয়ের মত পদব্রজে পথে পথে, বনে বনে বেড়া'চ্ছে? তারা কি গাছের তলায় ধূলিশয্যায় শয়ন ক'চ্ছে?

রাজা। (বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক) সুমন্ত্র! শীঘ্র বল,

আমার রামকে তুমি কোথায় রেখে এলে? তারা তোমায় কোথা হ'তে বিদায় দিলে? তারা কোন্ দিকে গেল? তারা কি কিছু ব'লে ক'য়ে দিয়েছে? তারা কি এ নিষ্ঠুর নরাধমকে আ'জ্ও পিতা ব'লে থাকে?—তারা আমায় কোনো কথা ব'লে না পাঠা'ক্, মন্দভাগ্যবতী কৌশল্যা ও শান্তবুদ্ধি সুমিত্রার প্রবোধের জন্যও কি কিছু ব'লে দেয় নাই? (উত্থান)

সুম। মহারাজ স্থির হ'য়ে বসুন, একে একে সকলি নিবেদন ক'র্চ্ছি।

রাজা। (বসিয়া) বল?

সুম। মহারাজ! তাঁরা আমাকে ভাগীরথীর তীর হ'তে বিদায় দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রয়াগের দিকে যেতে দেখে এসেছি। তাঁরা সকলেই সুস্থ শরীরে প্রশান্তমনে গমন ক'র্চ্ছেন, কেবল আপনাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যই উদ্বিগ্ন আছেন।

রাজা। না সুমন্ত্র! আমার রামের কথা অমন ক'রে ব'ল্লে হবে না—যখন রাম আমাকে মধুমাখা প্রবোধ বাক্যে বুঝিয়ে গেল, সেই অবধি যা যা হ'য়েছে, সব বল। যাত্রাকালে অযোধ্যাবাসীরা কি ব'ল্লে, আর প্রিয়ম্বদ পুত্রই বা তাদের কি ব'লে প্রবোধ দিয়ে কোথায় গেলেন, তার আদ্যোপান্ত সব বল।

সুম। মহারাজ! সে দারুণ শোকের কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? তখনকার সে ব্যাপার মনে হ'লে, হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়! রাজপুত্র রাজপথে প্রবেশমাত্র, চতুর্দ্দিকে যে প্রকার হাহাকার—যে প্রকার শোকধ্বনি উঠ্‌লো, তেমন

আর কখনো শ্রবণগোচর হয় নি। বোধ হ'লো, যেন প্রলয়-কালের জলনিধি উথ্‌লে উঠ্‌ছে, কি দাবদগ্ধ অরণ্যচারীরা ঘোর শব্দে আর্ত্তনাদ ক'র্চ্ছে! কি রাজপথে, কি সৌধোপরি, কি বহির্দ্বারে, কি বাতায়নে, সর্ব্বস্থান একবারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় পূর্ণ হ'য়ে গেল। সকলের মুখেই কেবল হা হতোস্মি! হায় কি সর্ব্বনাশ! হায় কি বিপদ! হা কৈকেয়ি! তোমায় ধিক্! হা রাজন্! তোমায়—

রাজা। সুমন্ত্র! বল বল—এক বর্ণও পরিত্যাগ ক'রো না। (উত্থান)

সুম। মহারাজ! কেউ বলে, "হা কৈকেয়ি! তোমায় ধিক্!" কেউ বলে, "হা রাজন্! তোমায় ধিক্!" কেউ বলে, "আমাদের জীবনে ধিক্—যে এমন স্ত্রৈণ রাজার রাজ্যে আমরা বাস ক'র্চ্ছি!" আবার গবাক্ষস্থিতা কুলকামিনীগণ বাষ্পগদ্গদ স্বরে ব'ল্‌তে লা'গ্‌লো, "হায়! কোথায় আ'জ্ আমরা অভিষেকার্থ গমনশীল যুবরাজ রামচন্দ্র ও যুবতীশ্রেষ্ঠা সীতার শ্রীঅঙ্গে বাতায়ন হ'তে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ ক'র্ব্বো, না তাঁদের বনযাত্রা দেখে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে হ'লো!" নাগরিকেরা স্ত্রী পুরুষে এইরূপে শোকে ও ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে, মহারাজকে কতই তিরস্কার—কতই নিন্দাপূর্ব্বক বিলাপ ক'র্ত্তে লা'গ্‌লো। কতকগুলি লোকের কথায় এবং আচরণে বিদ্রোহের লক্ষণও দেখা গেল!

রাজা। (শ্রান্তভাবে বসিয়া) আঃ! তা হ'লেই আমার পাপের উচিত শাস্তি হ'তো!—হা পুরবাসিগণ! কেন তোমরা আমার প্রাণদণ্ড ক'র্লে না?

সুম। মহারাজ! তখন ক্ষমাবান গুণাকর রামচন্দ্র অতি গম্ভীর ভাবে সদর্থযুক্ত মিষ্ট ভৎ´সনায় তাদের সান্ত্বনা ক’র্ল্লে´ন; কিন্তু নগরসুদ্ধ সমস্ত লোক তাঁর অনুযাত্রী হ’তে উদ্যত হ’লো—সকলের মুখেই এই কথা, যে, রাজপুত্র যে বনে যাবেন, আমরাও সেই বনে গিয়ে বাস ক’র্ব্বো। তা হ’লে সেই বন তখন মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী হবে, আর এই অযোধ্যাপুরী লোকাভাবে ঘোর বন হ’য়ে উঠ্‌বে—তা হ’লে রামের বনবাস না হ’য়ে কৈকেয়ী আর ভরতের বনবাস হবে।” এই কথায় একবাক্য হ’য়ে সমুদয় প্রজা ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমাদের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ “হা রাম! কোথায় যাও? আমরা তোমা ভিন্ন এই ধর্ম্মশূন্য কোশল রাজ্যে আর থা’ক্তে পা’র্ব্বো না; আমাদের পরিত্যাগ ক’রে যেওনা” ব’লে চীৎকারস্বরে ডা’ক্‌তে লা’গ্‌লেন। তখন সর্ব্ব-সুহৃদ্ প্রজাবৎসল রামচন্দ্র কি করেন? রথ হ’তে অবতরণ ক’রে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে তমসা নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত গমন ক’র্ল্লে´ন। সেখানে রজনী উপস্থিত। যথাকথঞ্চিৎ আহারের পর, লক্ষ্মণ ও আমি, শ্রীরাম ও সীতার জন্য কুশ-শয্যা প্রস্তুত ক’রে দিলেম; তাঁরা শয়ন ক’র্ল্লে´ন। পৌরজনেরা যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সেই ত্রিযামাকালে যুবরাজ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে ব’ল্লেন “সুমন্ত্র! এঁদের হাত এড়াবার এই সময়; শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর।” আমি ত্বরায় অশ্ব যোজনা ক’র্ল্লে´ম; অশ্ব যোজিত হ’লে তাঁর তিনজনে রথারোহণ ক’র্ল্লে´ন। প্রজাগণের বিভ্রম জন্মাবার আশায়, অযোধ্যাভিমুখে

কিয়দ্দূর রথচক্রের চিহ্ন রেখে আমরা কৌশলে পলায়ন ক'ল্লেম।

রাজা। (উঠিয়া) হা প্রজাগণ! তোমরা বঞ্চিত্ হ'লে! কেন তোমরা এত দূর গিয়েও নিদ্রিত হ'লে? (উপবেশন) সুমন্ত্র! তার পর?

সুম। তার পর, আমরা তমসা নদী পার হ'লেম; পার হ'য়ে কণ্টকাদিহীন এক প্রশস্ত পথ পেলেম। তার উভয় পার্শ্বে হলকর্ষিত ক্ষেত্র ও উদ্যানপরিবৃত বহু বহু জনপদ আছে। কোথায় বা বিচিত্র ফল-পুষ্প-শোভিত বিবিধ বন দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোশল রাজ্যের সীমা এবং দেবশ্রুতি, গোমতী প্রভৃতি নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে পবিত্র ভাগীরথীকূলে উপনীত হ'লেম। সেখানে রামচন্দ্রের পরম মিত্র গুহরাজ সপরিজনে এসে আমাদের যথোচিত সৎকার সম্ভাষণ ক'ল্লেন। কিন্তু আমাদের আগমন-কারণ জ্ঞাত হ'য়ে, একেবারে বিস্ময় ও শোকে আচ্ছন্নপ্রায় কতই বিলাপ ক'র্ত্তে লা'গ্‌লেন। পর দিন প্রাতে যুবরাজ নিষাদরাজকে আলিঙ্গন দিয়ে এবং আমাকে বিস্তর ব'লে ক'য়ে বিদায় গ্রহণ ক'ল্লেন। আমরা ছিন্নমূলতরুর ন্যায় ধূলিধূসরিত, আর স্ত্রীলোকের ন্যায় আলুলায়িত হ'য়ে চীৎকার শব্দে রোদন ক'র্ত্তে লা'গ্‌লেম। আমাদিগকে সুমধুর বাক্যে কথঞ্চিৎ শান্ত ক'রে তাঁরা তিনজনে জাহ্নবী পার হ'লেন। সজলনয়নের অনিমিষ দৃষ্টিতে যত দূর দেখা যায়, আমরা ততদূর পর্য্যন্ত তাঁদের প্রতি দেখ্‌তে লা'গ্‌লেম;—যুবরাজ অগ্রসর, মধ্যে মা জানকী এবং পশ্চাতে শরাসনহস্ত বীরচূড়ামণি লক্ষ্মণ! তিনজনের

বিভিন্ন, অথচ অলৌকিক রূপমাধুরী দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের শোকসিন্ধু উথ্‌লে উঠ্‌লো—আর তাঁদের দেখ্‌তে পেলেম না।

কৌশ। সুমন্ত্র রে! আমার জ্বলন্ত আগুনে ঘৃত ঢেলে দিলি! মায়ের প্রাণে এও কি সয়?—হা দগ্ধ প্রাণ! তুমি এখনো এ পাপ দেহের মায়া ছা'ড়্‌তে পার না?

রাজা। সুমন্ত্র! আমি যে তোমায় ব'লে দিয়েছিলেম, তুমি রামের সঙ্গেই থেকো, অযোধ্যায় আ'স্‌বার প্রয়োজন নাই; তবে কেন তুমি ফিরে এলে?

সুম। মহারাজ! আপনি না ব'লে দিলেও তাঁদের ছেড়ে কোন্ পাষণ্ড ফিরে আ'স্‌তে পারে? কিন্তু কি করি? শ্রীরামচন্দ্র কোনো মতেই শুন্‌লেন না। তিনি ব'ল্লেন "তুমি যদি না যাও, তবে মধ্যমা মাতার প্রত্যয় হবে না, যে আমি যথার্থই বনবাসে এসেছি; তিনি ভা'ব্‌বেন, বনগমন ছল ক'রে, বুঝি অন্যত্র আছি। সুতরাং পিতাকে আবার একটী নূতন যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে!"

রাজা। (উঠিয়া) হা পুত্র! তুমিই যথার্থ মানবপ্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ—আমি যারে পট্টমহিষী ব'লে পূজা ক'র্ত্তেম, সে এম্নি রাক্ষসীই বটে!

সুম। মহারাজ! বিদায়কালে তাঁরা যা ব'লে দিয়েছেন, নিবেদন করি, শ্রবণাজ্ঞা হ'ক্।

রাজা। (বসিয়া) বল বল—শ্রবণ ক'রে হয় প্রাণ শীতল হ'ক্, নয় নির্গত হ'ক্।

সুম। মহারাজ! তিনজনেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে কত

কথাই ব'ল্লেন—সকল স্মরণ হয় না। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্র আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ব'লে দিলেন "সুমন্ত্র! তুমি অযোধ্যায় গিয়ে, প্রথমে পিতৃপদে আমার শতকোটী প্রণাম জানা'বে; প্রণাম জানিয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বে। তার পর আমার নাম ক'রে ব'ল্বে, তিনি যেন আমাদের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক দুঃখ না করেন। অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতার প্রভাবে যা হবার তা হ'য়েছে; তজ্জন্য বৃথা শোকে দগ্ধ হ'য়ে, তাঁর নিজের অত্যাহিত ঘটা'লে কি লাভ হবে? অন্ততঃ, আমাদের মঙ্গলের জন্য ও অশুভ শোককে ত্যাগ করা এখন আবশ্যক। শোক ত্যাগ ক'রে বরং দেবারাধনায় ও রাজধর্ম্মে একান্তচিত্ত থেকে আশীর্ব্বাদ করুন, তা হ'লেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে সত্যপাশে মুক্ত হ'য়ে তাঁর চরণ সমীপে উপস্থিত হ'তে পা'র্ব্বো।"

রাজা। হায়! আমি অতি দুরাত্মা, এমন ভক্তিমান্ সদাত্মা পুত্রকেও বিসর্জ্জন দিয়ে বেঁচে আছি!

সুম। মহারাজ! আপনার সেই সদাত্মা পুত্র, মা কৌশল্যার চরণেও ঐরূপ প্রণতিপূর্ব্বক ব'লে দিয়েছেন, যে, "মা আমার অনেক কঠোর ক'রে অসময়ে আমাকে ক্রোড়ে পেয়ে মনে ক'রেছিলেন, যে, অতঃপরও সুখী হ'তে পা'র্ব্বেন। কিন্তু আমি এমনি দুষ্কৃত সন্তান, জন্মগ্রহণ ক'রে জননীর আনন্দ বর্দ্ধন দূরে থা'ক্, কেবল মনস্তাপেরই কারণ হ'য়ে উঠ্লেম! যা হ'ক্, যদিও তিনি আমার শোকে অতিশয় ব্যাকুলা, তথাপি আমার শপথ দিয়ে ব'ল্বে, যেন দেবসদৃশ মাননীয় পরমগুরু মহারাজকে কোনোমতে অনাদর না করেন—

শোকোন্মত্তা হ'য়ে পিতাকে কোনো অপ্রিয় বাক্য না বলেন। তাঁর ন্যায় পিতাও শোকার্ত্ত, অধিকন্তু লজ্জা আর ঘৃণার বিষ-যুক্ত শরাঘাতে তাঁর হৃদয় একে জর্জ্জরিত হ'য়ে আছে, তাতে আমার জননীর বাক্যশল্য বিদ্ধ হ'লে, তিনি কদাচ প্রাণ-ধারণে সমর্থ হবেন না।"

রাজা। (উঠিয়া) উঃ! এখনো এ পাপ জীবনকে ধারণ ক'রে আছি?

সুম। মহারাজ! শ্রীরামচন্দ্র মাতা সুমিত্রার চরণ উদ্দে-শেও প্রণত হ'য়ে ঐরূপ নানা কথা ব'লে দিয়েছেন। কুল-গুরু বশিষ্ঠদেব এবং জাবালি, দেবল প্রভৃতি উপাধ্যায় ঋষি-গণকে করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক এই অনুরোধ ক'রেছেন, যে, তাঁরা যেন আপনার নিকটে থেকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা করেন এবং ভরতকে শীঘ্র শীঘ্র মাতুলালয় হ'তে আনিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; যেহেতু, তাঁরে সমীপবর্ত্তী ও বিনয়গুণসম্পন্ন দেখ্‌তে পেলেও আপনার দুঃখভারের অনেক লাঘব হ'তে পা'র্ব্বে! তিনি ভরতকেও বহুবিধ সস্নেহ উপদেশ কথা ব'ল্‌তে আদেশ ক'রেছেন, সে সকল এখন বলা বাহুল্য!

কৌশ। ওরে সুমন্ত্র! সত্য বল্‌, আমার রামের মুখ-খানি কি একেবারে শুকিয়ে গেছে? হায়! বাছা আমার কি মনে ভা'ব্‌ছে?

সুম। না মা! যুবরাজের সেই সহাস্যমুখ—সেই প্রসন্ন ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নি! বিবাহের পর তাঁকে যে প্রফুল্লমুখে অযোধ্যায় আ'স্‌তে দেখেছিলেম, এখন বনে যেতেও সেই অম্লানবদন!

রাজা। (পাদচারণপূর্ব্বক) হা দগ্ধহৃদয়! তুমি এমন পুত্রের বিরহতাপেও বিদীর্ণ হ'চ্ছো না?—যে পুত্র, রাজা হবে শুনেও উল্লাসিত নয়, বনবাস যেতেও বিষাদিত নয়, এমন সুপুত্র কি ত্রিভুবনে কারো কখনো হ'য়েছে? আর এমন নরাধম পিতাও কি কেউ কখনো দেখেছে? হায়! আমি কোথায় যাই?—মৃত্যুর কাছে গেলে যদি এ দুঃখের শেষ হয়! (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) সুমন্ত্র! বল, বল, আমার প্রাণপ্রতিম লক্ষ্মণ ও কুলোজ্জ্বলকারিণী মা জনকনন্দিনী কি ব'লে দিয়েছেন? (উপবেশন)

সুম। মহারাজ! আপনার বধূ বৈদেহীর গুণের কথা কি ব'ল্‌বো? তিনি সাক্ষাৎ কমলা! তাঁর সদৃশী সাধ্বী স্ত্রী রমণীকুলে আর নাই! তাঁর পবিত্র আচার ও একান্ত পতিপরায়ণতার বিশেষ পরিচয়, আমি এই কদিনেই পেয়েছি। বিদায়কালে তিনি যখন ভক্তি, স্নেহ ও অনুরাগের সহিত শ্বশুর, শাশুড়ী ও সখীজন প্রভৃতি সকল পরিজনের কথা ব'লে দিলেন, তখন বোধ হ'লো, মূর্ত্তিমতী করুণার প্রতিমাখানি আমাকে সাক্ষাৎ দিয়ে কথা ক'চ্ছেন! তাঁর সেই সুধাসিঞ্চিত বচনগুলি শুন্তে শুন্তে আমার এম্নি মোহ উপস্থিত হ'লো—হৃদয়ের শোকবাষ্প নয়নে উঠ্‌তে শ্রবণেন্দ্রিয়কে এম্নি আচ্ছন্ন ক'ল্লে, যে কি শুন্তে কি শুন্‌লেম, তা কিছুই মনে নাই! কেবল শেষের এই কথাটী স্মরণ হয়, যে, "আমার স্নেহকারিণী শ্বশ্রূ সুমিত্রা দেবীকে ব'লো, লক্ষ্মণের জন্য তিনি যেন এক তিলও চিন্তা করেন না—লক্ষ্মণ তাঁর কাছে যেমন ছিল, আমার কাছেও তেম্নি থা'ক্‌বে!"

কৌশ। হা জানকি! তোমার সেই বিধুমুখ মনে পড়ে আর বুক ফেটে যায় রে!—সুমন্ত্র! আমার রাম লক্ষ্মণ সীতা যে বনে, আমাকে এখনি সেই বনে নিয়ে চল; আর আমি গৃহে থা'ক্তে পারিনে—আর আমি এ জ্বালা সৈতে পারিনে!

রাজা। সুমন্ত্র! আমার প্রাণধন লক্ষ্মণের কথাটাও শুনাও?

সুম। মহারাজ!—(নিস্তব্ধ)

রাজা। কেন সুমন্ত্র! নিস্তব্ধ হ'লে যে?

সুম। আজ্ঞা—না—তিনিও সকলকে প্রণাম নিবেদন ক'রেছেন।

রাজা। (উঠিয়া) না!—আরো কি কথা আছে, তুমি তা ব'ল্‌তে অনিচ্ছুক!—আমি জানি, তার রামগত প্রাণ, সে কখনো সহজ কথা ব'লে ক্ষান্ত হবার নয়! সুমন্ত্র! আমি তোমাকে অনুরোধ ক'র্চ্ছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সত্য কথা বল; একটীও মিথ্যা বা পরিত্যাগ ক'রে ব'লো না। (উপবেশন)

সুম। মহারাজ! যখন নির্ব্বিকারচেতা রামচন্দ্র মাতা কৈকেয়ীর পদে প্রণাম জানাতে আর তাঁকে কতকগুলি হিত কথা বুঝাতে ব'লে দেন, তৎকালে তরুণবয়স্ক বীরবর লক্ষ্মণ আর স্থির থা'ক্তে পা'র্ল্লেন না! হঠাৎ ক্রোধের উদয় হওয়াতে ঘন ঘন নিশ্বাসত্যাগ, ভ্রুকুটীবিস্তার এবং হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত নয়নে দৃষ্টি করতঃ আপনার চরণ উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক এই কথা জ্ঞাপন ক'র্ত্তে ব'লে দিলেন, যে 'যিনি সকল গুণে ভূষিত, আমার সেই, এই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতা কি দোষে পরিত্যাগ ক'রে দুষ্টবুদ্ধি কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ

ক'ল্লে'ন। তিনি যখন দুরাশয়া রমণীর বাক্যে এমন প্রিয়-পুত্রকে বর্জ্জন ক'র্ত্তে পেরেছেন, তখন কোনো নিষ্ঠুর কার্য্যই তাঁর অকরণীয় নাই! পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত যে রাজ্য, তা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ রামচন্দ্রেই অর্শে; তিনি সেই রাজ্য অন্যায়-পূর্ব্বক মধ্যম পুত্র ভরতকে অর্পণ ক'ল্লে'ন। সন্তানের দ্বারা ধর্ম্ম ও নাম রক্ষা হয়, পিতামাত্রেরি এই কামনা; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তো সে বিষয়ে যত দূর হ'তে পারে, তা ক'রে-ছেন; তবে পিতা কি ব'লে তাঁরে বঞ্চিত্ করেন?—যেমন পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য নিরূপিত আছে, পুত্রের প্রতিও পিতার তদ্রূপ সদাচরণ করা আবশ্যক, কিন্তু তিনি তার কি ক'রেছেন?—যশস্বী ভক্তি-পরায়ণ পুত্রকে বিনা অপরাধে বনবাসী ক'রে দিলেন! অতএব স্নেহ মমতার সঙ্গে আমাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে এখন আর বৃথা শোকাড়ম্বরে কেন তাঁর অমূল্য সময়কে নষ্ট করেন?" মহারাজ! লক্ষ্মণের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ ক'রে, ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রামচন্দ্র অত্যন্ত পরিতপ্ত ও বিরক্ত হ'য়ে তাঁরে যথোচিত মধুর ভৎ'সনা দ্বারা অপরাধ-স্বীকার করা'লেন, এবং আপনার নিকট এ কথা ব'ল্‌তে আমায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রে দিলেন! কিন্তু আমি কি করি? আপনার দৃঢ় আজ্ঞা এবং পিতৃপদবাচ্য প্রভুর সমক্ষে মিথ্যাবচন কখনই মুখে আসেনা; সুতরাং সকলি ব'ল্‌তে হ'লো।

রাজা। (অতিকষ্টে কাতরস্বরে) হা রাম! তুমিই সাধু—তুমিই সুপুত্র—তুমিই সার্থক মানবজন্ম ধারণ ক'রেছিলে। কোন্ সময় বীর্য্য প্রকাশ, আর কোন্ সময় ধৈর্য্যধারণ ক'র্ত্তে

হয়, তা তুমিই জেনেছ!—পুত্র হ'য়ে ঔরসদাতার জন্য—ধর্ম্মের জন্য কেমন ক'রে অতুল ঐশ্বর্য্যের ভোগলালসা ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়, জগতে তুমিই তার প্রথম পথ দেখালে! তোমার পবিত্র চরিত্র মুনিঋষিরও শিক্ষার স্থল—দেবলোকেরও অনুকরণ-যোগ্য! যাবৎকাল দিবাকর ভুবনত্রয়কে আলোক দানে বিরত না হবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার এই অনুপম কীর্ত্তি দীপ্তিমতী থা'কবে! হা লক্ষ্মণ! তুমি যথার্থই ব'লেছ, আমার ন্যায় নৃশংস নরশার্দ্দূল কি ভূমণ্ডলে আর আছে? আমি এমন সাধু পুত্রের নির্ব্বাসনের কারণ হ'য়েও সচ্ছন্দে রাজভবনে আর দেহভবনে বাস ক'র্চ্ছি! বাহ্যিক শোকাড়ম্বর দেখিয়ে যেন কলঙ্ক আর মৃত্যুর হস্তে অব্যাহতির চেষ্টা পা'চ্ছি!—হা নিদারুণ প্রাণ! তুমি কণ্ঠাগত হ'য়েও বহির্গমনে বিমুখ হ'চ্ছো কেন? তুমি ভরতের রাজ্যাভিষেককালে, কৈকেয়ীর হাস্যবদন দেখ্‌বে ব'লে কি অপেক্ষা ক'রে আছ? তা তো কখনই হবে না—কখনই হবে না!—তুমি এখনি নির্গত হও!—ওহে ঘৃণা! ওহে লজ্জা! ওহে শোক! ওহে কলঙ্কভয়! তোমরা কোথায়? তোমাদের রাজা যে দশরথের প্রাণ, সে অতি বিপন্ন হ'য়েছে! কারাগারে বদ্ধ র'য়েছে—অনিচ্ছায় বদ্ধ র'য়েছে! নির্গমনের পথ দেখ্‌তে পায় না! তোমরা এসে পথ দেখিয়ে দাও—হাত ধ'রে নির্গত ক'রে দাও! আর বিলম্ব ক'রো না—আর সহ্য হয় না! সুখের শেষ—দুঃখের শেষ—পরিপূর্ণ! সুমন্ত্র! এ সময় গুরুদেব কৈ?—

[সুমন্ত্রের দ্রুত প্রস্থান।

সুমি। দিদি! দেখ্‌ছো কি? ধর, শীঘ্র ধর, বল কর, শোয়াইগে চল! (উভয়ের উভয় হস্তধারণ)

রাজা। অয়ি প্রিয়ে কৌশল্যে! অয়ি প্রিয়ে সুমিত্রে! এই জন্মশোধ দেখা!—আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর! আমি যাই—আমার সময় হ'য়েছে—আর আমি চক্ষে দেখ্‌তে পাইনে—আর আমি কর্ণে শুন্তে পাইনে—আর আমি স্থির থা'ক্তে পারিনে! (কম্পিত) আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে—শরীর অবশ—ইন্দ্রিয় স্থির—বায়ু ঊর্দ্ধগ—মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান—আসন্ন কাল! হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! তোরা কোথায়? এ সময় দেখা দিলিনে? রাম! রাম! রাম!—

(পতন—মৃত্যু)

(পটক্ষেপণ)

—⟡—

(নেপথ্যে)

হায়, সর্ব্বনাশ হ'লো! সর্ব্বনাশ হ'লো!
হায়, কপাল পুড়ে গেল! কপাল পুড়ে গেল!
হায়, কি হ'লো! হায় কি হ'তে কি হ'লো!

(রোদন-স্বরে গীত)

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

উঠ উঠ, মহারাজ! বারেক সম্ভাষ কর।
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আরো॥
আমরা চিরসঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাথিনী, ক'রে গেলে প্রাণেশ্বর! ১।

অকূল দুঃখ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্রশোক পারাবারে, আপনি হইলে পারো।
কি করিব কোথা যাব? কোথা গে প্রাণ যুড়াব?
আর কার মুখ চাব? হেরি সব অন্ধকার! ২।

সমাপ্ত।

Opinion of the Press

ON

SEVERAL WORKS

OF

BABU MANO MOHANA BASU.

ON RAMAVISHAKA NATAKA.

The Hindoo Patriot, July 8th, 1867.

"* * Nevertheless Baboo Monmohun Bose has worked out his materials with no mean skill. * * The author is a practised Bengalee writer of some reputation, but the present is, we believe, his first appearance as a dramatist. Considering the difficulty of dramatic success, the most difficult indeed in literature, he needs not regret his venture, nor those friends of whom he speaks in his preface, as having thrust the task of writing the book upon him, their choice of an author."

The National Paper, July 17th, 1867.

"Amidst the rubbish of Bengalee dramas that the native press is daily issuing forth, this play holds a high place in our judgment. It penetrates into our hearts, giving rise to many noble feelings and sentiments, and its tragic conclusion is extremely pathetic. The subject, treated of, is of great antiqnity and is valued with a peculiar religious veneration by the Hindoo community, and although not yet dramatised, it has been successfully pursued by many writers of uncommon ability both in poetry and prose. These circumstances speak to the advatage and disadvantage of the writer, who, nevertheless has drawn out the play with success and refined taste. The language is easy, elegant and flowing and the poetical pieces are the best productions of the author. * * We have, therefore, no hesitation in pronouncing the Nattuck to be one of the few that deserves our perusal and encouragement, and in demanding from the public a due regard to its merit."

Friday Review, July 19th, 1867.

"This is a drama of considerable merit. It recites the tale of the Royal unction of Rama, son of king Dasaratha of Oudh;

of the intrigues of his step-mother Kekai ; and of his subsequent banishment. The narrative is spirited and the characters well-sustained."

The Bengalee, July 20th, 1867.

"* * * The style of the present work is easy and graceful, and idiomatic where necessary ; what strikes us most, is the author's strong contempt of all obscurity of thought and language and hence we venture to say, that if in future, he employs his powers on subjects, capable of receiving the impressions of an inventive genius, he will secure the admiration of the public as a useful and captivating writer. We cannot take leave of our author without introducing and specially recommonding him to our female readers."

The Hindoo Patriot, December 12th, 1870.

RAMAVISHAKA NATAKA, PRANAYA PORIKHA, AND PADDIAMÁLÁ.

"WHEN a work runs a second edition, it is a fair test of an author's success, and Babu Manomohana Basu, who is the author of the three poems, which head this notice, has achieved that success. The first on the list has reached the second edition, and the other two have been recently published. These works fairly attest the literary power of their author. He does not seem to be at all ambitious and hence there is not a trace of pedantry or false learning in all that he has written. It is becoming a rather besetting sin of the Bengalee authors of the day to show off their learning, either English or Sanskrit, as the case may be, and the result unfortunately is either Sanscritized or Anglicised Bengali. Our author has observed a golden mean. The choice of his subject is also very interesting. They have a peculiar attraction for female readers, and we are told that there is scarcely a respectable Native house, the domestic library of which is not adorned by *Ramavishaka Nataka. Pranaya Parikha*, as a work of art, is superior to the first, and the story is as interesting and affecting as some of the scenes of the drama. It is too long a play for the stage, and if a corps of amateurs should wish to perform it, they must considerably abridge it. The last *Padiamâlâ* is intended as a school-book, and well-adapted to the purpose. Babu Manomohana Basu has a happy knack of describing in familiar language, but in rich

vividness, the common objects around us and the common things of life, and the little pieces contained in the last-mentioned work give ample evidence of it."

Bengal Christian Herald, June 20th, 1873.

"A speech in the Bengalee language, (বক্তৃতামালা) worthy of the name, had, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, that public opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. To Babu Manomohana Basu, our excellent editor of the *Madhyastha*, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. We have had for some days lying before us a volume of selections from his speeches, issued from the *Madhyastha* press, price ten annas. The volume contains five of his speeches, three of which were delivered at the Hindu Mela, one at the *Barui-pur Mela* and one at the *Chota Jagulia Hitaishi Sabha.* We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style ; the evolution of the latent elasticity of our language, in the expression of ideas, foreign and intractable ; the flights of eloquence, fiery and of the heart ; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the zeal of patriotism, and the vein of honesty ;—which mark Babu Manomohana's speeches. The last speach, in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive."

The Bengalee, January 14th, 1871.

" * * * Finding the very small number of Poetical works fit for the study of boys attending the Bengalee *Patshalas*, the author wrote the pieces (পদ্যমালা) now before us. Bearing in mind his object, we venture to say that the BABOO has succeeded remarkably well. We recommend the book to the heads of our *Patshalas*."

The Same, 27th July, 1874.

"This (সতীনাটক) is the third attempt of Baboo Monmohun Bose at dramatical composition, and we are glad to say, itfully sustains his reputation as a writer of chaste Bengalee plays. Babu Monmohun Bose is master of an easy and grace-

ful style which never fails to invest his plays with a peculiar charm of his own. He is as happy in the choice of his subject as in the sentiments ascribed to his *dramatis personæ.* The story of the play is one, which carries us back to the dim days of Hindoo mythology and makes us acquainted with the doings of gods and goddesses as conceived by the vivid imagination of our ancient poets. It also conveys a deep moral—the exalted notion of chastity and conjugal fidelity as exemplified in the life of Sati—the heroine of the play. * * *"

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অভিপ্রায়।

রামাভিষেক নাটক সম্বন্ধে।

প্রভাকর। ২১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪।

" * * (বর্ণনা) এতদূর স্বাভাবিক যে, স্বয়ং প্রকৃতি দেবী যেন প্রত্যেক পদে পদক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিয়াছেন। * * * এতদূর শোকাবহ, যে, ইহার তৃতীয় অঙ্কের পর সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিবার সময় ঘন ঘন কণ্ঠশুষ্ক, বক্ষঃকম্প এবং নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়। * * * একটী কথা দ্বারা এই নাটকের গুণাংশের প্রশংসা করিতে হইলে কেবল এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে, ইহার ভাষাপারিপাট্য, রচনালালিত্য, ভাবমাধুর্য্য এবং মর্ম্মকারুণ্য প্রভৃতি সকল গুলিই সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে।"

সোমপ্রকাশ। ৪ঠা আষাঢ়, ১২৭৪।

" এখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল এবং রচনাও অতিশয় মধুর ও মনোহর হইয়াছে। বিষয়টী যেরূপ করুণরসাত্মক, গ্রন্থকার তদনুরূপ ভাব পাঠকগণের মনে উদ্রেক করিতে পারিবেন, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি সকল কৌশলক্রমে সমর্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পদ্যগুলিতে তাঁহার রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।"

এডুকেশন গেজেট। ১৫ই আষাঢ়, ১২৭৪।

" * * * রামের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা অবধি বনগমন পর্য্যন্ত তাবৎ বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বিষয়টী যেমন করুণরসপরিপূর্ণ, লিপিচাতুর্য্যও সেরূপ হৃদয়দ্রবকারী হইয়াছে। রামাভিষেক নাটক খানি পড়িতে পড়িতে বাস্তবিক আমাদিগকে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালাভাষায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক অদ্যাপি আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।”

ভারতরঞ্জন। ৩২ শে আষাঢ়, ১২৭৪।

“আমরা এ পর্য্যন্ত যত নাটক দেখিয়াছি, এখানি অনেক অংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। * * * রামের বনগমন, জানকীর বনবাস আদি কতিপয় অংশের যেরূপ মনোমোহিনী করুণা মূর্ত্তিমতী রহিয়াছে, তাই দেখিয়া অনেকে ভাবিতে পারেন রামাভিষেক নাটক সেই সেই গুণেই পাঠকের চিত্তহারক হইতে পারে। এ নাটকখানি সেগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া আমরা উহার কেবল উৎকর্ষতা স্বীকার করিতেছি না। কারণ লিপি-চাতুর্য্য না থাকিলে অতি সরস বিষয়ও নীরস হইয়া যাইতে পারে। নব্য নাটক-লেখকদিগের মধ্যে কতিপয় এরূপ অল্পবুদ্ধি অল্পজ্ঞ লোকের প্রবেশ হইয়াছে যে, তাঁহাদিগের কৃপায় বাঙ্গালা নাটক নামেতেই লোকের ঘৃণা জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে। কুপ্রথা নিবারণ প্রভৃতি কতকগুলি নাটকই এরূপ অরুচির কারণ হইয়াছে। কিন্তু রামাভিষেকের ন্যায় ২। ৪ খানি নাটক হইলে সেই অরুচিকর নাটকের মুখে উহা রুচিকর টকের তুল্য হইয়া উঠিবে। স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি না থাকা নাটক লেখকের বিড়ম্বনা। * * রাম বনবাস কেবল উপাখ্যান নহে, ইহার সার অতি অনুপমেয় পদার্থ। প্রজাবাৎসল্য, রাজভক্তি, পিতা মাতা ও পুত্রের পরস্পর স্নেহ ভক্তি, দাসীদিগের কপট ও নিষ্ঠুরাচার নিবন্ধন পুরস্ত্রীগণের মত পরিবর্ত্তন, বহুবিবাহ বহু জ্ঞানাপন্নেরও বহু কষ্টে মৃত্যুর কারণ, ভ্রাতৃস্নেহ, জ্যেষ্ঠের প্রতি অকপট ভক্তি, দাম্পত্য-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রভৃতির নিমিত্ত এই নাটক হিন্দু-সমাজের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে।”

ঢাকাপ্রকাশ। ৬ই শ্রাবণ, ১২৭৪।

“* * * ইহাতে রামের রাজ্যাভিষেকের অধিবাস ও বনবাস অতি উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিষয়টী যেমন করুণরসাত্মক, রচনাও সেইরূপ হৃদয়াদ্র্কারিণী হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান পাঠ করিয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই।”

অবলাবান্ধব। ১৮ই পৌষ, ১২৭৭।

“গ্রন্থখানি পড়িতে যাইয়া স্থানে স্থানে আমরা এরূপ শোকাভিভূত হইয়াছি যে, কোনক্রমে অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারি নাই। * * অশ্লীল বিষ-

য়ের সমাবেশ ভিন্নও যে হাস্য রসের উদ্দীপন করা যায়, এই স্থলে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই নাটক খানি স্ত্রীলোকের পাঠের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনোমোহন বাবুর নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম।"

মিত্রপ্রকাশ। মাঘ, ১২৭৭।

"রামাভিষেক নাটক যে একখানি করুণরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্য, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নই।"

হিন্দু-হিতৈষিণী। ১০ই বৈশাখ, ১২৭৮।

"* * ইহা বিশুদ্ধভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নাটকেই (নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী প্রভৃতি) স্থান বিশেষে অতি জঘন্য ভাব অঙ্কিত হয়, সুতরাং তত্তাবৎ স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী হইতে পারে না। রামাভিষেক নাটকের প্রস্তাব বিবেচনা করিলে ইহাতে কোন অশ্লীলভাব না থাকা সম্ভব ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়, কারণ ইহা রামের অভিষেক—অতি পবিত্র কার্য্য। অনেক রসিক পুরুষ এরূপ প্রস্তাব মধ্যেও ঘটনা বিশেষে অশ্লীলের প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। সুখের বিষয় এই যে, মনোমোহন বাবু সে রীতি একবারে পরিত্যাগ করিয়া নাটকখানি মনোহর করিয়াছেন। * * নাটকখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম। ইহাতে করুণারসই প্রধান।"

প্রণয়পরীক্ষা নাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

এডুকেশন গেজেট। ২৮শে কার্ত্তিক, ১২৭৬।

"* * ফলতঃ আমাদিগের মতে প্রণয়-পরীক্ষা নাটক এক খানি উত্তম বস্তু—উহা পাঠ করিয়া আমোদ এবং শিক্ষা লাভ হইবার সম্ভাবনা।"

ভারতরঞ্জন। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬।

"* * তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত রামাভিষেক নাটক, এখানির সমক্ষে আর প্রশংসা পাইবার যোগ্য নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রণয়পরীক্ষার আখ্যায়িকাটী গ্রন্থকারের প্রগাঢ় চিন্তাশক্তিকল্পিত। রামাভিষেকের আখ্যানটী জন্য লেখককে চিন্তা করিতে হয় নাই, অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে যে কিছু কৌশল বিস্তারিত করিতে হইয়াছিল। এখানির সর্ব্বাঙ্গ, প্রণেতার প্রগাঢ় সুকৌশল-

সম্পন্না চিন্তাদেবীর সাহায্যে নির্ম্মিত এবং সুসজ্জিত করিতে হইয়াছে। সুতরাং রচয়িতার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা যে এখানি প্রশংসনীয় ইহা বলা বাহুল্য। * * ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ সুকৌশল পূরিত যে পাঠ কালে রচয়িতাকে কেবল ধন্যবাদ দিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। * * এই নাট্যোল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির আদ্যন্ত ভাবের এবং চরিত্রের বিপর্য্যয় হয় নাই। সময়োচিত ভাব পরিবর্ত্তন কালেও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এটীও নাটকের অল্প প্রশংসনীয় অঙ্গ নহে। ইহার প্রত্যেক কথার গভীর ভাব ও চমৎকার অর্থ। বাঙ্গালা নাটকের নামে যে এক প্রকার অরুচি জন্মিয়া উঠিয়াছে, প্রণয়-পরীক্ষা নাটকের ন্যায় নাটক যে সেই অরুচিনিবারক তাহাতে সন্দেহ নাই।"

প্রভাকর। ১৬ই আশ্বিন, ১২৭৬।

" * * একাধিক বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করাই ইহার উদ্দেশ্য। শান্তশীল চৌধুরী নামক এক জমীদারের দুটী স্ত্রী ছিল। জ্যেষ্ঠা মহামায়া—কনিষ্ঠা সরলা। ইহাদিগের সপত্নীসুলভ ঘটনাই সম্ভবনীয় বটে, কিন্তু নাট্যকার ইহার মধ্যে কিছু কৌশল করিয়াছেন, তাহাতে ইহার চমৎকারিত্বও কিছু অধিক হইয়াছে। * * মনোমোহন বাবু কবি—এ নাটকেও তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। * * *"

মিত্রপ্রকাশ। আশ্বিন, ১২৭৭।

"* * এখানি (রামাভিষেক) নাটকের বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে গরিষ্ঠ হইয়াছে। এখানি যেরূপ সদুপদেশক, সেইরূপ প্রণয় ও করুণরস পরিপূর্ণ এবং শ্রুতিমধুর। ইহার ভাষা অতিশয় মার্জ্জিত, অথচ প্রাঞ্জল। অভিনয়ের পক্ষেও এখানির বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রস্তাবের কৌশল সম্ভবপর ও অতীব চমৎকারজনক। এপর্য্যন্ত দেশাচার সম্বন্ধে অনেকে নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহার ন্যায় সকলে সকল বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। বহুবিবাহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন যে "নব নাটক" প্রণয়ন করেন, তাহার সহিত এখানির তুলনা করিলে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। * * পাঠকগণকে অনুরোধ করি এই নাটকের এক এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেখুন। পাঠে যে সময় ব্যয় হইবে, তাহার শতগুণ আমোদ এবং উপদেশ পাইতে পারিবেন।"

হিন্দুহিতৈষিণী। ১০ই বৈশাখ, ১২৭৮।

"* * * নাটক খানি সর্ব্বাংশে মনোহর হইয়াছে। আমরা বাহুল্যভয়ে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের চিত্তানন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিলাম

না। ফলতঃ অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনা করিলে এ নাটকখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। প্রস্তাবের কৌশল, চাতুর্য্য ও ভাব অতি মনোহর। মনোমোহন বাবুর নাটক রচনার সুন্দর ক্ষমতা হইয়াছে; ইনি বিশুদ্ধ নাটক লেখার সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভরসা করি, ক্রমে ইনি বিশুদ্ধ নাটকের অভাব দূর করিবেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয়েরা মাতৃভাষার উন্নতির নিমিত্ত সুলেখকদিগকে উৎসাহ দেন না। অধিক কি, অন্ততঃ ক্ষমতাশীলেরা এক এক খণ্ড গ্রহণ করিলেও ইঁহারা যথেষ্ট উৎসাহ পান।”

সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

হিন্দুহিতৈষিণী। ১০ ই ফাল্গুন, ১২৮০।

“ * * শিব এবং দক্ষকন্যা সতীর চরিত্র অত্যুৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সতীর পতিনিন্দা শ্রবণে যে কীদৃশ ভয়ঙ্কর দুঃখ হয় তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। * * কুলস্ত্রীদিগের সমক্ষে এরূপ নাটক অভিনয় হইলে তাহাদের যে বিশেষ উপকার হইতে পারে বলা বাহুল্য। সাবিত্রী নাটক অপেক্ষা সতী নাটকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অধিক শিক্ষা হইতে পারে। * *”

অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৫ই ফাল্গুন, ১২৮০।

“ * * মনোমোহন বাবু বাঙ্গলী পাঠক সমাজে অপরিচিত নহেন। ইনি একজন পুরাতন নাটকলেখক। ইঁহার রামাভিষেক ও প্রণয়পরীক্ষা নাটক জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। মনোমোহন বাবু আবার হিন্দুমেলার একজন প্রধান বক্তা। তাঁহার সতী নাটক যে পাঠক সমাজে আদরণীয় হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার শান্তে পাগ্‌লার নূতন চিত্রটী আমাদের নিকট অতি আদরণীয় হইয়াছে।”

সাপ্তাহিক সমাচার। ৯ই চৈত্র, ১২৮০।

“ * * * বাবু মনোমোহন বসু সুকবি ও সুলেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যামোদীগণ তাঁহার নিকট বিলক্ষণ উপকৃত আছেন, তৎপ্রণীত রামাভিষেক ও প্রণয়পরীক্ষা নাটক ও তৎসম্পাদিত মধ্যস্থ পত্রখানি পাঠ করিয়া অনেকেই চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন, ঈদৃশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের রচনা যে প্রীতিদায়িনী হইবে বলা বাহুল্য। * *”

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা। ৫ই বৈশাখ, ১২৮১।

"* * সুতরাং উহার প্রকৃতি শুদ্ধি, রচনাচাতুর্য্য, শব্দের মাধুর্য্য, শৈব ও বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মানুরাগ, নারদের স্বভাব, শিবের শিবত্ব, সতীর পাতিব্রত্য, দক্ষের রাজপদ গৌরব এবং তদঙ্গীভূত শ্বশুরত্ব, ভগিনীগণের সহোদরার প্রতি স্নেহ, ঈর্ষা ও আত্মগৌরব, প্রসূতীর কন্যাবাৎসল্য, শান্তিরামের বিকারশূন্য ইষ্টসিদ্ধি ও সংসার-ঔদাসীন্য, নন্দীর প্রভুপরায়ণতা, সতীর আত্মদুরবস্থায় সন্তোষ ও গৌরব জ্ঞান, পতির দুঃখ অবস্থায় শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং সতীর পিতা ও পতি উভয় গুরুতর পাত্রের অবিনয় স্থলে পিতৃদত্ত আত্মদেহ বলিদান দ্বারা শান্তি স্থাপনের পৌরাণিক গূঢ় তাৎপর্য্য-বিন্যাস—এই গুলি অতি পরিপাটীরূপে ও সজীব চিত্রিত হইয়াছে এবং এই দৃশ্য কাব্যের অভিনয়ও হইয়া গিয়াছে। মনোমোহন বাবুর রামাভিষেকের ন্যায় সতী নাটকেও কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। * *"

হালিসহর পত্রিকা। ১২ই বৈশাখ, ১২৮১।

"* * দক্ষযজ্ঞ ইহার অঙ্গ। প্রস্তাবটী প্রাচীন হইলেও মনোমোহন বাবুর লেখনী ইহাকে নূতন ভূষণে ভূষিত করিয়া যে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করি না। অনেক নূতন ভাব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাগ্‌লা শান্তিরাম একটী নূতন পদার্থ। ইহার কবিতাগুলি সুন্দর; সঙ্গীতগুলি হৃদয়গ্রাহী। * *"

জ্ঞানাঙ্কুর। বৈশাখ, ১২৮১।

"* * মনোমোহন বাবু বহু কালের পুরাতন উপাদান দ্বারা রামাভিষেক এবং সতী নাটক দুই খানি অভিনব প্রণালীর দৃশ্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রাচীন আখ্যায়িকার যথাসম্ভব হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া অতি মনোহর নাটক রচিত হইয়াছে। মনোমোহন বাবু নাট্যোল্লিখিত পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি সকলের চরিত্র আদ্যোপান্ত সমভাবে রক্ষা করিতে ক্রটী করেন নাই। নারদ, শান্তিরাম, মঘা, অশ্লেষা প্রভৃতি কয়েকটী চিত্র উত্তম চিত্রিত হইয়াছে। সতী নাটকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম কয়েকটী গান থাকায় গ্রন্থখানি অভিনয় পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। * *"

The Bengal Magazine, July 1874.

"* * Our author dramatizes the well-known mythological story of the Daksha-Jajna, and dwels on the virtues of Sati— the *beau ideal* of Hindu conjugal faithfulness. Baboo Basu's drama is above the level of ordinary Bengali dramas. He seems to us to possess considerable dramatic power, and as the present work is superior to the two first, we have no doubt he will go on improving till he gives us a play of sterling merit."

পদ্যমালা সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

এডুকেশন গেজেট। ২রা পৌষ, ১২৭৭।

" * * আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দেখিয়া অতি প্রীত হইলাম। ইহার প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় রচিত ও মধ্যে মধ্যে কাব্যরসাভিষিক্তও বটে। আমাদের ইহাকে শিশুদিগের এত উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে যে, আমরা স্বকীয় বালক বালিকাগণকে এই পুস্তক পড়াইবার অভিপ্রায় করিয়াছি।"

প্রভাকর। ১৩ই পৌষ, ১২৭৭।

" * * বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক শিশুগণের পাঠার্থ ইহা রচিত হইয়াছে। * * গ্রন্থকার উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শব্দগুলি অতি কোমল, ভাষা অতি সরল এবং পাঠগুলি হিতোপদেশে পরিপূর্ণ। আমরা বিদ্যালয়ে শিশু-পাঠ্য যতগুলি পদ্য পুস্তক দেখিতে পাই, তৎসমস্তের মধ্যে এই খানি ভাল বোধ হইল। * * এতৎপাঠে বালকগণের বিশেষ উপকার হইবে।"

মিত্রপ্রকাশ। মাঘ, ১২৭৭।

" * * লেখা সরল, সুমিষ্ট ও নীতিগর্ভ। এ পদ্যমালা বালকবালিকা-গণ সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিলে তাহারা রত্নমালা ধারণ অপেক্ষাও শোভনীয় হইবে সন্দেহ নাই।"

হিন্দুহিতৈষিণী। ৫ই চৈত্র, ১২৭৭।

" * * এ খানি ঢাকা ও বিক্রমপুরের বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহের ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য। পুস্তকখানির পদ্যগুলি অতি সরল—অল্প বয়স্ক বালকবালিকার সহজ-বোধ্য ও উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার বালকগণের আনন্দবর্দ্ধক বিষয় লইয়া সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিষয়ও বালক বালিকার চিত্তকে আকর্ষণ করে। আমরা এই ৩৪ পৃষ্ঠার পদ্যময় পুস্তকখানি পাঠে প্রীত হইলাম।"

হিন্দু আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা। ১৮ই ফাল্গুন, ১২৭৯।

" * * আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। ইহার সহিত কোনো কোনো স্থলে কাহারো মতের একতা না হউক, অথবা কোনো কোনো স্থল অক্রান্ত না হইতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে হিন্দু আচার ব্যবহারের বিস্তর জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে নব্যাদিগের জ্ঞান মাত্র নাই। যিনি স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ গৃহস্থাশ্রম বাসী তাঁহারই ইহার এক এক খানি সংগ্রহ এবং পাঠ করা উচিত। লেখকের মীমাংসা অতি চমৎকার। * *"

এডুকেশন গেজেট। ১৮ই ফাল্গুন, ১২৭৯।

" * * পুস্তকখানির লিপিপ্রণালী উত্তম হইয়াছে। যদিও গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের ঐক্য না হউক, কিন্তু তাঁহার ভূয়োদর্শনের জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপ পুস্তক হিন্দুমাত্রেরই এক এক খণ্ড ক্রয় করা আবশ্যক। * * "

হিন্দুহিতৈষিণী। ২৬শে ফাল্গুন, ১২৭৯।

" * * প্রস্তাবিত গ্রন্থের সমগ্র পাঠ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। নবীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে যাঁহারা মোহাভিভূতের ন্যায় হিন্দু আচারব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা করিতেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভব, অন্ততঃ কতক বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রমও দূর হইতে পারে। * * ফলতঃ এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎপাঠে হিন্দু সাধারণ স্বীয় সমাজের অনেক উৎকৃষ্টতর নিয়মাদির গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। * * মনোমোহন বাবু লিপিনৈপুণ্যে হিন্দু আচারগুলি অতি আশ্চর্য্যরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাবুর হিন্দুসমাজ-হিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ জন্য নয়, শুদ্ধ আপনাপন উপকারের জন্যই প্রত্যেকের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।"

ঢাকাপ্রকাশ। ১৮ই চৈত্র, ১২৭৯।

" * * গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু পারিবারিক আচারব্যবহারের দোষ গুণ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে, এজন্য মনোমোহন বাবু অনেক স্থলেই অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।"

—০ঃ০—

হরিশ্চন্দ্র নাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

হিন্দুহিতৈষিণী। ৩০শে ফাল্গুন, ১২৮১।

" * * আমরা এই নাটকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। * * হরিশ্চন্দ্রনাটকে পুনরায় তাঁহার লেখনী মধুবর্ষণ করিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাজমহিষী শৈব্যার কাকুবাদস্থলে অশ্রুজল রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন-চিত্তের কার্য্য। মৃত রোহিতাশ্বকে লইয়া যখন শৈব্যা শ্মশানে উপস্থিত হন, আর মুষোবেশী রাজা আসিয়া সম্মিলিত হন, তখনকার ভাব অতি চমৎকার। নাগেশ্বর যখন রাজর্ষির নিকট স্বার্থ সাধনার্থ স্তুতি

করে তখনকার দৈববাণীগুলি প্রথম প্রথম ভাল লাগিল না, কিন্তু পরক্ষণে ছড়া পাঠ করিয়া বৃক্ষোপরি খগেন্দ্রের প্রকাশ নিতান্তই বিস্ময় রসব্যঞ্জক। এখানি করুণারস প্রধান নাটক হইলেও পাতঞ্জল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং ভদোরূপী চণ্ডালের কথা দ্বারা বিলক্ষণ হাস্য রসোদ্রিক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর যে সকল নাটক দেখা যায়, এখানি সে শ্রেণীস্থ নহে। মনোমোহন বাবু নাটকের যথোপযুক্ত উপকরণ বিনিয়োগ করিতে অতীব পটু, ভাষাও প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট, এজন্য তাঁহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া আনন্দানুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু কমলার প্রতি গ্রন্থকার কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন; কমলার জন্য দুঃখ হয়। ফলতঃ হরিশ্চন্দ্র নাটক যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রাচীন, নব্য, সকল শ্রেণীরই সুপাঠ্য এবং উপদেশ স্বরূপ। * * ”

এডুকেশন গেজেট। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২।

“* * মনোমোহন বাবু নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিতেছেন। তাঁহার বিরচিত নাটকগুলি নাটকের সর্ব্বাঙ্গীন গুণসম্পন্ন না হউক. কিন্তু যে অনেকানেক উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের অদ্যকার সমালোচ্য এই হরিশ্চন্দ্র নাটকও ঐরূপ। ইহাতে নাটকের অনেকগুলি উৎকৃষ্টগুণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহার অপর সকল গুণ অপেক্ষা ইহাতে গ্রন্থকারের গভীরতর চিন্তার যে কয়েকটী চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি, তজ্জন্যই আমরা সমধিক প্রীত। যে গভীরতর চিন্তা-সরোবরে প্রাচীন আর্য্যদিগের মানসহংস মহানন্দে কেলি করিত—যে চিন্তার বলে তাঁহারা কি পরিদৃশ্যমান নিসর্গের, কি অতীন্দ্রিয় মানবমনের গূঢ়তত্ত্ব সমুদয় অবগত হইয়া তাহা কাব্য পুরাণাদিতে চিত্রিত করিতেন—যে চিন্তা-শক্তিবিচ্যুত হওয়াতে আধুনিক আর্য্যসন্তানগণ সেই মহাপুরুষগণের বর্ণিত ব্যাপার সকল আর বুঝিতেও সমর্থ হইতেছেন না, বিমূঢ় মানসে তাঁহাদি-গের কথাগুলিকে অলীক উন্মাদ প্রলাপবৎ জ্ঞান করিতেছেন—যে চিন্তার প্রকৃতি জর্ম্মন মহাকবি এবং দার্শনিকগণ কিয়ৎপরিমাণে বুঝিয়া সম্প্রতি ইউরোপখণ্ডে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাগুরুর আসনে অধ্যাসীন হইয়াছেন—মনোমোহন বাবুর এই নাটকের স্থানে স্থানে যেন সেই চিন্তার ছায়া কিঞ্চিৎ পতিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র একজন কোপন দাম্ভিক দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণ হইয়া বাহির হয়েন নাই—তিনি যথার্থতঃই জগৎস্রষ্টা পিতামহের পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্বসংসারের পরম মিত্র ব্রহ্মর্ষি-রূপে প্রভাসিত হইয়াছেন। নিসর্গ মানব মানসের পরীক্ষক এবং বিশো-ধক, এ কথা মার্কিনদেশের মহামহোপাধ্যায় এমর্সন্ বলিয়া দিয়াছেন। আর্য্য

পণ্ডিতেরাও নিসর্গের সেই ভাব বিশ্বামিত্র রূপে রূপকালঙ্কারভূষিত করিয়া গিয়াছেন। মনোমোহন বাবুও সেইরূপই বুঝিয়া লিখিয়াছেন, প্রতীত হইতেছে। মনোমোহন বাবু মানবমনের আর একটী গূঢ়তম তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার 'কমলার' সৃষ্টি করিয়াছেন। মনোমোহন বাবুর 'কমলা' সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপা। এই প্রীতি তামসী বা রাজসী প্রীতিদেবী নহেন। ইনি বিশুদ্ধ সত্বাত্মিকা দেবী; এই দেবী মর্ত্ত্যভূমিতে বিচরণ করেন না। আমি যাহাকে ভাল বাসি সে আমার, এ কথা তিনি বলেন না। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি তার, এ কথাও তিনি বলেন না! আমি যাহাকে ভালবাসি, আমাতে তাহাতে অভেদ—আমরা এক; সে যাহা, আমি তাহা—যা তাহার, তাহা আমার—এই মহাদেবীর কথা এইরূপ। মনোমোহন বাবুর 'কমলা' সেই দেবীমূর্ত্তি সতী। এরূপ সূক্ষ্ম পবিত্র বিশুদ্ধ মনোভাবকে মূর্ত্তিমান করিবার শক্তি ভারতবর্ষনিবাসী প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যেই বিরাজিতা ছিল। মনোমোহন বাবুর পুস্তকখানিতে তাহার যাহা কিছু চিহ্ন দেখিলাম, তাহা এক্ষণকার বিজাতীয় অনুকরণময়ী বাঙ্গালা-লিপিতে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

The Bengal Magazine, September 1875.

"* * This is the main story; and we are bound to acknowledge that Baboo Manomohana Basu has told it well. The character of the hero, Harishchandra, is admirably drawn. He bears himself throughout his changeful history with dignity and manliness. Not a hasty word escapes his lips; in his heart of hearts he cherishes not an angry feeling against the redoubtable Viswamitra who was the author of all his miseries; in a word, he is the *beau ideal* of meekness and resignation. * * The heroic self-denial of Harishchundra is a noble subject. Its treatment ought to be dignified, majestic and sublime.* *"

বান্ধব। চৈত্র, ১২৮১।

"* * নাটক রচনায় গ্রন্থকারের এই চতুর্থ উদ্যম, এবং এই উদ্যম, তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত প্রতিষ্ঠার ক্ষতিকর হয় নাই। মনোমোহন বাবুর কয়েকটী বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি করুণরসের অবতারণায় বস্তুতঃই নিতান্ত নিপুণ, এবং তাঁহার লেখায় যে সকল নীতি প্রসঙ্গ ক্রমে প্রকটিত হয়, তাহা অতীব প্রগাঢ় ও পবিত্র। রামের রাজ্যাভিষেক কি বনবাস এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব দান ও বিড়ম্বনা পুরাণ কথা। পুরাণ কথা অবলম্বন করিয়া নূতন কৌতূহল উদ্দীপন করা, অসম্ভব না হইলেও কঠিন। কোন উপন্যাস কিম্বা উপন্যাসের প্রণালীতে রচিত অভিনব কোন নাটক পড়িবার সময় পর পর ঘটনা

জানিবার জন্য মনে যে ঔৎসুক্য জন্মে, এই সকল নাটকে কথনই সেই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থকারকে তথাপি ধন্যবাদ দি যে, তাঁহার কথা যোজনার কৌশলে এই অনৌৎসুক্য জনিত বিরাগ অল্পকাল পরেই চলিয়া যায়। * *কবি যে সকল নূতন চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে কমলার অলৌকিক প্রেম এক অপূর্ব্ব বস্তু। * * তাঁহার গীতগুলি বড়ই, শ্রুতি সুখাবহ ও সুললিত। * *"

জ্ঞানাঙ্কুর। বৈশাখ, ১২৮২।

" * * মনোমোহন বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক। * *গ্রন্থখানিও গ্রন্থকারের উপযুক্ত বটে। ধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত লোক সত্য পালনের জন্য কতদুর সুখ বিসর্জ্জনে সমর্থ হয়েন, তাহাই দেখাইবার জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। * * পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রাণাধিকা সহচরী কমলার চরিত্রটীও উত্তম হইয়াছে, কমলা রাজ্ঞীকে এত প্রাণের সহিত ভাল বাসেন যে, কোন পুরুষকে ভালবাসিবার তাঁহার হৃদয়ে স্থান নাই। পুরুষদিগের মধ্যে পাতঞ্জলের চরিত্র ও রাজ্ঞীর ক্রেতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরিত্র অতিশয় স্বাভাবিক ও হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকারের চরিত্র বর্ণনায় ক্ষমতা আছে, কিন্তু অন্য চরিত্রগুলি বর্ণন করিবার অবকাশ পান নাই; রাজা ও রাজ্ঞীর শোক বর্ণনা করিতেই তাঁহার নাটক পূরিয়া গিয়াছে। নাটকখানি অতিশয় প্রশংসাভাজন, মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। * *"

বক্তৃতামালা সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

প্রয়াগদূত। ৩১ শে বৈশাখ, ১২৮০ সাল।

" * * মনোমোহন বসু সময়ে সময়ে যে বক্তৃতা করেন, সেই গুলিন একত্রে মুদ্রিত হইয়া বক্তৃতামালা নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি, মেলাবিষয়ক বক্তৃতা কয়েকটী উৎসাহপূর্ণ, এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধীয় বক্তৃতা গুলিন নীতি ও সারগর্ভ। * * "

হিন্দুহিতৈষিণী। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০।

" বাবু মনোমোহন বসু হিন্দুমেলা প্রভৃতি বহুস্থলে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, তৎসমুদয় একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তৃতাতে অনেক সার কথা আছে। মনোমোহন বাবু একজন সুরচক, সমাজাভিজ্ঞ এবং সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার বাক্য যে সারবান হইবে বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বকালের সহিত তুলনা করিয়া ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আরো সুন্দর হইয়াছে। * * হিন্দু জাতির একতা ও জাতীয় উন্নতি সম্পাদনার্থ যে যে কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনেকের চৈতন্য জন্মিতে পারে। আমাদের দোষ এই যে আমরা আমাদের সমাজ, দেশ এবং প্রাচীন রীতিনীতির গুণাগুণ বিশেষরূপে অবগত না হইয়াই "কোনো কাজের নয়" সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। এই সিদ্ধান্তই আমাদের অধঃপতনের দ্বিতীয় পথ। সংক্ষেপতঃ এই যে, উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য এই পুস্তকে অনেক সারবান উপদেশ আছে।"

—০:০—

নাগাশ্রমের অভিনয় সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

হিন্দুহিতৈষিণী। ৩০শে ফাল্গুন, ১২৮১।

"* * আমরা অনুমান করি, উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরাই ইহার লক্ষ্য। ইহাতে উক্ত সমাজের নাগ সদৃশ অনেকগুলি লোকের প্রকৃতরূপে স্বভাবাদি চিত্রিত হইয়াছে। * * কেঁড়েল চন্দ্র (নাগাশ্রম রচয়িতা) যে পাকা লেখক হইবেন সে বিষয়ে সংশয় নাই।"

এডুকেশন গেজেট। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২।

"প্রহসন খানি প্রাপ্ত হইয়া আমরা ইহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলাম। শ্রবণ করিতে করিতে যে সকল সময়েই মনঃসংযোগ সমান রহিল, কিম্বা সকল ভাগই ভাল লাগিল, এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকানেক নাটক যেমন পড়িতেই পারা যায় না, একেবারে ফেলিয়া দিতে হয়, এখানি সেরূপ নহে। আমাদের সহিত আর যাঁহারা ঐ নাটক পাঠ শুনিতেছিলেন, অনেকেই অনেক স্থলে যথেষ্ট হাস্য করিয়া পুস্তকখানি যে প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রহসন অভিধানের উপযোগী হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করিলেন। * *"

বান্ধব, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

"* * সম্মুখস্থ প্রহসন খানির সম্বন্ধে এই মাত্র বলতে পারি, যে, ইহার লেখক ব্যঙ্গ বর্ণনে বিলক্ষণ পটু এবং মনুষ্যের চরিত্র চিত্র করিতেও সক্ষম। প্রহসনাংশে তদীয় অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।"

—০:০—

পার্থ-পরাজয় নাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

আর্য্যদর্শন।—পৌষ, ১২৮৭ সাল।

"* * * গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ নাটক-লেখকের লেখনীপ্রসূত। মনোমোহন বাবুর নাটকগুলির বিশেষ গুণ এই যে, ইহা রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। আমাদের কৃতবিদ্য যুবকেরা আ'জ্ কা'ল্ প্রায়ই ভারত রামায়ণে শ্রদ্ধাবান্ নহেন! নাটকচ্ছলে তাঁহাদের কর্ণ-কুহরে ঐ প্রাচীন কাহিনী প্রবিষ্ট করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সমালোচ্য নাটকের বর্ণনার বিষয় পুরাতন সত্য, কিন্তু রচনার গুণে উত্তম হইয়াছে। আর একটী গুণ, ইহাতে অশ্লীল ভাগ দেখিতে পাইলাম না।"

এডুকেশন গেজেট।—২৭ চৈত্র, ১২৮৭ সাল।

"* * * মনোমোহন বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ নাটক লেখক। পার্থপরাজয়ও তাঁহার প্রতিপত্তির অননুরূপ হয় নাই। * * *"

বামাবোধিনীপত্রিকা।—বৈশাখ, ১২৮৮ সাল।

"* * গ্রন্থকার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক এবং এই নাটকপাঠে পাঠিকাগণ আমোদিত হইতে পারিবেন।"

বান্ধব।—বৈশাখ, ১২৮৮ সাল।

"এ দেশের নাটককারগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর নাম ইংরাজীনবিশ, আর একশ্রেণীর নাম বাঙ্গালানবিশ। বাঙ্গালানবিশদিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমরা এই জন্য বহুদিন হইতেই ইঁহার গুণ-পক্ষপাতী। যাঁহারা পৌরাণিক কল্পনার পুষ্প-কাননে প্রবেশ করিয়া পুরাতন আর্য্য কবিদিগের নির্ম্মাল্যপুষ্পে নাটক রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই মনোমোহন বাবুর সমকক্ষ নহেন। তাঁহার লেখা করুণারসে পরিপূর্ণ থাকে। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার পার্থ-পরাজয় রামাভিষেকের মত হয় নাই। * * কিন্তু নাটকখানি তথাপি অন্যান্য বিষয়ে প্রশংসাযোগ্য এবং বাঙ্গালানাটকের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। কারণ লেখকের ক্ষমতা আছে।"

Amritabazar Patrica—April 21, 1881.

"We are glad to acknowledge the receipt of a copy of "*Partha Parájaya Nátaka*" a drama by *Babu Mano Mohana Basu*, whose claims as a dramatist have already obtained a firm footing. The work has been based on the well-known story of the *Mahábhárata*, the defeat of *Arjuna* by his own son *Vabhruváhana*. The author has shown considerable skill and ability by working out his play from very simple materials. The style is elegant and flowing, and the *dramatis personæ* have kept up their characters throughout the play. We have no hesitation in recommending the book to the public. The songs are generally beautiful and well-suited to theatrical performances. There may, on strict scrutiny, be found some defects in it, but they are too insignificant in comparison with the merits. It will indeed serve as a relief to the reading public from a vast number of worthless books that are presenting their appearances every year, in the field of vernacular literature."

Indian Mirror—May 6, 1881.

"*Partha Parajaya Nataka*—The plot of this drama is based on a well-known incident described in the *Mahábhárata*. The defeat of Arjuna at the hands of his son, *Babhrubahana*, is an interesting episode of the great epic, which has been, we believe, for the first time reduced into a respectable drama in Bengali. Babu Mano Mohana Basu who certainly needs no introduction to the readers of Bengali drama, has by his fertile imagination and masterly pen, given the piece a very fascinating character. The attempts made, however, to avoid monotony by the introduction of comical scenes, are, we are sorry to note, any thing but in accordance with a lofty sense of wit. The author has shewn great tact in embodying in this work illustrations of several of the *Rasas* (sentiments) that pervade the human heart. From the want of development, observed in some of the characters and incidents, we gather that the work has been got up in a hurry. The songs that are copiously interspersed in the play, have a great deal of poetry in them. There are several passages in the piece that are characterized by a grandeur of conception and cleverness of execution that cannot frequently be met with in any average Bengali dramatic work of the day."

Hindoo Patriot—May 23, 1881.

We owe *Babu Mano Mohana Basu* an apology for our inability to notice earlier his last publication. He is one of our popular dramatic writers. He has given to the public six dramatic pieces including the present, and all the preceding publications have passed through several editions. His first performance, *Ramabhisheka Nataka*, is deservedly held in high estimation as is evidenced by the fact of its having passed through no less than six editions in less than six years. Strictly speaking his present performance is not a drama in the proper sense of the term. It is an operatic piece and as such it is a work of great merit. The songs have been conceived in exquisite taste and their tune and measure are all in perfeet keeping with each other. The scenes presented are full of pathos and the characters well-drawn. There is, we must confess, a little too much feeling throughout, which gives the play all air of sameness. * * * Babu Manomohana Basu possesses great powers, and he will do justice to himself if he takes to higher flights of imagination and fancy than he has done in the work before us.